কিং কং

এডগার ওয়ালেস
ও
মারিয়ান সি. কুপার

রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু



অনুবাদ

এডগার ওয়ালেস ও মেরিয়ান সি. কুপার-এর

কিংকং

রূপান্তর □ অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০



ত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-3186-5
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭৮-১৯০২০৩
KINGKONG
By: EDGAR WALLACE &
MERIAN C. COOPER
Trans. by: Anish Das Apu

আবারও শুভকে

এখনও বই যার শ্রেষ্ঠ বন্ধু

কৈফিয়ত

কিংকং আবার অনুবাদ করছি শুনে কেউ কেউ ভুরু কুঁচকে জানতে চেয়েছেন এর কারণ। কারণ ব্যাখ্যা করছি।

এক যুগ আগে, বাংলাবাজার থেকে আমার অনূদিত 'কিংকং' প্রকাশ হয়। প্রকাশকের অনুরোধে দশ ফর্মার উপন্যাসটিকে কাটছাঁট করে চার ফর্মার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। যদিও মূলরস এতে ক্ষুণ্ন হয়নি বলে প্রকাশকসহ অনেকেই প্রশংসার সুরে বলেছিলেন আমাকে। কিন্তু বিশ্বখ্যাত বইটির সংক্ষিপ্তকরণে সন্তুষ্ট হতে পারিনি আমি, খচখচ করছিল ভিতরটা।

এক যুগ পরে 'কিংকং' অনুবাদের আবার সুযোগ এল। এবারে কোথাও কাঁচি চালাইনি, অনুবাদ করেছি পুরোটা। এখন আমি সন্তুষ্ট। দূর হয়েছে মনের খচখচানি। যাঁদের কপালে ভাঁজ পড়েছে, কুঁচকে গেছে ভুরু, আশা করি তাঁরাও সম্পূর্ণ অনুবাদের মজাটা পাবেন এ বই পড়ে।

অনীশ দাস অপু

এক

সাঁঝের আবছা আলো আর হালকা তুষারের ভাসমান পর্দার পেছনেও হোবোকেন জেটিতে নোঙর করা ওয়ান্ডারারকে বুড়ো ভবঘুরে ফ্রেইটার হিসেবে পরিষ্কার চেনা যায়। ওয়ান্ডারারকে লঝঝরে দেখালেও ক্রুরা জানে এর ইঞ্জিন যথেষ্ট শক্তিশালী, ভোঁতা, পুরানো নাক নিয়ে চোদ্দ নট গতিতে এগিয়ে চলতে সক্ষম; ঝড়জল কোন কিছুই পরোয়া করে না। কাঠামো নিরেট এবং অত্যন্ত মজবুত। যদিও জং ধরা চেহারা দেখে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। এ কারণেই ওয়ান্ডারারকে দেখে বেজায় হতাশ হলো ওয়েস্টন। অস্ফুটে মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'ঈশ্বর! এর নাম সমুদ্রগামী জাহাজ!'

ওয়েস্টনের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। সে ব্রডওয়ের দালাল। নতুন-পুরানো যে কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর খোঁজে তার কাছে যেতে হবে। সে সিনেমা ও মঞ্চনাটকের জন্য অভিনেতা সরবরাহ করে। তাকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে একটা গুদাম ঘরের কোণ দিয়ে উঁকি দিল বুড়ো দারোয়ান। ঠাণ্ডায় তার নাক লাল।

ওয়েস্টন তাকে দেখে হাত তুলল, হাই, ক্যাপ! এটাই কি সেই সিনেমাঅলাদের জাহাজ?'

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিল সে। চোখে সন্দেহ নিয়ে পা বাড়াল ওয়ান্ডারার-এর বরফ ঢাকা গ্যাংওয়ে ধরে। ঠিক জায়গাতে

এসেছে কিনা ভেবে এখনও সন্দিগ্ধ। 'আপনিও এই পাগলা অভিযানে শরিক হচ্ছেন নাকি?' গুদাম ঘরের অন্ধকার ছায়ার থেকে প্রশ্ন করল দারোয়ান।

'পাগলা?' ঝট করে ঘুরল ওয়েস্টন, ওর মনে ক্রমে জোরদার হতে থাকা সন্দেহের আগুনে যেন ঘি পড়েছে। 'এর মধ্যে পাগলামির কী আছে?'

'কারণ এর মধ্যে ওই উন্মাদ লোকটা আছে।'

'ডেনহ্যাম?'

'জ্বী! এ এমন লোক সিংহের ছবি তুলতে চাইলে সোজা হেঁটে গিয়ে তাকে হাসিমুখে পোজ দিতে বলবে। এ উন্মাদ না হলে উন্মাদ কে?'

খিকখিক হাসল ওয়েস্টন। ডেনহ্যাম সম্পর্কে তার ধারণা এর থেকে উঁচু নয়।

'লোকটা কঠিনই বটে,' মন্তব্য করল সে। 'কিন্তু ওদের সমুদ্র যাত্রাকে তুমি পাগলামি বলছ কেন?'

'ব্যাপারটা পাগলামি, তাই।'

দারোয়ান আরাম করে বসে ছিল, এবার সিধে হলো গাল-গপ্পো আরও ভালভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্যে। 'ডকের সবাই ব্যাপারটা জানে—বলাবলি করছে এ পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। আমি নিজে দেখেছি জাহাজে ঠেসে মাল ঢোকাতে। আর ক্রুর সংখ্যা এত বেশি! তিনটা জাহাজ ভরে যাবে।'

লোকটা বিরতি দিল দম নিতে। ওয়ান্ডারারের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করার প্রস্তুতি নিতে লাগল হাঁপাতে হাঁপাতে। তবে মুখ খোলার আগেই থেমে যেতে হলো ভরাট, তরুণ একটি কণ্ঠ শুনে।

'এই যে, গ্যাংওয়েতে কে? কী চান আপনি?'

জাহাজের মাঝামাঝি অংশে, লো ডেক রেইলের দিকে মুখ তুলে চাইল ওয়েস্টন। কেবিন থেকে ছিটকে আসা আলোয় ফুটে

আছে একটা শারীরিক কাঠামো, ডেনহ্যামের বর্ণনার সাথে মিলে যায়, ওয়েস্টন বুঝতে পারল ওই লোক ওয়ান্ডারার-এর ফার্স্ট মেট। লম্বা, সুঠাম শরীরের এ যুবকের অনেক প্রশংসা শুনেছে ডেনহ্যামের কাছে। কেবিনের আলোতে তার বেপরোয়া চোখ আর কাঠিন্যে ভরা মুখখানা দেখতে পাচ্ছে ওয়েস্টন। এরকম সুদর্শন পুরুষের সাথে যে কোন মেয়ে পরিচিত হতে চাইবে, মনে মনে ভাবল সে।

'আপনি কী চান?' ওয়েস্টন তাকে লক্ষ করছে, দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করল যুবক।

'ভেতরে আসতে চাই, মি. ড্রিসকল।' জবাব দিল ওয়েস্টন।

'আচ্ছা! আপনি নিশ্চয় ওয়েস্টন।'

'ব্রডওয়ের এক এবং অদ্বিতীয় থিয়েটার এজেন্ট,' বিনয়ের অবতার সাজল ওয়েস্টন।

'চলে আসুন! চলে আসুন!' চেঁচিয়ে উঠল ড্রিসকল। 'ডেনহ্যাম আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। মেয়েটার খোঁজ পেয়েছেন?'

অন্ধকারে ওয়েস্টনের চেহারা থেকে হাসি হাসি ভাবটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মুখ বাঁকাল সে, বলল না কিছু। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল আলোকিত কেবিনে।

কেবিনটা সাজানো গোছানো, পরিচ্ছন্ন। সাজসজ্জা বলতে এক দেয়ালে একটি আয়না ঝুলছে, আরেক পাশে পাইপ র‍্যাক। তাতে গোটা দুই ওভারকোট আর অ্যাটেনডেন্ট হ্যাট ঝোলানো। আর রয়েছে খান কয়েক চেয়ার, একটি চারকোনা টেবিল, তাতে ম্যাপ খুলে দেখা যায়। একটি খোলা বাক্সে লোহার কালো কালো কতগুলো বল, কোনটি কমলালেবুর চেয়ে বড় আবার কিছু আঙুরের চেয়ে ছোট। আর পিতলের চকচকে একটি ছড়ি। কেবিনে দাঁড়ানো দু'জন লোকের কাছ থেকে হাতখানেক দূরে, দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা।

প্রথমজন হালকা-পাতলা, মাঝারী উচ্চতা। প্রকাণ্ড একখানা গোঁফের পেছনে তাঁর কঠিন চোয়াল ধীর গতিতে নড়ছে। গোঁফের ডগা চিবুচ্ছেন। পরনে ভেস্ট ও শার্ট-স্লীভ। তার উপরে চাপানো ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা, দেখলেই বোঝা যায় ইনি হুকুম দিতে অভ্যস্ত, নিতে নয়।

তার সঙ্গীর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না, ধোপদুরস্ত পোশাক গায়ে, বেশ ফিটফাট। এরকম চেহারার মানুষ স্টক ব্রোকারের ডেস্কে হামেশাই দেখা যায়। তবে এর সমস্ত অস্তিত্ব থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রবল শক্তি আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। তার চোখ ঝকঝকে বাদামী রঙের, অ্যাডভেঞ্চারময় জীবনে বসবাস দৃষ্টিতে এনে দিয়েছে উৎসাহের অনির্বাণ দ্যুতি, ওয়েস্টন ভেতরে ঢুকতেই ঝিকিয়ে উঠল চোখ জোড়া, অধৈর্য গলায় বলল, 'ওয়েস্টন! আমি এক্ষুনি তীরে যাচ্ছিলাম আপনাকে ফোন করতে।'

'জানলে অপেক্ষা করতাম,' নিজের ভিজে জুতোর দিকে চোখ রেখে বলল ওয়েস্টন।

'আমাদের জাহাজের স্কিপারের সাথে হাত মেলান, ক্যাপ্টেন ইঙ্গনহর্ন,' এগিয়ে গেল ডেনহ্যাম।

ক্যাপ্টেনের ক্যাপ মাথায় মানুষটি মোটা, খসখসে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন ওয়েস্টনের দিকে। তারপর লোহার বলের বাক্সটা সরিয়ে নিলেন ওকে চেয়ারে আরামে বসতে দেয়ার জন্য।

'আশা করি জ্যাকের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে,' বলল ডেনহ্যাম। ওয়েস্টন হাসল ড্রিসকলের দিকে তাকিয়ে। প্রত্যুত্তরে হাসি ফিরিয়ে দিল যুবক। বলে চলল ডেনহ্যাম, 'বেশ! এরা এমন দু'জন মানুষ যাদেরকে কোনদিন ব্রডওয়েতে দেখতে পাবেন না। এঁরা দু'জনেই গত অভিযান দুটোতে আমার সঙ্গে ছিলেন। এঁরা এবারও আমার সঙ্গী হতে না চাইলে এ যাত্রা শুরু করার আগে অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে হত আমাকে।' বিরতি দিল

ডেনহ্যাম। তারপর বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। চোখে চোখ রাখল থিয়েটার এজেন্টের।

'মেয়েটা কোথায়, ওয়েস্টন?'

'জোগাড় করতে পারিনি।'

'কী!' ধাম করে টেবিলে ঘুষি বসিয়ে দিল ডেনহ্যাম, 'শুনুন, ওয়েস্টন! অ্যাক্টরস একুইটি এবং হেজ আউটফিট আমি যে মেয়েকেই ভাড়া করতে গেছি, প্রত্যেককে সাবধান করে দিয়েছে। আপনি ছাড়া প্রতিটি এজেন্ট পিছিয়ে গেছে। আপনিই শুধু বাদ ছিলেন। আপনি জানেন আমি সৎ মানুষ...'

'সবাই জানে তুমি সৎ মানুষ,' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল ওয়েস্টন, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। 'সেই সাথে তোমার বেপরোয়া স্বভাবের কথাও কারও অজানা নেই। তাছাড়া এ অভিযান নিয়ে এমন ঢাক ঢাক গুড় গুড় করছ! তারপরও কী করে আশা করো কেউ তোমার ব্যাপারে উৎসাহী হবে?'

'ঠিক কথা!' নিজের পিতলের ছড়িতে হেলান দিয়ে মন্তব্য করলেন ইঙ্গলহর্ন।

'একদম খাঁটি কথা!' চোয়াল ঘষতে ঘষতে চেঁচিয়ে উঠল ড্রিসকল। 'এমনকী জাহাজের চালক এবং মেট পর্যন্ত জানে না এই বুড়ো জলযানটা কোথায় যাচ্ছে...'

'ঠিক বলেছেন!' ওয়েস্টন তার হাতের তালু মেলে ধরল। 'আমার মান-সম্মানের দিকটা একটু ভাবো, ডেনহ্যাম। আমি কোন সুন্দরী, তরুণীকে পাঠাতে পারব না, সেটা ঘরোয়া বিষয় হলেও, কী করতে হবে না জেনে কোন মেয়েই আসতে চাইবে না।'

'তো মেয়েটাকে কী বলতে হবে?' গর্জে উঠল ডেনহ্যাম। 'মেয়েটা কোথায় যাবে, কত দূরে, কেউ জানে না, তুমি আভাস পর্যন্ত দাওনি...একলা একটি মেয়ে, কঠিন কতগুলো লোকের সাথে লঝঝরে একটা জাহাজে...আসল ব্যাপার না জেনে কেউই

যেতে চাইবে না।' বাকি তিনজনকে হাসতে দেখে দ্রুত যোগ করল ওয়েস্টন, 'কঠিন লোক বলতে আমি অবশ্যই ক্রুদেরকে বুঝিয়েছি।'

'ওয়েস্টন!' আবারও টেবিলে ঘুষি মারল ডেনহ্যাম। 'আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজটা করতে যাচ্ছি। আর মেয়ে আমার চাই-ই।'

'তোমার কোনও ছবিতেই তো কোনও মেয়ে চরিত্র ছিল না। এটার জন্যে দরকার হলো কেন?'

'নিশ্চয়ই আমার নিজের জন্য চাইছি না।'

'তো?'

'তো পাবলিক মেয়ে দেখতে চায়। তারা সুন্দরী নায়িকা চাইছে। আমি গায়ের রক্ত পানি করে এত সুন্দর ছবি বানাই অথচ দর্শক বলে, "নায়িকা থাকলে ছবিটা আরও ভাল লাগত।" আর প্রদর্শকরা বলে, "প্রেমের ছবি হলে আমরা দ্বিগুণ পয়সা কামাতে পারতাম।"'

'ঠিক আছে!' তৃতীয় এবং শেষবারে এত জোরে টেবিলের উপরে ডেনহ্যামের মুঠি আছড়ে পড়ল, বিকট শব্দ হলো। 'ওরা নায়িকা চায়। দেব ওদের নায়িকা।'

দারোয়ানের কথা মনে পড়ল ওয়েস্টনের। ডেনহ্যাম একটা উন্মাদ। কিন্তু ঐ উন্মাদের জন্য তো আর সে নিজের পেশার ক্ষতি করতে পারে না।

'দুঃখিত,' হাত বাড়িয়ে হ্যাট তুলে নিল সে। 'মনে হয় না তোমার জন্য আর কিছু করতে পারব।'

'আপনাকে আরও অনেক কিছুই করতে হবে,' বলল ডেনহ্যাম, 'আর জলদি। কাল সকালে উজানে জাহাজ ছাড়ব। দিনে দিনে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'কেন?'

'আপনাকে এখন বললে ক্ষতি নেই,' একটু চিন্তা করে বলল

ডেনহ্যাম। 'আমরা বিস্ফোরক নিচ্ছি সঙ্গে। ইনসুরেন্স কোম্পানি জেনে গেছে ব্যাপারটা। তাড়াতাড়ি কেটে না পড়লে মার্শালের ডেপুটি এসে ঘাড় চেপে ধরবে। তারপর মামলা মোকদ্দমা হবে। কয়েক মাসের জন্য ফেঁসে যাব।'

হঠাৎ মূড বদলে গেল তার, ইঙ্গলহর্ন দেয়ালের পাশে যে বাক্সটি সরিয়ে রেখেছিলেন, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডেনহ্যাম। একটা লোহার বল তুলে নিল। গর্ব নিয়ে দেখছে জিনিসটা, মুখে চওড়া হাসি।

'আমার কাছ থেকে দূরে থাকুন,' বলল সে, 'সত্যি বলছি, ওয়েস্টন, যে মেয়েই এবার আমার সফর সঙ্গী হোক না কেন তার কোন বিপদ হবে না। হয়তো দু'একটা ছোটখাট ঝামেলা হতে পারে।' হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। 'বড় ধরনের ঝামেলা হলেও ক্ষতি নেই। এ জিনিস যতক্ষণ সঙ্গে আছে, কোন কিছুর পরোয়া করি না।'

'ওগুলো কী?'

'গ্যাস বোমা। আমার নিজের প্রেসক্রিপশন। গ্যাস বোমা এতই শক্তিশালী একপাল হাতিকেও শুইয়ে দিতে পারে।'

'ক্-কি?' তোতলাতে লাগল ওয়েস্টন। 'ডেনহ্যাম, আমি যতই শুনছি ততই এ ব্যাপারটির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি। নায়িকার সন্ধান পাইনি বলে এখন বরং স্বস্তিবোধ করছি।'

'ইনসিওরেন্স কোম্পানির মত কথা বলবেন না,' তিরস্কার করল ডেনহ্যাম। 'সামান্য বিস্ফোরক দেখে ঘাবড়ানোর কী আছে? যারা এ জিনিসের ব্যবহার জানে, যেমন জ্যাক, ক্যাপ্টেন কিংবা আমি, আমাদের কাছে এগুলো ললিপপ ছাড়া কিছু নয়। সত্য হলো, ওয়েস্টন, প্রবল বৃষ্টি আর মৌসুমি বায়ুই কেবল যত ঝামেলা আর বিপদের সৃষ্টি করতে পারে।'

'ম-মৌসুমী বায়ু!'

'তা ছাড়া আর কী! এ জন্যই তো মেয়েটাকে দ্রুত দরকার যাতে জলদি রওনা হতে পারি। তবে স্কিপারের উপরে ভরসা আছে আমার, ওয়ান্ডারারকে ঝড়ো বাতাস ঠেলেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। জ্যাকও!' ড্রিসকলের প্রশস্ত পিঠে আদর করে চাপড় দিল ডেনহ্যাম। 'তবে মৌসুমি বায়ু বৃষ্টি ডেকে আনে। আর বৃষ্টি আউটডোর ছবির বারোটা বাজিয়ে দেয়। নষ্ট করে সময়, পয়সা এবং বৃথা যায় পরিচালকের সমস্ত পরিশ্রম।'

'ম-মৌসুমি! গ-গ্যাস বোমা!' ওয়েস্টন এখনও তোতলাচ্ছে।

'বাই জর্জ! নিজেকে আমার খুনী বলে মনে হচ্ছে!' গোল মাথায় শক্তভাবে হ্যাট চাপাল সে, হাত বাড়াল দরজার হাতলের দিকে। 'ডেনহ্যাম, আমার কাছ থেকে কোন মেয়ে পাচ্ছ না তুমি।'

'কী?'

'জ্বী।'

'ঠিক আছে। আপনাকে ছাড়াই আমি আমার নায়িকা খুঁজে নিতে পারব।'

ডেনহ্যাম হুকে ঝোলানো একটা ওভারকোট টান মেরে তুলে নিল, আরেক হুক থেকে হ্যাট, অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে। 'যদি ভেবে থাকেন নায়িকা জোগাড় করে দিতে পারেননি বলে হাল ছেড়ে দেব...'

ধাক্কা মেরে মোটকু ওয়েস্টনকে পথের সামনে দিয়ে সরিয়ে দিল, টান মেরে খুলল দরজা।

'...আমি পৃথিবীর সেরা ছবি বানাব। এমন ছবি যা কেউ কোনদিন দেখেনি; কল্পনাও করেনি। আমি যখন ফিরে আসব ওদেরকে নতুন বিশেষণ খুঁজে বের করতে হবে। দেখে নিয়েন!'

দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'চললেন কোথায়?' হাঁক ছাড়লেন ইঙ্গলহর্ন।

সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে নামছে ডেনহ্যাম, ভেসে এল তার জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'আমার ছবির জন্যে নায়িকা খুঁজতে। আমি কাউকে নিয়ে আসবই…প্রয়োজনে কিডন্যাপ করে হলেও।'

কেবিনের ভিতরে ওয়েস্টন ওভারকোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ট্যারা চোখে দেখল ড্রিসকল আর ইঙ্গলহর্নকে। পাগলটার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তার বেশ ভাল লাগছে। উন্মাদ, মনে মনে ভাবল সে, ঠিক শব্দটাই বাছাই করেছে দারোয়ান। হঠাৎ হাসতে শুরু করল ড্রিসকল।'

'বাজি,' বলল সে ইঙ্গলহর্নকে। 'ডেনহ্যাম ঠিকই ওঁর নায়িকা খুঁজে আনবেন।'

'আমি বাজি ধরছি না,' শান্তভাবে গোঁফ চিবুতে চিবুতে বললেন ইঙ্গলহর্ন।

ওয়েস্টনের দিকে ফিরল ড্রিসকল, হাসছে এখনও, তামাটে মুখে ধবধবে সাদা দাঁত ঝলকাচ্ছে।

'দরকার হলে মেয়েটাকে আমাকে বিয়ে করতেও বলতে পারেন উনি,' বলল সে। 'আপনাকে ক্যাব পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব?'

দুই

সুন্দর একটি মুখ খুঁজছে ডেনহ্যাম। ব্রডওয়ে থিয়েটারের ভিড়ের মধ্যে কনুই দিয়ে যাকে তাকে গুঁতো মেরে, ধাক্কা সয়ে সে অপেক্ষা

করছে, দেখছে। শরীর বাদ দিয়ে শুধু চেহারার দিকে নজর দিচ্ছে ডেনহ্যাম। ক্যামেরার লেন্সের মত তার চোখ অসংখ্য মুখের মাঝে পছন্দসই চেহারা খুঁজছে। কারও মুখ চওড়া, কারও ভয়ে শুকিয়ে যাওয়া আমসি চেহারা, কেউ বা গোমড়া, কারও চেহারায় আমন্ত্রণ, রঙ মাখা, শক্ত, নরম, উদাসীন শত শত মুখ দেখল ডেনহ্যাম। কিন্তু এমন কাউকে চোখে পড়ল না যে মুখ চেঁচিয়ে বলছে, 'এই যে আমি। আমাকেই খুঁজছ তুমি।'

শেষে হতাশ ও ধৈর্য হারা ডেনহ্যাম পা বাড়াল শহরের কেন্দ্রস্থল বা ডাউন টাউনের দিকে। আলো ঝলমল টাইমস স্কোয়ার ছাড়িয়ে গলি ঘুঁচিতে ঘুরে বেড়াল সে। রাস্তার কোণে, পার্কের বেঞ্চিতে, রুটির দোকানের লাইনে, বাসে, গাড়িতে তার নায়িকাকে খুঁজল। নানা রকম মেয়ে দেখল। কিন্তু মনে ধরল না কাউকে। মোমের অগ্নিশিখার মত স্নিগ্ধ চেহারার কোন মেয়ে দেখতে পেল না ডেনহ্যাম। পছন্দের মেয়েটিকে পেয়ে গেলে তাকে নায়িকা করে বানাবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবিটি। কিন্তু প্রায় গোটা নিউ ইয়র্ক পাগলের মত চষে বেরিয়েও মনের মত মেয়েটির খোঁজ মিলল না। ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে এল ব্রডওয়েতে। শত শত থিয়েটার আর সিনেমা হলের রাজ্যে। ত্যক্ত বিরক্ত, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত ডেনহ্যামের সিগারেটের খুব তেষ্টা পেয়েছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে দেখে খালি। রাস্তার পাশের একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল সিগারেট কিনতে। দোকানটা ছোট। ভিতরে জায়গা হয়নি বলে দোকানের লাগোয়া একটি স্ট্যান্ডে আপেল সাজিয়ে রেখেছে দোকানী।

ডেনহ্যামের কাছে সিগারেট বিক্রির সময়েও সতর্ক চোখ রেখেছে সে আপেলের উপরে। আপেলগুলো ডেনহ্যামও দেখছে। ওর চোখেই আগে ধরা পড়ে গেল ঘটনাটা।

একটা মেয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল আপেল স্ট্যান্ডের সামনে।

ফর্সা, কোমল একটি হাত বাড়িয়ে দিল টুকটুকে লাল, রসালো ফলগুলোর দিকে। সন্ত্রস্ত ও ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে সে একটি আপেল তুলতে যেতেই চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখে ফেলল দোকানী। ডেনহ্যাম অবশ্য আগেই লক্ষ করেছে ব্যাপারটা, সে সিগারেটের প্যাকেট খুলতে ব্যস্ত, হাঁ হাঁ করে মেয়েটির দিকে ছুটে গেল দোকানদার। 'এই যে তোমাকে ধরেছি! চোর কোথাকার!' মেয়েটির কব্জি চেপে ধরল সে। 'উঁহু, পালাবার চেষ্টা কোরো না। পুলিস কোথায় পুলিস?'

'না!' আর্তনাদ করে উঠল তরুণী, হাত ছুটিয়ে নেয়ার দুর্বল চেষ্টা করছে। 'প্লিজ, আমাকে যেতে দিন। আমি কিছু চুরি করিনি। নিতে চেয়েছিলাম। নিইনি তো!'

'সবসময়ই কেউ কিছু না কিছু চুরি করছে। তোমাকে আমি ছাড়ছি না। পুলিস, অ্যাই পুলিস!'

'শাট আপ!' ধমকে উঠল ডেনহ্যাম। 'মেয়েটি সত্যি কথাই বলছে। তোমার পচা আপেল ও ধরেওনি, তার আগেই তুমি চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছ। কিছু চুরি করার নিয়ত ওর ছিল না।'

'সত্যি বলছি আমি কিছু চুরি করতে চাইনি।'

'এই যে সক্রেটিস,' ব্যাপারটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল ডেনহ্যাম। 'এই ডলারটা রাখো এবং ঘটনাটা ভুলে যাও।'

ডলার দেখে খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা দোকানদারের আচরণের আমূল পরিবর্তন ঘটল। খপ করে ডলারটা ধরল সে, চট করে ছেড়ে দিল মেয়েটির হাত, ব্যাঙের মত লাফ মেরে ঢুকে পড়ল নিজের দোকানে।

এভাবে মুক্তি পেয়ে যাবে কল্পনাও করেনি মেয়েটি, ডেনহ্যাম ওর কাঁধ জড়িয়ে না ধরলে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেত রাস্তায়। মাথাটা এক দিকে কাত হয়ে গেল তার। দোকানের একটি মাত্র বিদ্যুৎ বাতির আলোর পুরোটাই উদ্ভাসিত হলো তার মুখের

ভাগে। এই প্রথম তরুণীর চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেল ডেনহ্যাম। বার বার দেখল সে। দেখে যেন আশ মেটে না। আধ বোজা চোখ জোড়া আস্তে আস্তে খুলে গেল। আবারও তাকে দেখল ডেনহ্যাম। তারপর হেসে উঠল গলা ছেড়ে। হাত বাড়িয়ে ডাকল, 'ট্যাক্সি।' মেয়েটিকে নিয়ে গাড়িতে উঠেই হুকুম করল, 'সবচেয়ে কাছের রেস্টুরেন্টে চলো। জলদি।'

আধ ঘণ্টা পরের ঘটনা। রেস্টুরেন্টের কোনার দিকের লাঞ্চ রুমে বসে আছে ডেনহ্যাম মুখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে। তার বিপরীত দিকের চেয়ারটি দখল করেছে তরুণী। তার সামনে শূন্য প্লেট এবং কাপের পাহাড়। খাওয়ার সময় একটিও কথা বলেনি সে, ডেনহ্যামও বিরক্ত করেনি তাকে। হাত জোড়া টেবিলের উপরে ভাঁজ করে রেখে, সামনের দিকে ঝুঁকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছে মেয়েটিকে।

অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। ক্যামেরাম্যানের চোখ দিয়ে তাকে যাচাই করতে গিয়ে বুঝেছে ডেনহ্যাম এরকম সুন্দরী লাখে একটা মেলে না। বড় বড় আশ্চর্য নীল চোখ, ঘন আঁখি পল্লব; টসটসে মুখখানায় যৌনাবেগ আর রসবোধ এক সাথে ফুটে আছে। নিটোল এবং দৃঢ় চিবুক ইঙ্গিত করে এ মেয়ে যথেষ্ট সাহসী। গায়ের রঙ দুধে-আলতা। জীর্ণ হ্যাটের নীচ দিয়ে বেরিয়ে আছে সোনার মত ঝকঝকে কেশ। কবি হলে ডেনহ্যাম একে নিয়ে কবিতা লিখত।

ডেনহ্যামের তীক্ষ্ণ, প্রশংসাসূচক দৃষ্টির সামনে মেয়েটি হাসল।

'নিজেকে এখন অন্য রকম অ্যান ডারো লাগছে,' বলল সে।

'ভাল বোধ করছ তো?'

'জ্বী। ধন্যবাদ। আপনার মনে অনেক দয়া।'

'এত বেশি প্রশংসা কোরো না,' নীরস গলা ডেনহ্যামের।

'স্রেফ দয়া দেখাতে তোমার পেছনে আমার টাকা আর সময় খরচ করছি না।'

অ্যানের চেহারা থেকে হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল। একটু কেঁপে উঠল। ডেনহ্যাম প্রতিক্রিয়াটা দেখেও না দেখার ভান করল।

'তুমি এ অবস্থার মধ্যে পড়লে কী করে?'

'নিয়তি। আমার মত এরকম অনেক মেয়ে আছে।'

'কিন্তু তারা নিশ্চয় তোমার মত সুন্দরী নয়।'

'ভাল জামা কাপড় পরলে হয়তো আমাকে সুন্দর দেখায়,' অ্যানের হাসিতে এখনও ভীতি রয়ে গেছে। 'তবে কোন মেয়ে যখন খুব দারিদ্র্যের কবলে পড়ে...'

'তোমার বাবা-মা আছেন?'

'এক চাচা আছেন...কোথায় থাকেন জানি না।'

'অভিনয় করেছ কখনও?'

'ফোর্ট লীতে দু'একটা সিনেমায় এক্সট্রার পার্ট করেছি। একবার শুধু ভাল একটি চরিত্র পেয়েছিলাম। সে স্টুডিও এখন বন্ধ।'

'তুমি কি শহুরে মেয়েদের মত ইঁদুর দেখলে ভয় পাও আর সাপ দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাও?'

'জ্বী না। আমি গাঁয়ের মেয়ে...তবে ইঁদুর কখনও পুষতে পারব বলে মনে হয় না। আর নিজের হাতে সাপ মেরেছিলাম...একবার।'

আবার বিজয় উল্লাস অনুভব করল ডেনহ্যাম, সিধে হলো। 'শোনো, বোন। তোমাকে একটা কাজ দিতে পারি আমি।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল অ্যানও, ডেনহ্যামের চোখে চোখ রাখল। অপেক্ষা করছে।

'ভাল খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নেয়ার পরে, সকল ক্লান্তি

[illegible] হয়ে গেলে তুমি হয়ে উঠবে ঠিক আমার মনের মত।'

'তবে...কখন কাজ শুরু হবে?'

'এখন। এ মুহূর্ত থেকে। সবার আগে নতুন কিছু জামা কাপড় কিনতে হবে। চলো। ব্রডওয়ের দোকান এখনও খোলা পাব।'

'কিন্তু...কিন্তু কাজটা কী ধরনের?'

'এ কাজে টাকা, অ্যাডভেঞ্চার, খ্যাতি সব আছে। সারা জীবনের রোমাঞ্চের স্বাদ পাবে। লম্বা সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়তে হবে। কাল সকাল ছ'টায় শুরু হবে যাত্রা।'

অ্যান আবার বসে পড়ল চেয়ারে, গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। তার চেহারায় এখন ভীতির ছাপ নেই। দীর্ঘদিন প্রাকটিস করা ধৈর্যের ছাপ ফুটেছে।

'না! আমি দুঃখিত...আমি পারব না...আমার কাজের দরকার...আমি না খেয়ে থাকতাম...কিন্তু এ কাজে যেতে পারব না।'

'কী?' চেঁচিয়ে উঠল ডেনহ্যাম। হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। তারপর হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করল। সিগারেটের দোকান থেকে আসার পরে আর ধূমপান করা হয়নি।

'ওহ্, এই ব্যাপার! না, বোন। না। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার নেই। স্রেফ কাজ।'

'বেশ,' ক্ষমা প্রার্থনার সুর অ্যানের কণ্ঠে। 'আমি চাইনি কোনও...'

'কোনও ভুল বোঝাবুঝি হোক। অবশ্যই। অবশ্যই তুমি তা চাওনি। আসলে দোষটা আমারই। আমিই উত্তেজিত হয়ে ব্যাপারটা ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারিনি। এবার বলছি। আমার নাম ডেনহ্যাম। শুনেছ কখনও নামটা?'

'জ-জ্বী। জ্বী। আপনি সিনেমা বানান। জঙ্গল, নদী এসব নিয়ে।'

'হ্যাঁ। আমি আমার আগামী ছবির জন্য তোমাকে নায়িকা নির্বাচিত করেছি। কাল সকাল ছ'টায় রওনা হব।'

'কোথায়?'

'এ মুহূর্তে তোমাকে বলা যাবে না, অ্যান। এখান থেকে অনেক দূরে। তবে তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আরামে যাবে তুমি। সাগরের নীল ঝলমলে জলরাশি, নরম চাঁদের আলো…ব্যাপারটা একবার চিন্তা করো, অ্যান। শেষে যাই ঘটুক না কেন নিউ ইয়র্কে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এটা ভাল নয় কী? এখানে প্রতি রাতে তুমি ঘুমাতে যাও পরদিন সকালে পেটে কিছু জুটবে কিনা সে দুশ্চিন্তা নিয়ে, তাই না?'

'শেষে যাই ঘটুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না,' ফিসফিস করল অ্যান। 'এ জীবন অনেক ভাল।'

'আমি সৎ মানুষ, অ্যান।' বলল ডেনহ্যাম। 'তোমার সঙ্গেও তাই থাকতে চাই। এর মধ্যে কোন ধানাই পানাই নেই।'

'আমাকে কী করতে হবে এখনও বলেননি কিন্তু?'

'তুমি শুধু মুখখানা সোজা করে আমার দিকে তাকাও আর আমার উপরে আস্থা রাখো।' ডেনহ্যাম হাত বাড়িয়ে দিল অ্যানের দিকে।

অ্যান দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডেনহ্যামের দিকে। ডেনহ্যামও চেয়ে রইল। সে সবসময়ই ভাগ্যবান, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ডেনহ্যাম। তার চোখ ছুঁয়ে গেল মেয়েটির ঝলমলে চুল, নিখুঁত মুখ আর মেদহীন চমৎকার শরীরে।

ডেনহ্যাম আবার যখন চোখে চোখ রাখল, অ্যান মিষ্টি হেসে বাড়িয়ে ধরা হাতে হাত রাখল।

তিন

পরদিন সকালে সরু বার্থে ঘুম ভাঙল অ্যান ডারোর। কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝে উঠতে এখানে সে কীভাবে এসেছে। কয়েক হপ্তার মধ্যে এই প্রথম খিদে নিয়ে জাগেনি সে। খিদে পায়নি কেন ভাবতে গত রাতের কথা মনে পড়ে গেল। বিছানায় উঠে বসল অ্যান। বার্থের পাশে বাটি ভর্তি আপেল দেখে উঁচু গলায় হেসে উঠল।

শেষ মুহূর্তে ফলগুলো কিনেছিল ডেনহ্যাম, ড্রেসের বাক্স, জুতোর বাক্স আর হ্যাটের বাক্সে ট্যাক্সিতে আর জায়গা হচ্ছিল না।

'এই বাটিতে আপেল রাখবে,' বলেছিল ডেনহ্যাম। মাঝরাতের অনেক পরে জাহাজে ফিরেছিল ডেনহ্যাম অ্যানকে নিয়ে। জেটিতে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাদেরকে লক্ষ করছিল ঠাণ্ডায় নাক লাল হয়ে যাওয়া দারোয়ান।

বাটি ভর্তি আপেল নিয়ে পা টিপে টিপে ডেনহ্যামের পেছন পেছন যাচ্ছিল অ্যান আবছা অন্ধকারে ঢাকা একটি প্যাসেজ দিয়ে।

'এ কেবিনে তুমি থাকবে,' বলেছিল ডেনহ্যাম। 'ভেতরে একটা চাবি আছে। পেয়েছ? বেশ! গুড নাইট, স্লীপ টাইট! লম্বা একটা ঘুম দাও। কাল সন্ধ্যার আগে তোমাকে কেবিনের বাইরে

ঘুরঘুর করতে দেখলে স্কিপারকে বলব তোমার পায়ে শিকল পরিয়ে দিতে।'

ফুলে ফেঁপে থাকা ঝলমলে চুলের গোছা ঝকঝকে চোখের উপর থেকে হাত দিয়ে ঠেলে সরাল অ্যান। তাকাল ছোট্ট ঘড়িটির দিকে। আটটার বেশি বাজে। পাঁচ, ছ'ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে থাকলেও বেশিক্ষণ ঘুমোয়নি সে।

হাই উঠল অ্যানের। হাসল আবার। এত উত্তেজনা নিয়ে কি ঘুমানো যায়? সিদ্ধান্ত নিল ডেকে যাবে। যদিও মি. ডেনহ্যাম তার স্কিপারের ভয় দেখিয়েছেন শিকল পরিয়ে দেবেন।

ডেনহ্যাম তার সহকারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছে অ্যানকে। স্কিপার অর্থাৎ ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্ন। বুড়ো আর কর্কশ স্বভাবের হলেও লোক নাকি মন্দ নন। তরুণ মেট ড্রিসকলও বদমেজাজী, তবে সেও ভাল, প্রশংসা করেছে ডেনহ্যাম।

বার্থের কোনায় সুঠাম পা জোড়া ঝোলাল অ্যান। তারপর নেমে পড়ল মেঝেতে। খোলা পোর্ট হোলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডেনহ্যাম তার সকাল ছ'টার শেড্যুল রক্ষা করেছে। নিউ ইয়র্ক মহানগরীকে দেখা যাচ্ছে না। জাহাজের স্টার্নে, দিগন্ত রেখার কাছে আবছা চোখে পড়ে জমিন। এ ছাড়া সামনে শুধু পানি আর পানি। নরম, চকচকে আকাশের নীচে শান্ত সাগর। গত রাতের তুষারপাতের চিহ্নও নেই, সেই সাথে ঝড়ো হাওয়ার আশঙ্কাও অদৃশ্য। পাতলা নাইট গাউন পরনে অ্যানের। অথচ তেমন শীত লাগছে না।

পোর্ট হোল থেকে সরে এল সে, হাসি হাসি মুখ করে হাত বোলাল নাইট-গাউনে।

'তোমার যা মন চায় কিনতে পারো, বোন,' বলেছিল ডেনহ্যাম। 'ব্রডওয়ে কিংবা হলিউডের বাইরের কারও জন্যে যা কিনতে হতো আমাকে, তুলনায় তোমার পেছনে খরচ কমই

আছে। কাজেই যা খুশী কিনতে পারো।'

বহুদিন দোকানপাট থেকে দূরে থাকতে হবে মনে পড়তে অ্যান ডেনহ্যামের কথা মত কাজ করেছে। কিনেছে নাইট গাউন, প্যান্টি, মোজা, এমনকী লাউঞ্জিং পাজামাও। কোট, ড্রেস, হ্যাট তো ছিলই। সবগুলো বাক্স এখন পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে, ওয়াল্ডারারের ইঞ্জিনের স্পন্দনের ধাক্কায় যে কোন মুহূর্তে ওগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে যেতে পারে ওর গায়ে।

একটা বাক্স শুধু খুলবে ঠিক করল অ্যান। বাক্স খুলে নতুন একটি কোট বের করল। পুরনো পোশাকের উপরে চাপিয়ে দিল নতুন কোট। ডেনহ্যাম যেন না ভাবে নতুন নতুন ড্রেস পেয়ে ওগুলো পরার জন্যে লালায়িত হয়ে আছে অ্যান। পোশাক পরে কেবিনের দরজা খুলল সে। পা রাখল ডেকে।

প্যাসেজওয়ের মতই প্রায় খালি ডেক। অফিসার আর ক্রুরা নিশ্চয় নীচে গেছে কাজে। শুধু একজন লোককে দেখতে পেল অ্যান। এক টাক মাথা বুড়ো, ডেকের এক কোনায় রশিতে গিঁট দিচ্ছে, পাশে বসে রয়েছে একটা বানর।

হালকা পায়ে এগুলো অ্যান। বুড়ো নাবিকের চেহারায় শিশুর মত একটা সারল্য আছে, তা ছাড়া মনে বেশ স্ফূর্তিও লাগছে অ্যানের, সে ধপ করে বসে পড়ল লোকটার পাশে, আবদারের গলায় বলল, 'আমাকে শেখাও না।'

'জ্বী, ম্যাম!' শান্ত গলায় বলল বুড়ো নাবিক। ওর চোখের ঝিকিমিকি দেখে বুঝতে পারল অ্যান পা টিপে টিপে এলেও আগেই তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে বুড়ো। শান্ত গলা শুনে ধারণা করা যায় ওয়াল্ডারার-এর মধ্যরাতের দারোয়ান অ্যানের আগমন সংবাদ অনেক আগেই ছড়িয়েছে।

'অবশ্যই,' বলল বৃদ্ধ। 'তবে সবার আগে পরিচয় পর্বটি সেরে

নেয়া যাক। আমি লাম্পি, এ ইগনাজ...'

'আর আমি অ্যান ডারো।'

'আর এটা হলো,' রশি পাকাতে পাকাতে বলল বুড়ো, 'বো লাইন।' কীভাবে রশি পাকাতে হয় অ্যানকে দেখিয়ে দিল নাবিক। তবে রশি হাতে নিয়ে গিট দেয়ার বদলে অ্যান মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সবুজ সাগরের দিকে।

'ওহ্, লাম্পি,' বুক ভরে শ্বাস টানল সে, 'এখানে অনেক মজা, না? তবে ঝড় উঠলে বোধহয় আর মজা থাকে না।'

জবাবে লাম্পি কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাঁশির শব্দে বলা হলো না। এক ছুটে কোথায় যেন চলে গেল। ইগনাজকে নিয়ে ছায়ায় বসে রইল অ্যান। বাঁশির শব্দ শুনে বেশ কয়েকজন নাবিককে জাহাজের পেছন দিয়ে ছুটে যেতে দেখল সে। একটু পরে বাঁশির মালিককে দেখা গেল। নিজের কাজে মগ্ন যুবক খেয়ালই করেনি অ্যান ডারোকে।

যুবককে প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়ে গেল তার। দীর্ঘদেহী সে, পেশীবহুল একটা শরীর, তামাটে, কঠিন মুখ, মাথায় অফিসারের ক্যাপ, গায়ে কালো উলেন শার্ট। এ নিশ্চয়ই ড্রিসকল, ভাবল অ্যান।

কমপ্যানিয়ন্ ওয়ে ধরে ডেকের সামনে আসতেই ড্রিসকল দেখে ফেলল অ্যানকে। 'আরে আপনি!' অবাক হয়েছে সে।

'আপনি এখানে কী করছেন? আপনার না এখন ঘুমাবার কথা!'

'আমি এমনি একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম,' ভীরু গলায় বলল অ্যান। 'আমি এর আগে কোনদিন জাহাজে চড়িনি।'

'আর আমি,' গলার স্বর কোমল করল ড্রিসকল, 'এর আগে কোনদিন কোন মেয়েকে নিয়ে জাহাজে উঠিনি।' একটু বিরতি দিল সে। তারপর বলল, 'আপনিই তা হলে সেই মেয়ে শেষ

[illegible] যার সন্ধান পেয়েছে ডেনহ্যাম।'

'দারুণ রকম উত্তেজক একটা মুহূর্ত ছিল ওটা,' হাসল অ্যান।

এমন সময় ডেনহ্যামকে দেখা গেল লম্বা পা ফেলে ডেকে আসছে।

অ্যানকে দেখে সে চেঁচাল, 'তোমাকে না আমি সারাদিন ঘুমাতে বলেছি?'

'উত্তেজনার চোটে ঘুমই আসেনি।'

ডেনহ্যাম বলল, 'যাক, উঠে যখন পড়েছ তোমার স্ক্রীন টেস্ট করব। নীচের কেবিনে যাও। ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্ন কস্টিউমের বক্স দেখিয়ে দেবেন। তোমার পছন্দের যেটা খুশী পরতে পারো। মেকআপ নিতে থাকো। আমরা এদিকে ক্যামেরা রেডি করে ফেলি।'

অ্যান কোল থেকে নামিয়ে রাখল ইগনাজকে। বানরটা মোটেই বাঁদরামি করে না। খুব শান্ত।

'আউট ডোর শটে কীভাবে মেকআপ নিতে হবে, জানো তো?'

'জানি,' নার্ভাস ভাবটা লুকাবার চেষ্টা করল অ্যান। 'আমার বেশি সময় লাগবে না।'

অ্যান চলে যাবার পরে ডেনহ্যামের দিকে ফিরল ড্রিসকল।

'মেয়েটাকে বেশ ভালই মনে হলো।'

'আমার তাতে সন্দেহ নেই, জ্যাক।'

'ও সত্যি যাচ্ছে তো, মি. ডেনহ্যাম?'

ডেনহ্যাম এক মুহূর্ত বিস্ময় নিয়ে তাকাল তার ফার্স্ট মেটের দিকে। তারপর বলল, 'এসো। ক্যামেরা বসাতে আমাকে সাহায্য করো।'

কিছুক্ষণ পর সেজেগুজে হাজির হলো অ্যান। আগের সাদামাটা অ্যান ডারো বলে চেনাই যায় না। জমকালো পোশাকে

যেন একটা পরী। তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ড্রিসকল। শেষে বিড়বিড় করল, 'ওকে একদম বিয়ের কনের মত লাগছে।'

'তাই নাকি, জ্যাক?' জিজ্ঞেস করল ডেনহ্যাম।

মাথা ঝাঁকাল ড্রিসকল।

'তবে সাধারণ কোন পুরুষ মানুষের কনে নয় নিশ্চয়?' ঠাট্টা করল ডেনহ্যাম।

'না। তা অবশ্যই নয়…শুনলে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে, তবে ওর পাশে কোন পুরুষকেই মানাবে না…যেন ওর পাশে দাঁড়াবার মত কারও জন্মই হয়নি আজতক…'

'এ হলো আমার ছবি "বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট"-এর কস্টিউম,' গর্বের সুরে ঘোষণা করল ডেনহ্যাম।

'এটা যাই হোক,' এগিয়ে এল অ্যান। 'এরচে' সুন্দর পোশাক হয় না।'

'ঠিক।' চেঁচিয়ে উঠল ডেনহ্যাম। 'ওখানটাতে দাঁড়িয়ে থাকো।'

'আমি নার্ভাস, মি. ডেনহ্যাম। আমার ছবি যদি আপনার পছন্দ না হয়?'

'অবশ্যই পছন্দ হবে। তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে তোমাকে জাহাজে নিয়ে আসতাম না। সেরা অ্যাঙ্গেলের ছবি পেতে হলে দু'একটা ছোটখাট সমস্যা হতেই পারে। ও নিয়ে ভাবি না আমরা।'

অ্যানের মুখ উদ্ভাসিত হলো হাসিতে। পরিচালকের প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলল বাধ্য মেয়ের মত। ড্রিসকল নিঃশব্দে হাততালি দিল। লাম্পিসহ দেড় ডজন নাবিক উৎসাহ নিয়ে দেখল অ্যানকে। লাম্পির কাঁধে বসা ইগনাজ মাঝে মাঝে সোৎসাহে কিচকিচ করে জানান দিল অ্যানকে আর সবার মত তারও খুব পছন্দ হয়েছে। গোঁফের ডগা চিবুতে চিবুতে স্ক্রীন টেস্ট দেখতে হাজির হয়ে

গেলেন ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্নও। মুখে হাসি।

'আগে প্রোফাইল!' নির্দেশ দিল ডেনহ্যাম। ভিউ-ফাইন্ডার দিয়ে তাকাল। 'আমার দিকে ধীরে ধীরে ঘুরবে। তারপর বিস্মিত চেহারা নিয়ে তাকাবে। মৃদু হাসবে। তারপর শোনার ভান করবে। তারপর হাসবে। ঠিক আছে? ক্যামেরা?'

অ্যান নির্দেশ পালন করল। যা ভেবেছিল তার চেয়ে সহজ কাজ। ফোর্ট লী স্টুডিওতে এরকম ফটোসেশন সে আগেও করেছে।

লেন্স বদলানোর ফাঁকে ডেনহ্যামকে প্রশ্ন করল অ্যান, 'আপনি কি সবসময় নিজেই ছবি তোলেন?'

'আমার আফ্রিকান ছবির সময় থেকে। একটা গণ্ডারের ছবি তোলার সময় জানোয়ারটার মারমুখী চেহারা দেখে আমার ক্যামেরাম্যান ভয়ে ক্যামেরা ফেলে দে ছুট। গর্দভ! আর রাজি হয়নি ছবি তুলতে। তারপর থেকে ক্যামেরা নিজেই চালাই আমি।'

ক্যামেরায় নতুন লেন্স পরানো শেষ। আবার ছবি তুলতে লাগল ডেনহ্যাম। তার নির্দেশে অ্যান হাসল, কাঁদল, ভয় পেল, চিৎকার দিল। তার কাজে দারুণ সন্তুষ্ট ডেনহ্যাম। কপালের ঘাম মুছে বলল, 'অসাধারণ! আমি যা চেয়েছি, পেয়েছি।'

ড্রিসকল ইঙ্গলহর্নের কানে ফিসফিস করে বলল, 'এ লোক মেয়েটাকে কীসের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে? ওর মতলবটা আসলে কী?'

'মতলব যা-ই থাক,' ইঙ্গলহর্নও গলা নামালেন। 'ওর উপরে আস্থা রাখা যায়। আর ওর উপরে আস্থা রেখেই চলতে হবে আমাদেরকে।'

চার

ভোঁতা নাক নিয়ে রাজহংসের মত জল কেটে এগুচ্ছে ওয়ান্ডারার। মাথায় ফেনার মুকুট পরে নাচানাচি করছে অগুনতি ঢেউ, আছড়ে পড়ছে জাহাজের মরচে ধরা গায়ে। ওয়ান্ডারার পানামা খাল পার হয়ে এসেছে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও, জাপান, ফিলিপাইন, বোর্নিও এমনকী সুমাত্রাও ছাড়িয়েছে। আটলান্টিক পড়ে রয়েছে বহু পেছনে। এখনও সমান চোদ্দ নট গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে ওয়ান্ডারার।

তার গন্তব্য এখন দক্ষিণ-পশ্চিম। সময় দুপুর। বাতাস সাংঘাতিক তপ্ত। এত গরম, জাহাজীরা গায়ে জামা কাপড় বলতে কিছুই রাখেনি। জাহাজে একজন মহিলা আছে বলে শুধু ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রেখেছে তারা, নইলে নিম্নাঙ্গেও হয়তো তেমন কিছু রাখত না। লাম্পির মত প্রায় সবারই খালি গা, পরনে শুধু হাঁটু পর্যন্ত লম্বা শর্টস। এরকম গরমে এটাই একমাত্র উপযুক্ত পোশাক। ভারত মহাসাগরে ঢুকেছে জাহাজ। গরমের মাত্রা বেড়েই চলেছে। জাহাজের ফার্স্ট মেট ড্রিসকল মোটা কাপড়ের প্যান্ট আর নরম রেশমি শার্ট চড়িয়েছে গায়ে।

ডেকে হাজির হলো অ্যান ডারো। লিনেনের ধবধবে সাদা একটা পোশাক পরেছে সে, মাথায় নরম লিনেনের সূর্য-টুপি, পায়ে ক্যানভাসের চপ্পল। গোল গোড়ালি শরতের পাতার মত সোনালি।

[illegible] পাশেতে গোলাপ রাঙা হয়ে আছে গাল।

'গুড আফটারনুন, লাম্পি,' বলল সে।

ল্যাম্প উঠে বসল বুকের পাঁজর ঘষতে ঘষতে। ইগনাজও উঠে বসল। দু'জনেই মাথা নুইয়ে 'বো' করল অ্যানের উদ্দেশ্যে।

'আর আমি?' মুখ গোমড়া করল ড্রিসকল।

'হ্যালো, জ্যাক।' হাসল অ্যান।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'মি. ডেনহ্যামের জন্যে কস্টিউম বাছাই করছিলাম,' খুশী খুশী গলা অ্যানের। 'বাকি পোশাকগুলোতেও আমাকে মানিয়েছে দারুণ।'

'আমাকে দেখার সুযোগ দিলে না যে?'

'তুমি? তুমি তো প্রচুর সুযোগ পেয়েছ। মি. ডেনহ্যাম যতবার আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছেন ছবি তোলার জন্য, ততবার দেখেছ।'

'যতবার! এক কি দু'বার মাত্র।'

'অন্তত এক ডজনবার তো হবেই।'

করুণ চেহারা করে ডানে-বামে মাথা নাড়ল ড্রিসকল। 'কিছু লোক আছে কিছুতেই তাদের মন ভরে না।'

'আমার চেহারার কোন্ দিকটা আগে তোলা হবে এসব ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'মুখের দু'দিকে কীসের সমস্যা?'

'মি. ডেনহ্যাম হয়তো হাজারটা খুঁত পেয়েছেন।'

'তোমার মুখের দুটো পাশই আমার সুন্দর লাগে।'

অ্যান ইশারা করতেই লাফ দিয়ে ওর হাতে উঠে এল ইগনাজ। ড্রিসকলের প্রশংসায় লাজুক হাসল অ্যান।

'হতে পারে। তবে তুমি তো আমার ছবির পরিচালক নও।'

'যদি হতাম,' হঠাৎ গম্ভীর দেখাল ড্রিসকলকে, 'এখানে নিয়ে

আসতাম না তোমাকে।'

'বেশ! শুনে ভাল লাগল।'

'আমি মন থেকে বলছি, অ্যান!' মেয়েটির চিকমিকে দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে গম্ভীর হয়ে থাকল ড্রিসকল। 'তোমাকে জাহাজে পেয়ে আমরা খুশীই হয়েছি। কিন্তু তোমাকে কেন আনা হয়েছে এখানে? ডেনহ্যাম তোমাকে নিয়ে কী সিনেমা বানাবে…যেখানে আমরা জানিই না কোথায় চলেছি?'

'উনি যে পরিকল্পনাই করে থাকুন তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমাদের গন্তব্য গোপন রাখলেও তা নিয়ে আমি দুশ্চিন্তা করছি না। যেখানে খুশি উনি নিয়ে যান; আমাকে যা খুশী করতে বলুন, আমি কিছু মনে করব না। কারণ আমি এটা পেয়েছি,' সুঠাম একটা হাত তুলে সে দেখাল ওয়াস্তারারের পেছন থেকে সামনের অংশে যতটুকু দৃশ্য চোখে পড়ে। 'আমি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময় কাটাচ্ছি এই বুড়ো জাহাজে।'

'মন থেকে বলছ, অ্যান?'

'অবশ্যই!' হাসল সে। 'এই জাহাজের প্রত্যেককে আমার ভাল লাগে। লাম্পি, তুমি। মি. ডেনহ্যাম এবং স্কিপার। ক্যাপ্টেন চমৎকার মিষ্টি একটি বুড়ো ভেড়া, না?'

'একটা কী?' দ্রুত চারপাশে একবার চোখ বোলাল ড্রিসকল। কথাটা ক্রুদের কেউ শুনেছে কিনা; স্কিপার নিজে শুনলে তো আরও বিশ্রী ব্যাপার হবে।

'বললাম মিষ্টি বুড়ো একটি ভেড়া।'

'ওনার যদি কানে যায় তুমি ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে এরকম সম্বোধন করেছে, তার খবর আছে।'

ধীর পায়ে হেঁটে রেইলিং-এর সামনে গেল ওরা, অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। জলে অসংখ্য বিন্দু জ্বলজ্বল করছে, ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায় ওগুলো ছোট

ছোট তারা মাছ। হাতের তালুর চেয়ে বড় হবে না কোনটাই, কিন্তু ঢেউয়ের সাথে লড়াই করে দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছে। লাম্পি ওগুলোর নাম দিয়েছে সাগর তারা ফুল।

অ্যান ও ড্রিসকল দু'জনেই চুপ হয়ে আছে। নিউ ইয়র্ক ছেড়ে এসেছে ওয়ান্ডারার কয়েক হপ্তা হলো, ইতিমধ্যে ওরা পরস্পরের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। ড্রিসকল স্বল্পভাষী এবং মেয়েদের সাথে কথা বলে অভ্যস্ত না হলেও ইতিমধ্যে অ্যানকে জানিয়ে দিয়েছে কলেজের বাঁধা ধরা নিয়মের হাত থেকে রক্ষা পেতে সে পালিয়ে এসেছে সাগরে। ওর মা'র কথা বলেছে। মা কলেজ পালানো ছেলেকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ডেনহ্যামের সাথে বিপজ্জনক অভিযানে বেরিয়ে পড়ার কথা শুনে বরং উৎসাহিত করেছেন। অ্যান ড্রিসকল, শুধু ড্রিসকলের কাছে নিজের অতীত জীবন তুলে ধরেছে। আপেলের ঘটনা থেকে শুরু করেছে, বলেছে বাবা-মা'র মৃত্যুর পরে তার চাচা কীভাবে অ্যানকে সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করে রাস্তার ফকির বানিয়েছে। অথচ অ্যানদের খামার বাড়ি ছিল। বাবা মারা যাবার পরে উপায় না দেখে সে দেশের বাড়ি ছেড়ে চলে আসে নিউ ইয়র্কে, কাজের খোঁজে। শুরু হয় ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম।

অ্যান এ মুহূর্তে সেইসব দিনগুলোর কথাই ভাবছিল।

'আমি ভাগ্যবতী,' হঠাৎ শান্ত গলায় বলল অ্যান। 'সে রাতে নিউ ইয়র্কে মি. ডেনহ্যামের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'আমার সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে নাকি?' ডেনহ্যামের দরাজ গলা ভেসে এল পেছন থেকে। ওরা ঘুরতেই দেখতে পেল পরিচালককে।

'ওর আরও ছবি তুলবেন?' জানতে চাইল ড্রিসকল।

অ্যান দ্রুত ইগনাজকে তুলে দিল লাম্পির কোলে, মাথা নাড়ল ডেনহ্যাম।

'না। ও জন্য নয়,' বলল সে। 'অ্যান, হাতে কাজ না থাকলে কিছু সেলাই ফোঁড়াই করতে পার। তোমার বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট কস্টিউমের লাইনিং-এর সুতো ছিঁড়ে গেছে। ওটা ঠিক করে ফেলো। সবার আগে ওই পোশাকটার দরকার হবে আমাদের।'

'এখুনি সেলাই করে দিচ্ছি,' বলল অ্যান। 'গতকাল কাপড় ছাড়ার সময় বোধহয় সুতো ছিঁড়েছে।'

চলে গেল অ্যান। একটা সিগারেট ধরাল ডেনহ্যাম। ড্রিসকলের দিকে একটা এগিয়ে দিতে সে মাথা নাড়ল। খাবে না।

'মি. ডেনহ্যাম,' গম্ভীর গলায় বলল ড্রিসকল। 'আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই।'

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল ডেনহ্যাম। 'কী কথা, জ্যাক?'

'আমাদের গন্তব্যে পৌঁছুব কবে?'

'শিগ্‌গিরি।' হাসল ডেনহ্যাম।

'ওখানে যাবার পর কী ঘটবে দয়া করে বলবেন?'

'তা কী করে বলব, জ্যাক। আমি তো জ্যোতিষী নই।'

'আপনি কী করবেন নিশ্চয় তা জানেন।'

ডেনহ্যাম সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল সাগরে, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ড্রিসকলের দিকে।

'কী ব্যাপার, জ্যাক? ভয় লাগছে?'

'আপনি জানেন আমি কাপুরুষ নই।'

'তা হলে?'

'আমি নিজের কথা ভাবছি না। ভাবছি অ্যানকে নিয়ে...'

'আচ্ছা!' সিরিয়াস দেখাল ডেনহ্যামকে। 'ওর প্রেমে পড়ে গেছ মনে হচ্ছে। ওসব ছাড়ো, জ্যাক। প্রেমে পড়ে সব কিছু গুবলেট করে দিয়ো না।'

'কে বলল প্রেমে পড়েছি?' লজ্জায় লাল হলো ড্রিসকল।

'আমার ধারণা কখনও মিথ্যা হয় না,' ক্রো'স নেস্টের দিকে

তাকিয়ে উদাস গলায় বলল ডেনহ্যাম। 'কঠিন মানুষও সুন্দর মুখের সামনে গেলে মাখনের মত গলে যায়।'

'কে মাখনের মত গলেছে?' প্রতিবাদ করল ড্রিসকল। 'আমাকে কখনও গলতে দেখেছেন?'

'নো-ও-ও! তোমাকে সবসময়ই কঠিন মানুষ হিসেবে দেখেছি, জ্যাক। তবে বিউটি যদি তোমাকে পেয়ে যায়...' মুচকি হাসল ডেনহ্যাম।

'কী আবোল তাবোল বকছেন?'

'আমার ছবির আইডিয়ার কথা বলছি, জ্যাক। আমার ছবির বীস্ট খুব কঠিন একজন, তোমার চেয়েও কঠিন, যে কারও চেয়ে দুর্দমনীয়। সে গোটা পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু বিউটি এসে তাকে পটিয়ে ফেলে। তাকে দেখে মাখনের মত গলে যায় বীস্ট। তখন দুর্বল কেউ একজন এসে তাকে কুপোকাৎ করে।'

ড্রিসকল রাগ রাগ চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে ডেনহ্যামের দিকে, এক তরুণ নাবিক ছুটে এল।

'মি. ডেনহ্যাম,' বলল সে। 'স্কিপার আপনাকে একবার ব্রিজে যেতে বলেছেন। আপনি যে জায়গার কথা বলেছিলেন আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি।'

'ঠিক আছে, জিমি।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেনহ্যামের চেহারা। অ্যানকে পেয়ে যেভাবে বিজয় উল্লাস অনুভব করেছিল, এ মুহূর্তে সেরকম লাগছে।

'জ্যাক, আমার সঙ্গে এসো। তুমি একটু আগে জানতে চেয়েছিলে আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি। চলো, তোমাকে সব ব্যাখ্যা করছি।'

ব্রিজের দিকে দ্রুত পা বাড়াল সে ড্রিসকলকে নিয়ে। আনন্দে চকচক করছে চোখ।

জাহাজের ব্রিজে, টেবিলের উপরে ছড়ানো একটি চার্ট গভীর মনোযোগে দেখছিলেন ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্ন। সেইসঙ্গে চলছে গোঁফ চিবানো। ডেনহ্যাম আর ড্রিসকল ভিতরে ঢুকতেই বললেন, 'এই যে আমাদের দুপুরের অবস্থান, মি. ডেনহ্যাম। দক্ষিণে দুই ডিগ্রী, পুবে নব্বই। আপনি বলেছিলেন এখানে পৌঁছাবার পর পরবর্তী নির্দেশ দেবেন।'

চার্ট দেখতে দেখতে উত্তেজিত গলায় বলল ডেনহ্যাম, 'হ্যাঁ! হ্যাঁ! এই তো আমরা সুমাত্রার পশ্চিমে পৌঁছে গেছি।'

'ইস্ট ইন্ডিজের গোটা এলাকা নিজের হাতের তালুর মতই আমি চিনি,' বললেন ইঙ্গলহর্ন। 'কিন্তু এ জায়গায় আগে কোনদিন আসিনি।'

'এখান থেকে আমরা কোন দিকে যাব?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল ড্রিসকল।

'দক্ষিণ-পশ্চিমে,' ঘেউ করে উঠল ডেনহ্যাম।

'দক্ষিণ-পশ্চিমে?' গোঁফ চিবানোর গতি মন্থর হয়ে এল ইঙ্গলহর্নের। 'কিন্তু ওদিকে তো কিছু নেই...হাজার মাইলের মধ্যেও কোন লোকালয় নেই। আমাদের খাবারের কী হবে? খাবার ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। আর পানি কোথায় পাব আমরা? কয়লা? তারই বা কী ব্যবস্থা হবে?'

'ধীরে, স্কিপার,' হাসল ডেনহ্যাম, চেহারায় এখনও উজ্জ্বল ভাবটা ধরে রেখেছে। 'এখান থেকে আমাদের খুব বেশি দূরে যেতেও হবে না।'

ব্রেস্ট পকেট থেকে একটা ওয়ালেট বের করল সে। খুলল। ভিতর থেকে বের করে আনল একটা ভারী খাম, খাম থেকে বেরুল দুটো জীর্ণ কাগজের টুকরো। টুকরো দুটো টেবিলের উপরে মেলে ধরল সে। 'এই দ্বীপটিতে যেতে চাই আমি।'

'অঃ, এটার পজিশন হলো,' ইঙ্গলহর্ন চার্টের উপরে ঝুঁকলেন,

তারপর সিধে হলেন। 'মি. ড্রিসকল, বড় চার্টটা নিয়ে আসুন।'

'এ দ্বীপের হদিশ আপনি বড়-ছোট কোন চার্টেই পাবেন না, স্কিপার। কারণ ও দ্বীপের ছবি এবং অবস্থান আমাকে এঁকে দিয়েছে আমার এক নরওয়েজিয়ান ক্যাপ্টেন বন্ধু।'

'উনি ঠাট্টা করছেন,' বলল ড্রিসকল।

'শোনো!' ধমকে উঠল ডেনহ্যাম, কটমট করে তাকাল দু'জনের দিকে। 'এ দ্বীপের কিছু আদিবাসী একবার ঝড়ের মুখে পড়েছিল। আমার নরওয়েজিয়ান বন্ধুটি তাদেরকে উদ্ধার করে। আদিবাসীদের মধ্যে মাত্র একজন বেঁচে ছিল। বন্দরে পৌঁছার আগেই সে মারা যায়। তবে মৃত্যুর আগে সে আমার বন্ধুকে এ দ্বীপের কথা বলে গেছে। বন্ধু তার বর্ণনা মাফিক দ্বীপের অবস্থান আর ছবি এঁকে রেখেছিল।'

'আপনার হাতে এটা এল কী করে?' জিজ্ঞেস করল ড্রিসকল।

'বছর দুই আগে, সিঙ্গাপুরে বেড়াতে গিয়ে এটা আমি পেয়ে যাই। আমার বন্ধুটি আমার ছবির নেশা সম্পর্কে জানত। জানত এ দ্বীপের ব্যাপারে আমি আগ্রহী হয়ে উঠব।'

'আপনার নরওয়েজিয়ান বন্ধুটি কি আদিবাসীদের দ্বীপের গল্প বিশ্বাস করে?' বিড়বিড় করলেন ইঙ্গলহর্ন।

'কে জানে করে কিনা। তবে আমি করি। করব না কেন? এমন নিখুঁত ও বিস্তৃত ছবি কারও পথে কেবল কল্পনার সাহায্যে আঁকা সম্ভব নাকি?'

মানচিত্রটি সত্যি আকর্ষণ করার মত। বামে, লম্বা বালুময় উপদ্বীপ, এক মাইল বা তার চেয়েও বেশি হবে দৈর্ঘ্যে। উপদ্বীপের সামনে একটা রীফ, তাতে আঁকাবাঁকা অসংখ্য প্যাসেজওয়ে। উপদ্বীপের আরেক দিকে বিক্ষিপ্ত জঙ্গল, হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে খাড়া একটা ঢালের সামনে এসে। নরওয়েজিয়ান ক্যাপ্টেন এই খাড়া ঢালটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এটি শ খানেক ফুট হবে

উচ্চতায় এবং ঘন বনভূমির ছবি এঁকেছেন যা দ্বীপের বাকি কয়েক বর্গমাইল এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। জঙ্গলের উপরে, আপ ল্যান্ডে, দেখে মনে হচ্ছে এটার ঠিক মাঝখান দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড একটি পাহাড়। পাহাড়টি দেখতে মানুষের মাথার খুলির মত। তবে মানচিত্রের যে ছবিটি ওদেরকে সবচেয়ে অবাক করল তা হলো একটি দেয়াল। কয়েক মানুষ সমান উঁচু এ দেয়াল উপদ্বীপ থেকে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সাগরের এক পাশ দিয়ে আরেক পাশে, যেন প্রচণ্ড শক্তিশালী কোন দানবীয় প্রাণীকে এ দেয়াল তুলে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে দ্বীপবাসী।

'দেয়াল!' বিড়বিড় করলেন ইঙ্গলহর্ন। 'দেয়ালটা কীসের?'

'কী একখানা দেয়াল দেখেছেন!' বলল ডেনহ্যাম। 'হাজার হাজার বছর আগের এই অদ্ভুত সৃষ্টি এখনও কী রকম অক্ষয় রয়েছে ভাবতে পারেন। আদিবাসীরা এ দেয়ালের এখনও যত্ন নেয়। কারণ,' ডেনহ্যাম একটু থামল। তারপর নাটকীয় গলায় শেষ করল, 'কারণ এই দেয়ালের স্থায়িত্বের উপর তাদের অনেক কিছু নির্ভর করে।'

'মানে?' প্রশ্ন করল ড্রিসকল।

'মানে দেয়ালের বাইরে এমন কিছু একটা আছে যাকে ওরা ভীষণ ভয় পায়।'

'হয়তো জাতিগত কোনও শত্রু,' মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন। তাচ্ছিল্যের চোখে ইঙ্গলহর্নের দিকে তাকাল ডেনহ্যাম, তারপর চেয়ারে বসে পকেট থেকে বের করল সিগারেটের প্যাকেট।

'তোমরা কেউ কোনদিন কং-এর কথা শুনেছ?'

মাথা নাড়ল ড্রিসকল। ইঙ্গলহর্ন কপালে ভাঁজ ফেলে গোঁফ চিবাতে থাকলেন।

'কং? আ-হ্যাঁ-নামটা শুনেছি বোধহয়। মালয়ীদের এ নিয়ে একটা কুসংস্কার আছে, তাই না? এই কং বোধহয় ওদের দেবতা

না শয়তান জাতীয় কিছু।'

'হ্যাঁ, এরকমই কিছু একটা হবে,' সায় দিল ডেনহ্যাম। 'তবে সে মানুষ বা পশু কোনটাই নয়। দানবীয় কিছু। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এক দানব। গোটা দ্বীপ সে একাই হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে। দ্বীপবাসীরা তার ভয়েই বোধহয় ওই প্রকাণ্ড দেয়াল তুলে রেখেছে।'

ইঙ্গলহর্ন গোঁফ চিবুতে লাগলেন, কোন মন্তব্য করলেন না। ড্রিসকলের চেহারা দেখে মনে হলো ব্যাপারটা বিশ্বাস করেনি সে।

'আমি বলছি ওই দ্বীপে কিছু একটা আছে,' ঘোষণা করল ডেনহ্যাম। 'এমন কিছু কোন সাদা মানুষ আজ পর্যন্ত যা দেখেনি। মনে রেখো, প্রতিটি কিংবদন্তীর পেছনে সত্যের একটা ভিত্ থাকে।'

'এবং,' উত্তেজনা ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে, 'আপনি ওটার ছবি তুলতে যাচ্ছেন।'

'ওখানে যা-ই থাকুক তার ছবি আমি তুলবই।'

'ধরুন,' শুকনো গলা ড্রিসকলের, 'সে যদি ছবি তোলার ব্যাপারটি পছন্দ না করে?'

সিধে হলো ডেনহ্যাম হাসি মুখে। 'যদি পছন্দ না করে?' হাসতে হাসতে বলল। 'তা হলে আমরা জাহাজে করে এতগুলো গ্যাস বোমা নিয়ে যাচ্ছি কী করতে?'

ঘুরে দাঁড়াল ডেনহ্যাম, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। ব্যাপারটা নিয়ে এখনও সন্দেহ দূর হয়নি ড্রিসকলের, অ্যানের জন্যে দুশ্চিন্তাও হচ্ছে, তবু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। চোখে ঝিলিক দিচ্ছে উত্তেজনা। আর ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্ন, অভ্যাস মত গোঁফের ডগা চিবুতে চিবুতে ঝুঁকে পড়লেন দ্বীপের ছবিটির উপরে, তারপর এক জোড়া ডিভাইডার নিয়ে টেবিলে ছড়ানো চার্টে ওটার লোকেশন লিখতে শুরু করলেন।

পাঁচ

ওয়ান্ডারারের তাপ দগ্ধ, ছাল ছাড়ানো ডেকের অনেক উপরে, ক্রো'স নেস্টের ফ্লোর প্লেট ঠেলে সরাল ড্রিসকল, তারপর উঠে এল। রোদে পোড়া, বাদামী একটা হাত বাড়িয়ে ঝুঁকল অ্যানের দিকে, ধরল ওর সরু কব্জি, সাবধানে টেনে তুলল উপরে। অ্যান উঠে আসার পর ড্রিসকলের পায়ের নীচের ট্র্যাপ ডোর বন্ধ হয়ে গেল, মৃদু দুলতে থাকা মাস্তুলের সাথে নিজেরাও ছন্দায়িত ভঙ্গিতে দুলতে লাগল।

এত উঁচুতে বাতাসের সামান্য ঝাপটা লাগছে গায়ে, হলুদ আগুনের মত চুল সুগঠিত, ছোট কানের পেছনে ঠেলে সরিয়ে দিল অ্যান যাতে বাতাস লেগে মুখের উপর এসে না পড়ে। ড্রিসকল ওর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিল কপালের ঘাম।

ওদের উঁচু আসন থেকে সাগর আরও ঝলমলে নীল দেখাচ্ছে। কয়েক মাইল দক্ষিণে পশমের রশির মত দেখতে কী একটা ছড়িয়ে আছে সাগর জলে, শেষ মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে অনেক দূরে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। হাতের মুঠোর চেয়ে উঁচু নয় ওটা, তবে মাঝে মাঝেই ফুলে উঠছে এবং ছড়িয়ে দিচ্ছে কতগুলো শুঁড়।

ঝকঝকে নীল আকাশে জীবনের একটি মাত্র চিহ্ন দেখা যায়।

নাও দূরে ভেসে বেড়াচ্ছে একটি আলবাট্রস, এগিয়ে চলেছে সাগর আর আকাশ যেখানে একত্রে মিলেছে, সেই রেখার দিকে। পাখিটি ওদের আর শেষ বিকেলের সূর্যের মাঝখানে উড়োজাহাজের মত চমৎকার বাঁক নিয়ে উড়ছে।

'কী দারুণ!' মুগ্ধতা অ্যানের কণ্ঠে। 'তুমি আরও আগে আমাকে এখানে নিয়ে এলে না কেন? নিজেকে আবিষ্কারকের মত লাগছে।'

'তুমি আবিষ্কারকই বটে,' মুচকি হাসল ড্রিসকল। 'কারণ তুমিই প্রথম নারী যে ক্রো'স নেস্টে পা রাখার সুযোগ পেয়েছ।'

'আমরা এমন একটা দ্বীপে যাচ্ছি যেখানে সাদা মানুষ হিসেবে আমরাই প্রথম পা দেব। ব্যাপারটা ভাবলেই রোমাঞ্চ জাগে শরীরে। আমরা কখন পৌঁছুব ওখানে?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল অ্যান।

'সত্যি যদি ওরকম কোন জায়গার অস্তিত্ব থেকে থাকে,' অ্যানের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে জবাব দিল ড্রিসকল, 'আশা করছি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'মি. ডেনহ্যাম এ দ্বীপ নিয়ে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে আছেন রাতে বোধহয় ঠিকমত ঘুমাতেও পারেন না।'

'আমারও রাতে ঘুম হয় না।' দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল ড্রিসকল।

'তুমি? তুমি না এ দ্বীপের অস্তিত্বেই বিশ্বাস কর না?'

'মনে হয় না এরকম কোন দ্বীপ সত্যি আছে,' শান্ত গলায় বলল ড্রিসকল।

'অথচ তুমিই কিনা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ অ্যাডভেঞ্চারের লোভে! ছি, মি. মেট!' পরিষ্কার তিরস্কার অ্যানের কণ্ঠে। ঝট্ করে অ্যানের দিকে ফিরল ড্রিসকল। কঠিন চোখে তাকাল।

'আমার কেন রাতে ঘুম হয় না জানো না, অ্যান? জানো না ঘুমাতে পারি না শুধু তোমার জন্য? ডেনহ্যাম না জেনে, না বুঝে ঝুঁকি নেয়। তোমাকে দিয়ে সে কী করাতে চায়?'

'উনি আমার জন্য যা করেছেন, জ্যাক, আমাকে যা করতে বলবেন করব। তাই বলে তুমি আমাকে যা খুশি করতে বলতে পার না।'

'হ্যাঁ, আমি বলতে পারি। সবকিছুর একটা লিমিট আছে। কিন্তু ছবি করার সময় ডেনহ্যাম সে কথা ভুলে যায়। সে যা চায় তা পাবার জন্য যা খুশি করতে পারে। আমি জানি তার বেপরোয়া স্বভাবের কথা। তুমি ওকে মুখের উপর বলে দেবে সে নিজে যা করতে পারবে না তা যেন অন্যদেরকে করতে না বলে। পুরুষদের কথা আলাদা। কিন্তু তুমি একটা মেয়ে...'

'দুশ্চিন্তা করার মত এখনও কিছু ঘটেনি তো।'

'কিন্তু নিজেকে সামলে রাখতে পারছি না আমি। যদি তোমার কিছু হয়ে যায়...! অ্যান, আমার দিকে তাকাও!'

তাকাবার বদলে মাথা ঘুরিয়ে নিল অ্যান। ড্রিসকল ওর ফর্সা কান আর তার পেছনে কোঁকড়ানো হলদে চুলের গোছা দেখতে পাচ্ছে।

'অ্যান, তুমি জানো আমি তোমাকে ভালবাসি?'

ড্রিসকলের দিকে ফিরল না অ্যান, শুধু গোলাপি রঙ ধরল কানে।

ড্রিসকল অ্যানের কাঁধে হাত রাখল, ধীরে টানল নিজের দিকে।

সংক্ষিপ্ত একটা মুহূর্তের জন্য অ্যান ড্রিসকলের গায়ের সাথে সেঁটে রইল, তারপর মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইগনাজকে নিয়ে। বানরটা কোত্থেকে হাজির হয়েছে ওদের পেছনে।

'জ্যাক! ও আবার রশি ছিঁড়ে পালিয়েছে।'

'অ্যান! তাকাও আমার দিকে।'

কিন্তু অ্যান ইগনাজকে নিয়ে ব্যস্ত। ওর কাঁধের উপরে ঝুঁকল ড্রিসকল, জড়িয়ে ধরল ঘাড়।

'তোমাকে ও হিংসা করে, জ্যাক।'

ড্রিসকল এক টানে অ্যানের কাছ থেকে কেড়ে নিল বানরটাকে। 'অ্যান!' বলল ও। 'আমাদের হাতে সময় খুব কম। প্লিজ, অ্যান, তোমাকে আমি ভয় পাই, তোমার জন্য আমার ভয় হয়, আর তোমাকে কত যে ভালবাসি আমি!'

অ্যান তাকাল ড্রিসকলের দিকে, ভণিতা ছেড়ে সোজা বাঁধা পড়ল ওর বাহু ডোরে। ড্রিসকলের ঠোঁট ছুঁয়ে গেল ওর চুল, কেশ গুচ্ছসহ কান, অবশেষে কামনায় ফাঁক হয়ে থাকা টসটসে অধরে।

সূর্য ডুবছে সাগরের কোলে। দিনের উজ্জ্বল নীলাকাশের পশ্চিম অংশ আবিরে রঙিন, তাতে জাফরান, বেগুনি, হলুদসহ আরও কত রঙের খেলা। এই অপূর্ব রঙের মাঝে দূরের আলবাট্রসটি হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

দক্ষিণের আবছা রেশমি রশ্মিটি ক্রমে কুয়াশার দেয়ালের রূপ ধরে এগিয়ে আসতে লাগল জাহাজের দিকে।

ক্রো'স নেস্টের কেউ খেয়াল করল না ব্যাপারটা; শুধু ইগনাজ অ্যানের পায়ের তলায় বসে পাগলের মত খ্যাঁকখ্যাঁক করতে লাগল।

ছয়

সারা রাত ধরে ঘন হয়ে উঠল কুয়াশা। নরওয়েজিয়ান ক্যাপ্টেনের আশ্চর্য দ্বীপের উদ্দেশে ছুটে চলেছে ওয়ান্ডারার। তবে কুয়াশার কারণে গতি কিছুটা মন্থর। ভোর হবার পরেও হলদে-সাদা কুয়াশার কম্বল ভেদ করে ধীর বেগে এগোতে লাগল সে। যত দূরে চোখ যায় শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। হলদে-সাদা রঙের কুয়াশার চাদর ঢেকে রেখেছে পুরো সাগর। এতই ঘন যে কয়েক হাত দূরের মানুষ পর্যন্ত চেনা যায় না। লোকজনকে মনে হচ্ছে প্রেতের মত। ভৌতিক নীরবতা চারদিকে। জাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে ডেনহ্যাম, ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্ন, অ্যান ও ড্রিসকল।

ডেনহ্যাম চোখ কুঁচকে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। চাপা উত্তেজনায় কথাই বলতে পারছে না। 'শালার কুয়াশা!' বলে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল সে। 'আপনার পজিশন ঠিক আছে তো, স্কিপার?'

'অবশ্যই!' গোঁফের ডগা চিবুতে চিবুতে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। 'কাল রাতে কুয়াশা ঘন হয়ে ওঠার আগে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে জাহাজ চালিয়েছি, মি. ডেনহ্যাম।'

'জ্যাক!' ড্রিসকলের একটা হাত চেপে ধরে ফিসফিস করল অ্যান। 'শীঘ্রি কোথাও পৌঁছুতে না পারলে উত্তেজনার চোটে

ফেটেই যাব।'

'উত্তেজনায় ফেটে পড়তে হবে না,' ওকে সতর্ক করল ড্রিসকল। 'জাহাজের যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে না। ঢেউয়ের ধাক্কায় একবার সাগরে পড়ে গেলে আর জীবনেও খুঁজে পাব না তোমাকে।'

'আপনার পজিশন যদি ঠিক হয়, ক্যাপ্টেন, তাহলে তো এখন আমাদের দ্বীপের কাছাকাছি থাকার কথা, তাই না?'

'অবশ্যই,' আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। 'কুয়াশা কেটে গেলেই বোঝা যাবে দ্বীপ থেকে কতটা দূরে আমরা আছি।'

জাহাজের বো থেকে এক নাবিকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল।

'ত্রিশ ফ্যাদম। এখনও তলা খুঁজে পাচ্ছি না, স্যার।'

'নরওয়েজিয়ান ওই ক্যাপ্টেন নিশ্চয় দ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে মন গড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন।' মন্তব্য করল ড্রিসকল।

'এটাই যে সেই দ্বীপ কী করে বুঝব?' জিজ্ঞেস করল অ্যান।

'তোমাকে তো আমি বলেইছি!' অধৈর্য শোনাল ডেনহ্যামের গলা।

'পাহাড়!' তীক্ষ্ণ চোখ কুয়াশার পর্দায়। 'খুলি পাহাড়।'

'আমি আসলে ভুলে গেছিলাম,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল অ্যান। 'হ্যাঁ। খুলি পাহাড়।'

'তলা!' বো থেকে ছিটকে এল উঁচু গলা। ওরা সবাই স্থির হয়ে গেল। 'তলা! কুড়ি ফ্যাদম!'

'জানতাম,' বললেন ইঙ্গলহর্ন। 'ও চড়া ধরে এগোচ্ছে। ওদেরকে গতি একেবারে কমাতে বলো, মি. ড্রিসকল!'

ড্রিসকল ঝড়ের বেগে ছুটে গেল হুইল হাউজে, ইঞ্জিন রুমের টিউবে মুখ রেখে নির্দেশ দিল। জবাবে বেজে উঠল ঘণ্টি, ঝপ করে পড়ে এল ওয়ান্ডারারের গতি।

'দেখুন!' চেঁচাল অ্যান। 'কুয়াশা ওদিকটাতে পাতলা লাগছে না?'

'ষোলো!' জানাল বো'র নাবিক। 'ষোলো ফ্যাদম!'

'শুনুন!' ফিসফিস করল অ্যান।

'কিছু শুনতে পাচ্ছ তুমি?' গলা নামাল ডেনহ্যামও।

মাথা ঝাঁকাল অ্যান, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল তিনজনেই। এমন সময় ক্রো'স নেস্ট থেকে ভেসে এল তরুণ জিমির কাঁপা গলা।

'পাহাড় সমান ঢেউ!'

'কোথায়?' চেঁচাল ড্রিসকল।

'ঠিক সামনে।'

হুইল হাউজে এক লাফে ঢুকে পড়ল ড্রিসকল, আবার কথা বলল ইঞ্জিন রুম টিউবে। তার নির্দেশ পরিষ্কার শুনতে পেল সবাই, বেজে উঠল ইঞ্জিন রুমের ঘণ্টা।

'দশ ফ্যাদম!' জানাল বো'র লোকটি।

'ছেড়ে দাও।' গর্জে উঠলেন ইঙ্গলহর্ন।

সামনে প্রেতাত্মার মত ছায়ামূর্তিগুলো কাজে লেগে গেল। ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল শিকল, ঘরঘর শব্দে যেতে লাগল হজ্ পাইপ দিয়ে। ওয়ান্ডারার হঠাৎ নিশ্চল এবং স্থির হয়ে গেল। শব্দটা সবাই শুনতে পেল।

'ওটা ঢেউয়ের শব্দ নয়,' স্পষ্ট গলায় বলল ড্রিসকল।

'ঢাকের আওয়াজ,' বিড়বিড় করলেন ইঙ্গলহর্ন, গোঁফ চিবানোর গতি বেড়ে গেছে।

কুয়াশা দ্রুত কেটে যেতে শুরু করেছে। ওরা কান পেতে রইল। বিশুদ্ধ, দমকা বাতাসের ডানায় ভর করে আসা শব্দটা ভেঙে গিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সরে গেল দূরে। কুয়াশার অস্পষ্ট ঘোমটায় ঢাকা সূর্যের নীচে উদ্ভাসিত হলো নীল সাগর। তারপর

চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যটা। জাহাজ যেখানে নোঙর করা, সেখান থেকে সিকি মাইল দূরে ঘন বনজঙ্গলে ঠাসা দ্বীপটাকে দেখতে পেল সবাই। দ্বীপের ঠিক মাঝখানে খুলির মত একটা পাহাড়, বালু আর পাথুরে আঙ্গুল নিয়ে ঝুঁকে রয়েছে জাহাজের দিকে। 'খুলি পাহাড়!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল ডেনহ্যাম। হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। 'দেখতে পাচ্ছ? আর ওই যে সেই দেয়াল! দেয়াল!' ইঙ্গলহর্নের পিঠে প্রচণ্ড চাপড় বসিয়ে দিল সে। 'কী ক্যাপ্টেন, বলেছিলাম না? এখন আমার কথা বিশ্বাস হয়?' হিস্টিরিয়া রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে ব্রিজ থেকে নেমে পড়ল ডেনহ্যাম, দৌড়ে গেল জাহাজের বো-র দিকে। 'নৌকা নামাও!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল। 'জলদি নৌকা নামাও!'

'জ্যাক!' ভয়ানক উত্তেজিত অ্যান। 'এমন অদ্ভুত দৃশ্য তুমি দেখেছ কখনও? দারুণ না?'

কিন্তু ড্রিসকলকে মোটেই উত্তেজিত লাগছে না। অ্যানের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত উত্তেজনা মরে গেছে। চেহারা থমথমে। এই অজানা দ্বীপে পাগলা ডেনহ্যাম অ্যানকে নিয়ে শূটিং করবে মনে পড়তে তার সকল উৎসাহ চলে গেছে। সে কিছু না বলে সামনে পা বাড়াল নৌকাসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নামাবার হুকুম দিতে। অ্যান ড্রিসকলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেনি। সে অসীম আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে খুলি পাহাড়ের দিকে।

ক্রুরা বোট নামাচ্ছে, সেখানে তদারকি করতে ডেনহ্যাম এসেছে, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অ্যান।

'আমাকে আপনি তীরে নিয়ে যাবেন না?' জানতে চাইল সে।

'অবশ্যই!'

ডেনহ্যামের কথা কানে গেছে ড্রিসকলের। এগিয়ে এল সে। 'অ্যানকে নেয়ার আগে আমরা একবার দ্বীপটিতে চক্কর মেরে এলে হত না?...ওখানে কী আছে কে জানে?'

'সময় নেই, জ্যাক, সময় নেই!' উৎফুল্ল গলায় বলল ডেনহ্যাম। 'তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি সবসময় কাস্ট আর ক্যামেরা আমার সঙ্গেই থাকা উচিত। কাকে কখন দরকার পড়ে যায় কে বলতে পারে?'

'কিন্তু, মি. ডেনহ্যাম,' অ্যানের দিকে পেছন ফিরল ড্রিসকল যাতে কথাটা শুনতে না পায় মেয়েটা, 'অ্যানকে নিয়ে ঝুঁকির মধ্যে...'

ড্রিসকলের কথা না শোনার ভান করে হুকুম দিল ডেনহ্যাম, 'কাজে যাও, জ্যাক। জলদি। রাইফেল আর অ্যামুনিশন নিয়ে এসো। ডজনখানেক গ্যাসবোমা নিয়ো। আর আমার ক্যামেরাটাও নিয়ে এসো।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ড্রিসকল, অ্যানের দিকে শেষবার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে রওনা দিল নাবিকদের উদ্দেশে।

ডেনহ্যাম অ্যানের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। 'কাউকে বলো কস্টিউম বক্সটা নৌকায় তুলে দিতে। বলা যায় না যেতে যেতে তোমাদের দু'একটা শট নেয়ার সুযোগও চলে আসতে পারে।' অ্যান নীচে গেলে ব্রিজে উঠে এল ডেনহ্যাম। ইঙ্গলহর্ন বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে দ্বীপ দেখছেন।

'কিছু দেখতে পাচ্ছেন, স্কিপার?'

'দ্বীপের জঙ্গলের ধারে কিছু কুঁড়েঘর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না।'

'বো-তে দাঁড়িয়ে দ্বীপটিকে লক্ষ করছিলাম। মনে হলো ওই ঘন জঙ্গলের আড়ালে বড় কোন বাড়িটাড়ি থাকতে পারে।'

'জীবনে কম দ্বীপে যাইনি। অথচ এটার মত অদ্ভুত জায়গা কখনও দেখিনি। এই প্রথম কোন দ্বীপের অধিবাসীরা জাহাজ দেখেও কৌতূহলী হয়ে তার যাত্রীদের দেখতে এল না।'

'দ্বীপে লোকজন নিশ্চয় আছে। ঢাকের আওয়াজ শুনতে

পাচ্ছেন না?'

মাথা ঝাঁকালেন ইঙ্গলহর্ন, কান পেতে শুনলেন দু'জনেই। ঢাকের আওয়াজটা গভীর, ছন্দায়িত যেন ঢেউয়ের সাথে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে।

'আশ্চর্য, ওরা আমাদেরকে এখনও লক্ষ করেনি!' মন্তব্য করল ডেনহ্যাম।

'দেখতে পেলে সবাই চলে আসত,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'এমনও হতে পারে আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে, তাই সংকেত দিচ্ছে।'

'আদিবাসীদের ঢাকের আওয়াজ আপনি আগেও শুনেছেন, মি. ডেনহ্যাম,' শান্ত সুরে বললেন ইঙ্গলহর্ন। 'আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছেন এটা কোন সংকেত নয়। সম্ভবত দ্বীপে উৎসব হচ্ছে। বড় ধরনের কোন উৎসব।'

ব্রিজ থেকে নেমে পড়লেন তিনি, এগুলেন ড্রিসকলের দিকে। সে ইতিমধ্যে নৌকা নামিয়ে ফেলেছে সাগরে, মাল বোঝাই করাও শেষ।

'সর্দার মাল্লাকে ডাকো,' হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন এক নাবিককে। বিশালদেহী সর্দার খবর পেয়ে সাথে সাথে ছুটে এল।

'এ লোক চোদ্দজন নাবিককে নিয়ে জাহাজ পাহারা দেবে,' ক্যাপ্টেন বললেন ড্রিসকলকে। 'তুমি সেই চোদ্দজনকে বাছাই করো। বাকিরা আমাদের সঙ্গে তীরে যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাজে লেগে গেল ড্রিসকল। সবার আগে লাম্পিকে নির্বাচিত করল সে। বুড়ো খুবই অভিজ্ঞ নাবিক।

'গ্যাস বোমার দায়িত্বে কে থাকবে?' জানতে চাইল ডেনহ্যাম।

'ওগুলোর দায়িত্ব তুমি নেবে, জিমি,' হুকুম দিল ড্রিসকল। বাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ল জিমি, ওজন পরীক্ষা করল, চেহারা

সামান্য বিকৃত দেখাল ওজনের ভারে, তারপর শেষ নৌকায় তুলে দিল বাক্সটি।

'আপনি আসছেন তো, স্কিপার?' প্রশ্ন করল ডেনহ্যাম।

'এ পর্যন্ত কোন আদিবাসী দ্বীপ দেখা থেকে বঞ্চিত করিনি নিজেকে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন।

'আপনি সাথে থাকলে আমাদের সুবিধেই হবে, ক্যাপ্টেন। বুনোদের ভাষা আপনি জানেন। আমি জানি না।'

'ঠিক আছে,' বলল ড্রিসকল। 'দুটো নৌকাই রেডি।'

ইঙ্গলহর্ন আর ডেনহ্যাম প্রথম নৌকায় চড়লেন, শেষের জনের নির্দেশে নৌকা তীরের দিকে চালিয়ে দিল ক্রুরা। ড্রিসকল দ্বিতীয় নৌকাটিকে অপেক্ষা করতে ইশারা করল। অ্যান দ্রুত পা চালিয়ে আসছে। ড্রিসকল নিঃশব্দে তাকে নৌকায় চড়তে সাহায্য করল। তারপর নৌকা সাগরে নামানোর ইঙ্গিত দিল। নৌকা জলে ভাসতে শেষবারের মত ডেকে চোখ বুলাল ড্রিসকল। সর্দার মাল্লাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে নৌকা ছেড়ে দিতে বলল।

'এই প্রথম সবাইকে একসাথে দেখলাম,' বলল অ্যান। 'জাহাজে এত লোক আছে জানতাম না।'

'প্রতি নৌকায় কুড়ি জন করে,' বলল ড্রিসকল। 'আর', যোগ করল থমথমে চেহারা নিয়ে, 'ওদের সবাইকে আমাদের প্রয়োজন হবে।'

'জংলীদের আক্রমণের কথা ভাবছ? আমার ধারণা ওরা আমাদেরকে দেখলে খুশিই হবে।'

'আমার তা মনে হয় না। ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? শুনলাম স্কিপার ডেনহ্যামকে বলছেন জংলীদের দ্বীপে কোনও উৎসব হচ্ছে। তাই ওভাবে ঢাক বাজাচ্ছে।'

'হয়তো ঢাক বাজিয়ে কোনও সুন্দরী মেয়ের বিয়ের কথা ঘোষণা করছে ওরা।'

ড্রিসকল তাকাল অ্যানের দিকে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে ঝকমক করছে অ্যানের হলুদ চুল, উড়ে এসে পড়ছে উত্তেজনায় রাঙা গোলাপি গালের উপরে।

'হতে পারে,' বলে ফিরে চাইল ক্রো'স নেস্টের দিকে।

নৌকা যতই দ্বীপের দিকে এগুলো, ঢাকের আওয়াজ ততই বেড়ে চলল। আওয়াজটা এখন স্পষ্ট; যেন কোনও অশুভ সংকেত দিচ্ছে। ড্রিসকলের গা কেমন ছমছম করে উঠল।

ইঙ্গলহর্নদের নৌকা আগে তীরে পৌঁছুল। ডেনহ্যাম লাফ দিয়ে নেমেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্যামেরা নিয়ে। ড্রিসকলের নাবিকরা ঢেউ ভেঙে তীরে উঠতেই ওদের একজনের কাঁধে ভারী যন্ত্রটা চাপিয়ে দিল ডেনহ্যাম, একজন নিল ফিল্ম, তৃতীয়জন কস্টিউমের বাক্স। ইঙ্গলহর্ন এদিকে অন্যান্য নাবিকদের হাতে রাইফেল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র ভাগ করে দিতে লাগলেন। জিমি তার কাঁধের বোমার ভারী কন্টেইনার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে।

'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, জিমি,' হুকুম দিল ডেনহ্যাম, 'আর দেখেশুনে পা ফেলবে। তোমার বাক্সে যে পরিমাণ গ্যাস বোমা আছে তা দিয়ে কয়েক ডজন জলহস্তীকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া যায়।'

'জলহস্তীর সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে নাকি?' জানতে চাইল জিমি।

'হয়তো তার চেয়েও উত্তেজক ঘটনা ঘটতে পারে। ড্রিসকল কোথায়?'

ড্রিসকল অ্যানকে নিয়ে এদিকেই আসছে। ডেনহ্যাম বলল, 'প্রতিটি নৌকায় একজন পাহারাদারের ব্যবস্থা করে এসো।'

'করেছি, মি. ডেনহ্যাম।'

'গুড। অ্যান তুমি আমার পাশে পাশে থাকবে।'

'অ্যান আমার সঙ্গেই থাকতে পারবে,' দ্রুত বলে উঠল ড্রিসকল।

মুখ টিপে হাসল ডেনহ্যাম। বলল, 'ঠিক আছে, জ্যাক। ক্যাপ্টেন, কোন সমস্যা নেই তো?'

মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। কোন সমস্যা নেই। তিনি এবং ড্রিসকল ইঙ্গিত করতেই দুই নৌকার নাবিকরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ডেনহ্যাম প্রথম দলে সবার সামনে, লম্বা পা ফেলে এগোতে লাগল জঙ্গলের কিনারে কুটিরগুলোকে উদ্দেশ্য করে। তার পেছনে ক্যামেরা ও ফিল্ম বয়ে নিয়ে চলেছে জাহাজীরা। এদের পেছনে সার বেঁধে হাঁটছেন ইঙ্গলহর্ন, সাথে ড্রিসকল এবং অ্যান।

ওরা যত সামনের দিকে এগোচ্ছে, বিশাল দেয়ালটা ততই একটু একটু করে ফুটে উঠছে। দেয়ালটা যে এত বড়, মানচিত্র দেখে বোঝাই যায়নি। পুরো দ্বীপটাকেই যেন ঘিরে রেখেছে এ বিশাল দেয়াল। দেয়ালের চারদিকে ঘন জঙ্গল, উঁচু উঁচু গাছ। তবে সবচেয়ে লম্বা গাছটির মাথাও দেয়ালের মাঝামাঝি উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি। এমনই প্রকাণ্ড দেয়াল, মাথার উপরে ঝুলে থাকা খাড়া পাহাড়-চুড়োটাও এর বিশালত্ব বিন্দুমাত্র খর্ব করতে পারেনি। বিরাট বিরাট কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি এ দেয়াল। একদিকে, যেটা গেট বলে মনে হলো, বিশাল আকারের; পাথুরে পিলার গোটা কাঠামোর ভারসাম্য রক্ষা করছে।

ওরা যত এগুলো, ঢাকের বাদ্য ততই জোরালো হয়ে উঠল। কিন্তু ভিতরে ঢুকেও কাউকে চোখে পড়ল না। কুটিরগুলো ফাঁকা। দলটা হাঁটতে হাঁটতে চলে এল গ্রামের শেষ প্রান্তে, বেশ বড় গ্রাম। কমপক্ষে কয়েকশো অধিবাসীর বাস এ গ্রামে, আয়তন ও কুটিরের সংখ্যা দেখে মনে হলো। প্রতিটি বাড়িই বেশ বড়, একটি থেকে অপরটির অবস্থান বেশ অনেকটা দূরে দূরে। প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ, ঘন ঝোপ দিয়ে অনেকটা অংশ ঢাকা। ঝোপের নীচে সরু রাস্তা একটি বাড়ির সাথে অপরটির সংযোগ রক্ষা করছে। এছাড়া প্রতিটি বাড়ি যেন আলাদা বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ধুলোমাখা উঠোনে অসংখ্য পায়ের ছাপ। ইঙ্গলহর্ন কিংবা ডেনহ্যাম কেউ এরকম অদ্ভুত গ্রাম আগে দেখেননি। একটি বিশেষ জিনিস এ গ্রামকে তাঁদের দেখা গ্রাম থেকে আলাদা করে রেখেছে। তা হলো, খাঁজ কাটা পাথরের ছিটিয়ে থাকা ভাঙা, অপূর্ব সুন্দর খিলান আর আশ্চর্য দক্ষতায় তৈরি দেয়ালের অংশ বিশেষ। ওরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়ল, তবে বাকিরা এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে।

'আমার ধারণা,' দেয়ালের দিকে হাত তুলে দেখাল ডেনহ্যাম, 'এটা একসময় প্রকাণ্ড কোন নগরীকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে ব্যবহার করা হত। বিশাল না?'

'অতিকায়,' সায় যোগালেন ইঙ্গলহর্ন।

'মিশরীয়দের মত লাগছে,' ডেনহ্যামের কণ্ঠে মুগ্ধতা।

'কে এই দেয়াল বানিয়েছে?' বিস্ময় মেশানো গলায় প্রশ্ন করল অ্যান।

'একবার অ্যাংকরে গিয়েছিলাম,' গম্ভীর গলায় বলল ড্রিসকল। 'ওটা ছিল এটার চেয়েও বড়। তবে ওই দেয়ালও কে বানিয়েছে বলতে পারেনি কেউ।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল। কানে ভেসে এল অদ্ভুত একটা শব্দ। যেন অনেকগুলো মানুষ একসাথে সুর করে মন্ত্র পড়তে শুরু করেছে। থমকে দাঁড়াল ড্রিসকল। হাত তুলল সতর্ক ভঙ্গিতে। ড্রিসকলের জামার আস্তিন খামচে ধরল অ্যান, নাবিকরা একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে শঙ্কিত দৃষ্টিতে। দেয়ালের ভিতরে, কোথাও থেকে আসছে শব্দটা। ডেনহ্যাম ইশারা করল ইঙ্গলহর্নকে, সামনে, অস্বাভাবিক বড় আকারের একটি বাড়ি দেখাচ্ছে। 'ওই বাড়িটি পার হলেই আমরা ওদেরকে দেখতে পাব,' বলল সে।

‘ওরা কী বলছে শুনতে পাচ্ছ তুমি?’ অ্যান ফিসফিস করে বলল ড্রিসকলকে। ‘ওরা “কং! কং!” বলে চিৎকার করছে।’

‘ডেনহ্যাম!’ ডাকল ড্রিসকল। ‘ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো? ওরা কোন দেবতার পূজা করছে।’

‘শুনতে পাচ্ছি!’ বলল ডেনহ্যাম। ‘এগোও।’

সাবধানে পা বাড়াল সে, ইঙ্গলহর্নকে ইঙ্গিতে করল পাশে চলে আসতে।

‘ওদের ভাষাটা বুঝতে পারছেন?’

‘এখনও বুঝতে পারছি না,’ মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করলেন ইঙ্গলহর্ন। ‘তবে ভাষাটা অনেকটা নিয়া দ্বীপবাসীদের মত।’

‘ভাষাটা বুঝতে পারলে কাজে লাগবে,’ বলে হাসল ডেনহ্যাম।

মুখোশের মত দেখতে বড় বাড়িটির ঠিক সামনে চলে এসেছে ওরা, দাঁড়িয়ে পড়ল ডেনহ্যাম, হাত নেড়ে বাকিদেরকে কাছে চলে আসতে বলল। নিজে সতর্ক ভঙ্গিতে চলে এল বাড়ির কোণে।

‘সবাই এখানে দাঁড়িয়ে থাকো,’ ফিসফিস করল সে। ‘আমি আগে গিয়ে দেখে আসি কী হচ্ছে!’

বাড়ির কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল ডেনহ্যাম, ড্রিসকল অ্যান আর তার লোকজন নিয়ে উত্তেজনায় টানটান হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই ফিরে এল ডেনহ্যাম। জ্বলজ্বল করছে চোখ।

‘ইঙ্গলহর্ন! ড্রিসকল!’ ফিসফিসে গলায় বলল সে। ‘কী সাংঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে দেখে যাও। তবে সাবধান, কোন শব্দ যেন না হয়।’

পা টিপে টিপে এগোল ডেনহ্যাম, ক্যামেরা বহনকারীকে ডেকে তার কাছ থেকে যন্ত্রটি আর ট্রাইপড নিয়ে ছবি তুলতে শুরু করল ঘরের কিনারে দাঁড়িয়ে।

ছবি তুলতে তুলতে সামনে বাড়ল ডেনহ্যাম, ঢাকের আওয়াজ মৃদু শোনাল। শব্দটাকে ঢেকে দিয়েছে অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত চিৎকার। সে চিৎকারে আছে উল্লাস, বিজয়, শঙ্কা এবং ভয়। তীব্র এবং অমোঘ এক আকর্ষণে দলটা এগিয়ে চলল, বাড়িটির উঠোনের সামনে এসে দাঁড়াতে ঢাকের বাজনা, মন্ত্রোচ্চারণ আর চিৎকারের সূত্র দেখা গেল।

সাত

ওদের সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে বিরাট, এবড়োখেবড়ো একটি উঠোন, উঠোনের শেষ মাথায় আকাশের দিকে মুখ তুলে সটান দাঁড়ানো দানবীয় দেয়ালটা। সাগর তীর থেকে এ দেয়ালই দেখেছে সকলে। গেট বা ফটকের চৌকাঠ থেকে এক সার পাথুরে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে; আধাআধি ধাপে চামড়া দিয়ে ঢাকা একটি মঞ্চ বা বেদী, সেখানে উপুড় হয়ে আছে একটি আদিবাসী তরুণী। মেয়েটি খুবই সুন্দরী, মাথায় ফুলের মুকুট, গলায় হার, কোমরে বেল্ট। কোন কারণে আতঙ্কিত সে, তবে ভীতি তার কমনীয় সৌন্দর্যকে যেন বাড়িয়ে তুলেছে কয়েক গুণ। মেয়েটির দু'পাশে আদিবাসী বা জংলীদের কেউ সিঁড়িতে কেউ বা উঠোনে বসে দুলে দুলে সুর করে মন্ত্র পড়ছে। তরুণীর কাছ থেকে সামান্য দূরে কয়লার মত মিশকালো, রোগা-পটকা এক জংলী ওঝা তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে। আরেক পাশে, মেয়েটি থেকে আরও খানিক দূরে বিশালদেহী এক দানব, পরনে ঝলমলে চামড়ার

পোশাক, মাথায় ঘাস আর পালকের মুকুট, রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে লক্ষ করছে তরুণীকে। এ জংলীদের রাজা। উঠোন ও মঞ্চের সমস্ত নারী, পুরুষ, ওঝা এবং রাজা সবাই অনুষ্ঠানে এমন নিমগ্ন, আগন্তুকদেরকে লক্ষই করল না।

'ওহ্, লর্ড!' ফিসফিস করল ডেনহ্যাম। 'ছবি তোলার মত দৃশ্য বটে!' সে ক্যামেরা ঘোরাতে শুরু করল।

'বুড়ো জংলীটা করছে কী?' দম বন্ধ করে জানতে চাইল জিমি।

ফুলের মুকুট পরা মেয়েটির খুব কাছে এসে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি শুরু করে দিল জংলীদের ওঝা। ধীর ভঙ্গিতে হাত নাচাতেই উঠোনের প্রকাণ্ডদেহী নর্তকদের বেশ কয়েকজন লাফিয়ে উঠল। সংখ্যায় জনা বার হবে তারা, মাথা ঢেকে রেখেছে ফাঁপা, রোমশ খুলি দিয়ে, গায়ে কালো কর্কশ চামড়া।

'গরিলা!' বিড়বিড় করলেন ইঙ্গলহর্ন। 'ওরা গরিলা সেজেছে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে...'

হঠাৎ অ্যানের দিকে ফিরলেন তিনি, ওর সামনে এসে আড়াল করে দাঁড়ালেন যাতে জংলীরা দেখতে না পায়। নাবিকরা আদিবাসীদের এই অদ্ভুত অনুষ্ঠান আরও ভাল করে দেখার জন্য ঘন হয়ে এল। ওদের লম্বা মাথার জন্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না অ্যান। কয়েকজনকে ঠেলে সামনে চলে এল ও, আঙুলের ডগায় ভর করে দাঁড়িয়ে এর ওর ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। এখনও ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না।

গরিলার মত বিশালদেহী লোকগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে এল, জংলীদের ওঝা বা পুরোহিত পিছিয়ে এসে তাকাল রাজার দিকে। অনুষ্ঠানে এবার রাজার যোগ দেয়ার সময় হয়েছে। রাজা কী করতে যাচ্ছে জানে না নবাগত দর্শকরা, তবে সে জায়গা বদল করতেই চোখের কোণ দিয়ে ক্যামেরাসহ ডেনহ্যামকে দেখে ফেলল, সেই সাথে অন্য সকলকে।

'বাডো!' বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল রাজা, বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ডেনহ্যামদের দিকে। 'বাডো! ডামা পাটি ভেগো!'

মন্ত্রোচ্চারণ, নাচ, সকল শব্দ, সমস্ত নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে, নেমে এল মৃত্যুশীতল নীরবতা। ইঙ্গলহর্ন চাপা গলায় ডেনহ্যামকে বললেন, 'ভাগ্যিস, ওদের ভাষা জানি আমি। রাজা বুড়ো পুরোহিতকে এইমাত্র থামতে বলে আমাদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিল।'

আদিবাসীদের সবাই একযোগে ঘাড় ঘোরাল, তাকিয়ে রইল হাঁ করে; তারপর আরেকটা হুকুম আসতেই মেয়ে আর শিশুরা ভিড় থেকে পিছলে বেরিয়ে যেতে লাগল।

'ওই দেখুন!' বলল জিমি। 'মহিলারা সবাই কেটে পড়ছে। আমাদেরও সময় থাকতে মানে মানে সরে পড়া উচিত। নইলে কপালে খারাবি আছে।'

ঝট্ করে ঘুরল সে, সাগর সৈকতের উদ্দেশে ছুট দেবে, চট করে তার হাত চেপে ধরল ড্রিসকল।

'ভেরী গুড, জ্যাক!' বলে উঠল ডেনহ্যাম, 'ওকে যেতে দিয়ো না। আমাদের কারোরই এখন পালানো ঠিক হবে না। সবাই যে যার জায়গায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।'

বিশালদেহী রাজা কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে থাকল। তারপর দুই প্রকাণ্ড শরীরের যোদ্ধাকে সঙ্গে আসার ইশারা করে ধীর পায়ে সামনে বাড়ল সে। ইতিমধ্যে মহিলা আর বাচ্চা কাচ্চারা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'মি. ডেনহ্যাম!' কাঁদো কাঁদো গলা জিমির। 'ওই দানবটা এদিকে আসছে কেন?'

'চুপ করো!' ধমকে উঠল ডেনহ্যাম, রাজার উপরে নিষ্পলক দৃষ্টি। 'আমি জানি না।'

মন্থর এবং রাজকীয় ভঙ্গিতে পা ফেলে এগোচ্ছে জংলীদের

রাজা। 'জ্যাক!' ফিসফিস করল অ্যান। 'মেয়েরা আর বাচ্চারা চলে গেল কেন? কোন ঝামেলা হবে নাতো?'

'কোন ঝামেলা করতে চাইলে ওদেরই বরং বারটা বাজবে,' ড্রিসকল অ্যানের হাতে একটু চাপ দিয়ে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল। এগিয়ে আসছে জংলী-রাজ। বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হলো নাবিকরা, ট্রিগারে আঙুল। ডেনহ্যাম তীক্ষ্ণ চোখে রাজাকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'কোন ঝামেলা চলবে না, ছেলেরা! ভয় পাবার মত এখনও কিছু ঘটেনি।'

'ডেনহ্যাম ঠিকই বলেছে,' অ্যানকে চাপা, উৎফুল্ল গলায় বলল জ্যাক। 'রাজা আসলে দেখতে চাইছে আমরা ভয় পাই কিনা। ব্লাফ দেয়ার চেষ্টা করছে ব্যাটা।'

ডেনহ্যামের কাছ থেকে ছয় কদম দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রাজা। অপেক্ষা করছে।

'এবার স্কিপার,' বলল ডেনহ্যাম। 'আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন। তবে বন্ধু হিসেবে।'

ইঙ্গলহর্ন পা বাড়াতেই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রাজা। 'ওয়াতু? টামা ডি? টামা ডি?'

'শুভেচ্ছা জানাচ্ছে!' ধীরে ধীরে বললেন ইঙ্গলহর্ন। 'আমরা তোমাদের বন্ধু। বালা! বালা! বন্ধু! বন্ধু!'

'বালি রেরি!' রাজার কণ্ঠে রাগ। 'টাস্কো! টাস্কো!'

'ও কী বলছে, স্কিপার?' ঠোঁটের কোণ দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডেনহ্যাম।

'বলছে তার কোন বন্ধুর দরকার নেই। আমাদেরকে চলে যেতে বলছে।'

'ওকে জিজ্ঞেস করুন ওদের এই অনুষ্ঠানটা কীসের।' ইঙ্গলহর্ন জংলীদের ভাষায় কথা বলতে লাগলেন, মঞ্চের উপরে মেয়েটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জানতে চাইলেন তাকে কেন ফুল

দিয়ে সাজানো হয়েছে।

'আনি সাবা কং।' ইতস্তত গলায় জবাব দিল রাজা; তারপর ওংলীদের সবাই এক সুরে বলে উঠল, 'সাবা কং!'

'বলছে মেয়েটা কং-এর বউ।'

'কং!' সোৎসাহে চেঁচাল ডেনহ্যাম। 'আমি আপনাকে বলিনি?' ইঙ্গলহর্ন কিংবা রাজা আবার কিছু বলবার আগেই পুরোহিতটা লাফ মেরে সামনে এল, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, রাজা এবং ডেনহ্যামদের দিকে বারবার তাকাচ্ছে আগুন চোখে।

'ডামা সি ভেগো!' গলা ফাটাল সে। যেন ফাটা বাঁশি বাজল।

'ডামা সি ভেগো। পুনিয়া? পুনিয়া বাস!'

'ও ব্যাটা আবার কী বলছে?' জানতে চাইল ডেনহ্যাম।

'বলছে আমরা ওদের অনুষ্ঠান দেখে ফেলেছি বলে ওটা বরবাদ হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে। আমি এবার কথা বলছি,' আত্মবিশ্বাস ডেনহ্যামের কণ্ঠে। 'বন্ধুকে ওরা কী যেন বলে?'

'বালা।'

ডেনহ্যাম কাঁধ কুঁচকে, মুখে হাসি ফুটিয়ে সামনে এক পা বাড়ল। হাত বাগিয়ে রেখেছে হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে।

'বালা!' বলল সে। 'বালা! বালা!' নিজেকে হাত দিয়ে দেখাল আগে তারপর রাজা এবং পুরোহিতের দিকে ইঙ্গিত করল। 'বালা! বালা! বালা!'

রাজা হাতটা ধরবে কিনা ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত, তবে পুরোহিতের মন গলল না একটুও। ডেনহ্যামের হাসি যত প্রসারিত হলো, তার কপালে বিরক্তির ভাঁজ ততই গভীর হলো। সে পেছনের যোদ্ধাদের দিকে হাত ঘুরিয়ে গর্জন করল, 'টাস্কো!' রাজা তার মনোভাব বুঝতে পেরে নিজেও হুংকার ছাড়ল, 'টাস্কো!' তার দুই পাশের দুই দেহরক্ষী বর্শা নিয়ে টান টান হয়ে গেল। পেছনের

যোদ্ধারা অস্ত্র উঁচিয়ে পা বাড়াল সামনে। উত্তেজনায় ভয়ডর সব ভুলে গেছে অ্যান। সে সামনের দৃশ্যটা ভালভাবে দেখার জন্যে ড্রিসকলের কাঁধ চেপে ধরে বুড়ো আঙুলের উপরে দাঁড়িয়ে গেল। তার ফোমের মত মধুরঙা চুল সূর্যের আলোয় ঝলমলে, রাজা দেখে ফেলল তাকে। সাথে সাথে চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল তার, চোখ বড় বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। প্রথমে অ্যানের দিকে, তারপর পুরোহিতের দিকে চাইল সে।

'মালেম মা পাকেনো!' তোতলাতে লাগল সে। 'সিতা!' জংলীদের ওঝার দিকে ঝট্ করে একটা হাত তুলল, 'মালেম! মালেম মা পাকেনো।' পুরোহিতের চিৎকারও বন্ধ হয়ে গেছে। সে-ও তাকিয়ে আছে হাঁ করে। থমকে দাঁড়িয়েছে যোদ্ধারা, অ্যানকে দেখে এমন অবাক হয়েছে হাতের অস্ত্র আপনাআপনি নেমে এল নীচের দিকে।

জংলীদের অস্ত্র নীচে নামাতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ডেনহ্যাম। 'এবার আবার কী?' জিজ্ঞেস করল সে।

'রাজা বলছে,' ব্যাখা দিলেন ইঙ্গলহর্ন, 'দ্যাখো! সোনার মেয়েকে দ্যাখো!'

'স্বর্ণ-কেশীরা নিশ্চয়ই এখানে দুর্লভ,' খ্যাক খ্যাক করে হাসল ডেনহ্যাম।

রাজা উল্লসিত গলায় চেঁচাল, 'কং। মালেম মা পাকেনো! কং ওয়া বিসা! কো বিসা পারা কং।' পুরোহিতের দিকে সম্মতির ভঙ্গিতে তাকাল সে। বুড়ো পুরোহিত রাজার কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

ইঙ্গলহর্ন দ্রুত অনুবাদ করে দিলেন, 'সোনার মেয়ে, কং-এর উপহার। কং-এর জন্যে উপহার।'

'কী!' রীতিমত আপত্তি জানাল ডেনহ্যাম।

রাজা আর পুরোহিত এগিয়ে এল তার দিকে। রাজা আদেশ

করার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল।

'ডামা!' বলল সে। 'টেবো মালেম না হি!'

'আগন্তুক! মেয়েটিকে আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও।'

পিস্তলের গুলির মত অনুবাদ ছিটকে বেরিয়ে এল ইঙ্গলহর্নের মুখ থেকে, চোখ ইশারায় জানতে চাইলেন জবাবে ডেনহ্যাম কী বলবে।

'ডিয়া মালেম!' দ্রুত বলে চলল রাজা।

'ছয়টি মেয়ে!' দ্রুত অনুবাদ করে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'সোনার মেয়ের বদলে সে নিজেদের গাঁয়ের ছয়টি মেয়ে দিতে রাজি।' শুনে তো অ্যানের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। হাসার চেষ্টা করল সে তবে হাসি ফুটল না।

'আপনিই অ্যানকে এর মধ্যে নিয়ে এসেছেন, ডেনহ্যাম!' রেগে গেল ড্রিসকল। 'এখন কী হবে?'

মৃদু হাসির রেখা ফুটল ডেনহ্যামের মুখে, ইঙ্গলহর্নকে বলল, 'ওকে বলুন আমরা ব্যবসা করতে আসিনি।'

'টিডা!' ইঙ্গলহর্ন দুঃখি দুঃখি গলায় বললেন রাজাকে। 'নো! মালেম আটি রোটা না নি! এ মেয়ে আমাদের সৌভাগ্যের প্রতিমূর্তি এবং একে ছাড়া যাবে না।'

রাগে ফেটে পড়ল পুরোহিত। 'ওয়াতু!' গাঁক গাঁক করে উঠল সে। 'টাম বিসা পারা কং ডি ওয়ানা টা!'

'ওরা কং-এর উপহার হারাতে চায় না।'

'অনেক হয়েছে,' ইঙ্গলহর্নের অনুবাদ শুনে রাগে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল ড্রিসকল। 'আমি অ্যানকে নিয়ে এখুনি জাহাজে ফিরে যাচ্ছি।'

'আমরা সবাই যাব, তবে তাড়াহুড়ো করে নয়,' ইঙ্গলহর্ন সতর্ক করে দিলেন ড্রিসকলকে। 'তাড়াহুড়ো করলে পুরোহিত ব্যাটা সন্দেহ করে ওর যোদ্ধাদেরকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিতে পারে।'

'ঠিক!' সায় দিল ডেনহ্যাম। 'ধীরে সুস্থে আমাদের এখান থেকে ভাগতে হবে। তবে বুড়ো শেয়ালটাকে চটিয়ে অবশ্যই নয়। স্কিপার, ওকে বলুন কাল আমরা আবার আসব বন্ধুত্ব করতে। তখন এ বিষয়ে নতুন করে কথা হবে।'

'ডুলু!' ইঙ্গলহর্ন শান্তভাবে বোঝালেন রাজা এবং পুরোহিতকে। 'কাল! হাই টেগো না! আমরা কাল আবার আসব।'

'এন মালেম?' জিদ ধরল রাজা। 'মালেম মা পাকেনো? সোনার মেয়ের কী হবে?'

'তোমরা রওনা হয়ে যাও!' ডেনহ্যাম নির্দেশ দিল তার ক্রুদেরকে। 'মুখ হাসি হাসি রাখবে, অ্যান। রাজা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখলেই তো। ছয়জনের বদলে একজন! জ্যাকের দিকে তাকিয়ে হাসো। মাথা উঁচু করে হাঁটবে।'

'ডুলা, বালা।' রাজাকে আশ্বস্ত করলেন ক্যাপ্টেন। 'কাল তাকে পাবে, বন্ধু।'

ডেনহ্যাম তার দলবল নিয়ে ফিরে চলল জাহাজের দিকে। তবে তাড়াহুড়ো করল না, কেউ দৌড় দেয়ার চেষ্টাও করল না। মুখ গম্ভীর করে হাঁটছে সবাই। জনাছয় নাবিক নিয়ে ড্রিসকলের নেতৃত্বে একটা দল, তাদের মাঝখানে অ্যান। এরা চলেছে আগে আগে। তাদের পেছনে মূল দলটা, রাইফেল বাগিয়ে, সতর্ক ভঙ্গিতে। এ দলের সবার পেছনে থাকলেন ইঙ্গলহর্ন এবং ডেনহ্যাম।

বাড়িঘর বা কুটিরগুলোর মাঝ দিয়ে সরু পথ ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। কথা বলছে না কেউ। ক্যাপ্টেন জানেন পুরোহিত ব্যাটা কিংবা রাজা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় তাঁরা ভয় পেয়েছেন, সাথে সাথে হামলা চালিয়ে বসবে। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোন মতে পার পাওয়া গেছে। জাহাজে পৌঁছুবার পরে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে।

আট

ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্নের কেবিন। সবার মনে যে প্রশ্নটি এতক্ষণ ধরে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবারে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করল ডেনহ্যাম।

'আমি জানতে চাই,' বলল সে, 'কে এই কং যাকে নিয়ে রাজা আর পুরোহিতের অমন লাফালাফি?'

'রাজা নিজেই নয়তো?' জিজ্ঞেস করল অ্যান।

'না,' বললেন ইঙ্গলহর্ন। 'তোমরা নিজেরাই তো দেখলে মঞ্চে উপুড় হয়ে থাকা তরুণীটি ভয়ে কীরকম থরথর করে কাঁপছিল। রাজাই যদি কং হতো মেয়েটির ভয় পাবার কিছু ছিল না। বরং সে খুশি হতো। রাজার সঙ্গে বিয়ে হলে জংলীদের রাণী হতে পারত সে।'

'আমার মনে হয় গরিলা সেজে থাকা লোকগুলোর মধ্যে রয়েছে আসল রহস্য।' বলল ড্রিসকল।

'কী রকম?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল ডেনহ্যাম।

'অনুমান করছি। গরিলার পোশাক পরা লোকগুলো যেভাবে নাচানাচি করছিল তাতে আমার মনে হয়েছে ওরা ওই মেয়েটির আসল বরের প্রতিনিধি। দেয়ালটার প্রকাণ্ড দরজার উপরে, আপনারা কেউ খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, ধাতুর বিরাট একটি ঢাক ছিল। এক জংলীকে দেখলাম ঢাকের পাশে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। রাজা যখন আমাদের দেখে ফেলে বন্ধ

করে দেয় অনুষ্ঠান, গেট খোলার নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল সে।

'বলে যাও,' বলল ডেনহ্যাম। 'বুঝতে পারছি আমি।'

'কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' আপত্তি জানাল অ্যান।

'রাজা,' ধীর গতিতে বলে চলল ড্রিসকল, 'গেটের বাইরে কারও কাছে মেয়েটিকে পাঠানোর মতলব করেছিল। কিন্তু ওটা কী হতে পারে? গোটা গ্রামকে ঘিরে রেখেছে কাঠের ওই বিশাল প্রাচীর। তার পেছনে ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছু থাকার কথা নয়–তবে হয়তো আছে যে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে দেয়ালটার রক্ষণাবেক্ষণ করছে আদিবাসীরা।

'জঙ্গলের ভীতিকর কিছু একটার উদ্দেশ্যে মেয়েটিকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছিল রাজা, গেট খুলতে যাচ্ছিল। কং-এর কাছে মেয়েটিকে বধূ হিসেবে ভেট পাঠাচ্ছিল সে। আর ধাতব ঢাকের কাছে দাঁড়ানো লোকটার দায়িত্ব ছিল ঢাক বাজিয়ে কংকে আহ্বান করা।'

মাথা ঝাঁকাল ডেনহ্যাম সায় দেয়ার ভঙ্গিতে।

'আমার ধারণা,' বিড়বিড় করলেন ইঙ্গলহর্ন, 'আজকের সুন্দরী তরুণীটি কং-এর প্রথম বধূ নয়।'

'মানে...' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বমি বমি লাগল অ্যানের। 'তার মানে,' কর্কশ গলায় বলল ড্রিসকল, 'মেয়েটি হচ্ছে জংলীদের বলির পশু। এভাবে প্রতি পূর্ণিমা রাতে তারা একটি করে মেয়েকে কং-এর জন্য ভেট দেয়।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু কং যে কী জিনিস সেটাই এখন পর্যন্ত আমার কাছে পরিষ্কার হলো না।' বললেন ক্যাপ্টেন।

'আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে,' বলল ডেনহ্যাম। 'ওই দেয়াল মামুলি কোন বিপদ বা ঝামেলা ঠেকানোর জন্যে তৈরি করা হয়নি। আর গরিলার পোশাক পরা লোকগুলো, ড্রিসকল যাদেরকে কং-এর প্রতিনিধি বলছে, আমার ধারণা, কং কোন

গরিলা নয়। আর যদি সে গরিলা হয়েও থাকে, আকারে নিশ্চয় অনেক অনেক বড় হবে। এতই বড় যাকে ঠেকাতে বার মানুষ সমান দেয়ালের প্রয়োজন হয়।'

'দূর, এরকম কোন প্রাণী এখনও আছে নাকি।' অবিশ্বাসের হাসি হাসল অ্যান, 'এরকম প্রাণী তো সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই শেষ হয়ে গেছে।'

'বোন,' ডেনহ্যাম স্থির দৃষ্টিতে অ্যানের দিকে তাকাল, 'পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক কিছু ঘটে যার ব্যাখ্যা নেই।' অ্যানের মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে লক্ষ্য করে সে দ্রুত যোগ করল, 'তবে কং-এর ব্যাপারে আমার ধারণা ঠিক নাও হতে পারে। কারণ ওকে আমি চোখে দেখিনি, অনুমান করেছি মাত্র। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।'

'না, ভয় পাব কেন?' জোর করে হাসল অ্যান।

'তবে একটা ব্যাপারে তোমরা কিন্তু আমাকে গুরু মানবে, কী বলো?' হাসতে হাসতে বলল ডেনহ্যাম। 'তোমরা কেউ খুলি পাহাড়ের কথা বিশ্বাসই করতে চাওনি। এখন নিজের চোখে সব দেখলে তো? আমি ঠিক করেছি সত্যি যদি কং নামের দানবটার দেখা পাই তা হলে ওকে নিয়ে ছবি বানাব। কী একখানা ছবি হবে ভাবতে পারো!'

ডেনহ্যামের কথা শুনে রাগের চোটে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ড্রিসকল। 'আর অ্যানকে সেই ছবির নায়িকা করবেন, না?'

সিধে হলো ডেনহ্যামও, সে-ও রেগেছে। তবে নিজেকে সামলে নিল।

'জ্যাক,' বিলাপের সুরে বলল সে, 'ছবির কথা শুনলেই তুমি এত রেগে যাও কেন বলো তো? আমার ছবির ব্যাপারে তোমার একটু সহনশীল হওয়া উচিত। তবে ছবিতে কার কী ভূমিকা থাকবে তা নিয়ে এখনও চিন্তা ভাবনা করিনি। পরে ভাবব।'

'হুমম্!' বললেন ইঙ্গলহর্ন।

'রাতের খাবারের পর প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়ে বসব,' বলল ডেনহ্যাম।

'তবে তোমাকে বোধহয় জাহাজে পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে, ড্রিসকল,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'বুড়ো পুরোহিত আবার কী মতলব এঁটেছে কে জানে। আবার ঢাক বাজতে শুরু করেছে।'

কান পাতল ওরা। সত্যি ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তবে এবারের আওয়াজটা অন্যরকম। অশুভ কী যেন একটা আছে বাজনাটার মধ্যে। গায়ে কাঁটা দেয়।

নাবিকদেরকে পাহারায় বসিয়ে কেবিনে ফিরে এল ড্রিসকল। তাকাল আকাশের দিকে।

'আকাশে প্রচুর মেঘ জমেছে,' বলল সে। 'ঢাকা পড়ে যাবে চাঁদ। নিকষ আঁধার রাত আসছে। ঝামেলার আশঙ্কা করছি।'

'মি. ডেনহ্যাম ঠিকই বলেছেন,' ঠাট্টা করলেন স্কিপার। 'তুমি অ্যানকে নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করছ। নিকষ আঁধার রাত হলেও সমস্যা নেই। তীর থেকে আমাদের জাহাজ অনেক দূরে। কাজেই জংলীরা এত দূরে আসার ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু ঢাকের আওয়াজ আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না,' ভ্রু কুঁচকে বলল ড্রিসকল।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাঁঝের আঁধার নেমে এল ঝপ করেই। ড্রিসকলের অস্বস্তি বোধটা যাচ্ছে না ঢাকের শব্দে। খেতে বসে চিন্তাটা জোর করে দূর করে দেয়ার চেষ্টা করল। বরং দুশ্চিন্তা আরও জেঁকে বসল ডেনহ্যামের কথা শুনে।

'আমার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা তোমাদেরকে জানাব, বলেছিলাম,' খেতে খেতে বলল ডেনহ্যাম। 'প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি কাল সকালে তীরে যাব। তবে এবারে আরও বেশি লোকজন এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। ওই কংকে আমার

খুঁজে বের করতেই হবে।'

কফির কাপটা ঠেলে সরিয়ে অ্যানের দিকে তাকাল ড্রিসকল। 'নিশ্চিন্ত মনে কফি খাও, জ্যাক,' হাসল ডেনহ্যাম। 'অ্যান আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। ও জাহাজে থাকবে।'

'ভাল,' বিড়বিড় করলেন ইঙ্গলহর্ন।

'আমাকে আপনার দরকার হলে যেতে পারি,' বলল অ্যান।

'না। তার দরকার নেই। তোমাকে আমি জেনেশুনে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। তুমি জাহাজেই থাকছ।'

'হয়তো আমাদের কোন বিপদই হবে না,' বলল ড্রিসকল। 'তবু তোমাকে সাথে নেয়ার ঝুঁকি নিচ্ছি না। কারণ কোন ভাবে তুমি ব্যথাট্যথা পেলে মি. ডেনহ্যামের ছবি করাই মাটি হয়ে যাবে।'

মুখ গোমড়া করে বসে রইল অ্যান। তারপর 'ইস, কী গরম!' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলে এল ডেকে। ডেকে পালা করে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র গার্ড। কয়েকজন নাবিককেও দেখা গেল, তীব্র গরমে টিকতে না পেরে খোলা হাওয়া খেতে চলে এসেছে ডেকে। ল্যাম্পিও আছে এদের সাথে। একটা হ্যাচের উপরে পা ছড়িয়ে বসেছে সে, অলস ভঙ্গিতে খেলা করছে ইগনাজের সঙ্গে।

'শুভ সন্ধ্যা, ল্যাম্পি,' বলল অ্যান।

'শুভ সন্ধ্যা, মিস অ্যান। একটু সর তো, ইগনাজ; ম্যাডামকে বসতে দে। শুনলাম দ্বীপে নাকি বড় রকমের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম।'

ওরা ওখানে বসে রইল চুপচাপ। ল্যাম্পি খুব কম কথা বলে। অ্যান নরম আঁধার উপভোগ করছে।

ডেনহ্যাম আর ইঙ্গলহর্ন ব্রিজের দিকে আসছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝপথে।

'ঢাকের আওয়াজটা লক্ষ করুন!' বলল ডেনহ্যাম। 'আগুনের আলোয় যদি ওদের ছবি তোলা যেত! ওখানে এক্ষুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'কিন্তু এখানেই আপনি ভাল আছেন, মি. ডেনহ্যাম।'

'জানি! তবে কোন কিছু মিস করতে আমার মন চায় না।'

'আমার অবশ্য কোন কিছু মিস করতে আপত্তি নেই।'

'স্কিপার! আপনাকেও দেখছি ড্রিসকলের মত ভয় পেয়ে বসেছে।'

'আমি ভয় পাইনি। তবে জাহাজে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খুশী হয়েছি। আর আজ রাতে জেগে থাকব ঠিক করেছি।'

'ফুঃ! আদিবাসীরা সবাই তীরে ব্যস্ত।'

'হয়তো। তবু না ঘুমানোই উচিত হবে।'

'তা হলে আমিও ঘুমাব না।' হাসল ডেনহ্যাম। 'আপনার সঙ্গে তাস খেলে কাটিয়ে দেব সময়।'

লাম্পি অন্ধকারে অ্যানের মুখ দেখার চেষ্টা করল।

'তীরে কী ঘটেছিল?' জানতে চাইল সে।

'একটা মেয়েকে জংলীরা কং-এর কাছে বিয়ে দেয়ার তোড়জোড় করছিল।' আস্তে আস্তে বলল অ্যান।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল লাম্পি। 'ছেলেরা বলেছে আমাকে। বধূ।'

'কং-এর বধূ!' ফিসফিস করল অ্যান, শিউরে উঠল। 'লাম্পি, তুমি কং সম্পর্কে কিছু জান?'

'আ—কং?' মুখ বাঁকাল লাম্পি। 'আমার মনে হয় কং জংলীদের কোন দেবতা। সব আদিবাসীদেরই একটি করে দেবতা থাকে। কাঠ কিংবা মাটির তৈরি কোন মূর্তি। কং-ও বোধহয় মাটির তৈরি তেমন কোন মূর্তি। আর কং-এর সাথে জংলীগুলো যে মেয়েদের বিয়ে দেয় তারা বিয়ের পরে কোথায় যায় তা বুড়ো পুরোহিতই বোধহয় ভাল বলতে পারবে। এই পুরোহিতগুলো খুব ধড়িবাজ হয়। এদের সবারই গোপন হারেম আছে শুনেছি।'

হেসে উঠল অ্যান, একটু পা ছড়িয়ে বসতে গিয়ে ইগনাজের লেজ মাড়িয়ে দিল। ইগনাজ ক্যাচম্যাচ করে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল।

'ওকে ধরো, লাম্পি,' বলল অ্যান। 'কেবিনে ঢুকে আবার জিনিসপত্র না ভাঙে।'

'আরে ব্যাটা, কই যাস!' বলতে বলতে বানরটার পিছু পিছু দৌড়াল লাম্পি।

সিধে হলো অ্যান, শরীরের দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। ঘুম পাচ্ছে। লাম্পির সাথে কথা বলার পরে রিল্যাক্স বোধ করছে। কং-এর কথা সে এখন ভুলে যেতে পারবে। ধীর পায়ে সামনে বাড়ল অ্যান। ডেক হাউজ-এর কাছে এসে সরু একটা প্যাসেজওয়েতে পরিণত হয়েছে ডেক, এখানে এসে একটু ইতস্তত করল অ্যান এক মুহূর্ত। ডেক হাউজের আলোয় চিকচিক করে উঠল তার হলুদ কেশ। খুলি পাহাড়ের ঢাকের বাদ্যি হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠল, তারপর নিস্তেজ হয়ে এল। গায়ে কাঁটা দিল অ্যানের। ডেকের পাশে কী একটা শব্দ হতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সাথে সাথে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। ডেক হাউজের জানালা গলে পড়া আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে কয়েক হাত দূরে বীভৎস চেহারার একটা জংলী জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভয়ে পিছু হটল অ্যান, মুখ হাঁ হয়ে গেল চিৎকার দেয়ার জন্য, চোখের পলকে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। হাত দিয়ে চেপে ধরল মুখ। তারপর অ্যানকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে মিশে গেল আঁধারে।

ওদিকে ব্রিজে ডেনহ্যাম আর ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্ন তর্ক শুরু করে দিয়েছে। ক্যাপ্টেনের ধারণা তারা জংলীদের উৎসবে বাগড়া দিয়ে ঠিক কাজ করেননি। ওরা যে রকম খেপে গেছে তাতে প্রতিশোধ নিতে পারে। তবে ডেনহ্যামের ধারণা, আগামীকাল দ্বীপে গিয়ে জংলী রাজার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে তাদের ভুল

ভেঙে দিলেই হবে। বললেই চলবে যে সেদিন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে জংলীদের অনুষ্ঠান পণ্ড করতে যায়নি। কিন্তু আদিবাসীরা এ যুক্তি আদৌ মানবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন ক্যাপ্টেন, এমন সময় ড্রিসকলকে দেখা গেল হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে এদিকেই।

'অ্যানকে দেখেছেন কোথাও?' জিজ্ঞেস করল সে, 'পুরো জাহাজ চক্কর দিলাম। কোথাও নেই ও।'

'ডেকের কোথাও থাকতে পারে। কতক্ষণ ধরে দেখছ না ওকে?' মুচকি হাসল ডেনহ্যাম। 'বড়জোর আধঘণ্টা? এতেই এত অস্থির হয়ে গেলে?'

'আমি ঠাণ্ডা রক্তের মাছ নই,' থেমে থেমে বলল ড্রিসকল। তারপর হন হন করে এগোল মেইন ডেকে।

লাম্পিকে পাওয়া গেল ওখানে। হ্যাচের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্মিত চোখে।

'মিস ডারোকে দেখেছ, লাম্পি?'

'দশ মিনিট আগেও উনি এখানে ছিলেন, সার। আমরা কথা বলছিলাম। কিন্তু আমার বানরটা হঠাৎ ছুটে পালাল। আমি ওকে ধরে আনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি উনি নেই এখানে।'

'তা হলে বোধহয় নিজের কেবিনেই গেছে,' মন্তব্য করল ড্রিসকল। লাম্পি তার বানর নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ডেক হাউজের পাশের প্যাসেজ দিয়ে যাবার সময় পায়ে কিছু একটা বেধে গেল তার। থমকে দাঁড়াল লাম্পি, ঝুঁকে হাতে তুলে নিল জিনিসটা, ফিরে এল হ্যাচের কাছে, আলোকিত জায়গায়।

'শিগ্‌গির সবাই ডেকে চলে এসো!' পরমুহূর্তে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল সে। 'ডেকে! জলদি!'

চিৎকার শুনে ছুটে এল গার্ড এবং নাবিকের দল। ড্রিসকল, ডেনহ্যাম এবং ইঙ্গলহর্নও দৌড়ে এলেন। লাম্পিকে ঘিরে দাঁড়ালেন তাঁরা।

'দেখুন, সার!' কথা জড়িয়ে গেল বুড়ো নাবিকের। 'এই জিনিসটা পেয়েছি আমি ডেকে!'

'জংলীদের ব্রেসলেট!' চেঁচিয়ে উঠল ডেনহ্যাম।

'কোন জংলী নিশ্চয় জাহাজে এসেছিল, সার!'

'জাহাজ সার্চ করুন, স্কিপার।' হুকুম দিল ডেনহ্যাম।

'অ্যান কোথায়?' হাহাকার করে উঠল ড্রিসকল।

ইঙ্গলহর্ন আর ডেনহ্যাম পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন; তারপর ক্যাপ্টেন ছুটে গেলেন জাহাজ সার্চ করতে।

'কেন ওর কেবিনে...' স্বাভাবিক গলায় বলতে গেল ডেনহ্যাম, কেঁপে গেল কণ্ঠ।

'ও কেবিনে নেই! আমি এইমাত্র দেখে এসেছি!'

ওয়ান্ডারারের যে পাশটা দ্বীপের দিকে ফেরানো, সেখান থেকে এক গার্ডের গলা ভেসে এল, 'না, সার! আমি কোন শব্দ শুনতে পাইনি। অস্বাভাবিক কিছু চোখেও পড়েনি।' তারপর শোনা গেল ক্যাপ্টেনের বাজখাঁই গলার নির্দেশ, 'খালাসীরা! নৌকা রেডি করো। প্রত্যেকে রাইফেল নিয়ে নৌকায় উঠবে।'

হৈহল্লায় ভেঙে গেল আঁধারের নীরবতা। নৌকা জলে নামাতে লাগল জাহাজীরা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

ডেনহ্যাম আড়চোখে দেখছে ড্রিসকলকে। হঠাৎ গর্জে উঠল সে। 'নৌকা! এই যে স্কিপার, আপনি নিশ্চয় ভাবছেন না...'

'জানি না আমি,' জবাব দিলেন ইঙ্গলহর্ন। 'তবে কারণ খোঁজার সময় আমাদের হাতে নেই। মি. ড্রিসকল, তুমি সার্চ পার্টির নেতৃত্বে থাকবে। আরও জোরে হাত লাগাও, ছেলেরা। আরও জলদি!'

নয়

জংলীটা অ্যানকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়ল জাহাজের খোলের পাশে ভাসমান একটি ছিপ নৌকায়। আরও কয়েকজন জংলী আছে নৌকায়। অ্যানকে দেখে তাদের চোখ উৎকট উল্লাসে জ্বলজ্বল করে উঠল। একজন হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল অ্যানের যাতে চিৎকার করতে না পারে। অ্যান পাগলের মত ধস্তাধস্তি করেও ওই বাঁধন বিন্দুমাত্র আলগা করতে পারল না। জংলীরা প্রায় নিঃশব্দে এবং দ্রুত গতিতে বাইতে লাগল ছিপ।

এমন ভয় জীবনে পায়নি অ্যান। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে কালো কালো শরীরগুলোকে দেখছে শুধু। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে অজ্ঞান হয়ে যেতে। যেন জ্ঞান ফিরে পাবার পরে দেখবে ওটা দুঃস্বপ্নই ছিল।

জংলীরা নৌকা নিয়ে চলে এল দ্বীপে। অ্যানকে ধরে তীরে নামাল। অ্যানের শরীরের সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সময় নষ্ট না করে দুই জংলী অ্যানকে তুলে নিল তাদের কাঁধে, রাতের আঁধার ভেদ করে ছুটল গাঁয়ের দিকে। বেশ কয়েকবার কাঁধ বদল করা হলো অ্যানকে। প্রতিবারই তীব্র, কর্কশ গলায় নির্দেশ দিল কেউ। তৃতীয়বারে কণ্ঠটা চিনতে পেরে ধক্ করে উঠল অ্যানের বুক। সেই বুড়ো পুরোহিতের গলা!

দেয়ালের প্রকাণ্ড গেটের সামনের উঠোন মশালের আলোয় আলোকিত। আদিবাসীরা বিকেলের মত ভিড় করেছে এখানে। সবকিছু আগের মতই। সেই জংলীদের দল, সেই মঞ্চ, গরিলার পোশাক পরা সেই মানুষগুলো, রাজা মঞ্চে বসে আছে আগের মতই, পুরোহিত মন্ত্র পড়ছে উদ্ভট স্বরে।

শুধু একটি পরিবর্তন ঘটেছে। চওড়া পাথরের সিঁড়ির উপরের মঞ্চটি খালি। কনের বেশে আদিবাসী মেয়েটি নেই। ভীত-সন্ত্রস্ত অ্যান এর কারণ বুঝতে পারল না। ভিড়ের মধ্যে, কাছে দাঁড়ানো একটি মেয়ের উপরে চোখ আটকে গেল তার। ফুল দিয়ে বউ সাজা সেই মেয়েটি, করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অ্যানের দিকে। তার পরনে এখন অন্যান্য আদিবাসী মহিলাদের মত পোশাক। অবশ্য এর কোন কারণও খুঁজল না অ্যান। পুরোহিতের হুকুমে তাকে তুলে নিয়ে বিকেলের সেই মঞ্চে জোর করে বসিয়ে দেয়া হলো যেখানে আদিবাসী মেয়েটিকে কং-এর সাথে বিয়ের তোড়জোড় চলছিল।

পুরোহিতই অ্যানকে ধরে আনার ষড়যন্ত্র করেছে। তার নির্দেশে জংলীরা অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে অ্যানকে নিয়ে গ্রামে ঢুকেছে। এবার আরও দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পুরোহিত।

সে ইশারা করতেই আদিবাসীরা মন্ত্র পড়তে শুরু করল। এ মন্ত্রই তারা বিকেলে পড়ছিল যখন অ্যানের জায়গায় আদিবাসী মেয়েটি ছিল। সেই সময় অ্যান ছিল দর্শক আর এখন সে নিজেই কিংকং-এর বউ হতে চলেছে? কথাটা ভাবতেই মাথা ঘুরে উঠল অ্যানের। লাফিয়ে উঠল। সাথে সাথে কয়েকজন লোক তাকে চেপে ধরে আবার বসিয়ে দিল। মুক্তির চেষ্টা নিষ্ফল বুঝতে পেরে বসে বসে হাঁপাতে লাগল অ্যান। এখান থেকে উদ্ধার পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছে আগেই।

আদিবাসীরা দুলে দুলে. ছন্দায়িত ভঙ্গিতে পড়ে চলেছে মন্ত্র।

পুরোহিত এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে, সেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে আবার শুরু করে দিল নাচ। গরিলা মানবরাও লাফিয়ে এল।

পুরোহিতের ইশারায় রাজা এগিয়ে এল সামনে, আর তার দশ যোদ্ধা দৌড়ে গেল গেটের দিকে। দুটি আধখানা গাছের গুঁড়ি আড়াআড়িভাবে রেখে বন্ধ করা হয়েছে প্রকাণ্ড গেট। ও দুটো গেটের হুড়কো।

'নদ্ জে!' হাঁক ছাড়ল রাজা।

রাজা যে 'খোলো!' বলে আদেশ দিয়েছে তা অ্যান যোদ্ধাদের কাজ দেখেই বুঝতে পারল। প্রকাণ্ড হুড়কো খুলে ফেলল তারা গেট থেকে। তারপর বিশাল গেট ঠেলে খুলতে লাগল। চেহারা দেখে বোঝা গেল ভয়ানক ভারী গেট খুলতে জংলীদের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে।

'নদুন্দো!' গর্জে উঠল রাজা।

তোরণের উপরের খিলানে ঝোলানো ধাতব ঢাক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক যোদ্ধা সাথে সাথে বাড়ি মারল ঢাকে। গম্ভীর এবং ভরাট একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল ওটা থেকে। ড্রিসকলের কথাটা মনে পড়ে গেল অ্যানের। সংকেত পাঠাচ্ছে ওরা কংকে তার-মানুষ বউকে নিয়ে যাবার জন্য।

ধাতব ঢাকের বাজনা বেজে ওঠামাত্র থেমে গেল আদিবাসীদের মন্ত্রোচ্চারণ। মঞ্চের দু'পাশের ভিড় ভেঙে গেল হুড়মুড় করে। চেঁচামেচি আর হট্টগোল করতে করতে জংলী নারী-পুরুষ ও শিশুরা দেয়ালের দিকে ছুটল। নড়বড়ে মই বেয়ে উঠতে লাগল দেয়ালের মাথায়।

'টাস্কো!' আবার হাঁক ছাড়ল রাজা।

জংলীরা আলগা মঞ্চসহ তুলে নিল অ্যানকে, দৌড়াল খোলা গেটের দিকে।

'ওয়াতু!' চেঁচাল রাজা।

সাথে সাথে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল গেট। শুধু সামান্য, এক

চিলতে জায়গা ফাঁকা থাকল। ওখানে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকল দশ যোদ্ধা, মঞ্চ বাহকদের ফেরার অপেক্ষায়। চেহারা থমথমে। অ্যানের মনে হলো তাকে বয়ে নিয়ে চলা লোকগুলো ফিরে আসার আগেই হয়তো যোদ্ধারা গেট পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে।

দেয়ালের উপরে জংলীরা আরও ভালভাবে দেখার জন্যে তাদের মশালগুলো তুলে ধরল।

দেয়ালের পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পাহাড়ের ছায়ায় মিশে গেছে। ফাঁকা জায়গার মধ্যে দেয়ালের দিক মুখ করা পাথরের একটা বেদী। বেদীর দু'পাশে দুটো থাম বা খিলান। খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে বেদী বরাবর। ধাপগুলো সাদা ছত্রাকে ঢাকা। মাটি থেকে দশ/বার হাত উঁচুতে বেদীর প্ল্যাটফর্ম, সবুজ শ্যাওলায় ঢেকে আছে। মশালের আলো পড়ে চকচক করছে।

'টাস্কো! টাস্কো!' গলা ফাটাল রাজা।

গেটের ফাঁক দিয়ে রাজার কণ্ঠ ভেসে আসতেই অ্যানের বহনকারীদের ছোটার গতি দ্বিগুণ হয়ে গেল, তারা পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বেদীতে। অ্যানকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দাঁড় করাল দুই থামের মাঝখানে। তারপর থাম জোড়ার গায়ে ঝোলানো ঘাসের দড়ির ফাঁসে হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে দিল। অ্যান বন্দি অবস্থায় ঝুলতে লাগল, কী ঘটছে সে ব্যাপারে যেন সচেতন নয়। চোখ বোজা।

ধাতব ঢাকে এবারে আরও জোরে বাড়ি পড়ল। বজ্রপাতের শব্দ বেরুল ঢাক থেকে। দেয়ালের উপরে ওঠা জংলীরা দুলে দুলে অশুভ মন্ত্র পড়তে লাগল। অ্যানের বহনকারীরা লাফিয়ে নেমে এল মাটিতে, পেছন দিকে একবার সভয়ে তাকিয়ে পড়িমরি করে দৌড় দিল গেটের উদ্দেশে। ওরা ঢোকার পরে বন্ধ হয়ে গেল গেট। অ্যান একা পড়ে রইল দেয়ালের বাইরে।

মশালের আলোয় অ্যানের চারপাশ আলোকিত হয়ে আছে।

সে আলোয় চোখ মেলে তাকাল অ্যান। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগল। এমন সময় পাহাড় থেকে অপার্থিব একটা গর্জন ভেসে এল। ভয়ঙ্কর আওয়াজটা দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেল।

'কং!' মশাল হাতে শতশত জংলী এবার তারস্বরে চেঁচাল, 'কং! কং! কং!'

হঠাৎ পেছনের জঙ্গলে গাছপালা ভাঙার শব্দ হলো। মশালের আলোয় বিরাট এক ছায়া পড়ল অ্যানের সামনে। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অ্যান। ভয়ে, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ দানবটাকে দেখে। বিশাল এক গরিলা, মাথা যেন আকাশ ছুঁয়েছে, রক্তবর্ণ চোখ যেন আগুনের প্রকাণ্ড দুই গোলা! সারা গায়ে লোম। মুখ হাঁ করতেই বিরাট বিরাট ছুঁচালো দাঁত বেরিয়ে পড়ল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কান ফাটানো হুংকার ছাড়ল সে। রোমশ বুকে কালো হাত জোড়া দিয়ে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে দমাদম পিটল দানব। মশালের ঝলমলে আলোয় ইতস্তত করল, দাঁড়িয়ে গেল, দেয়ালের উপরে হাজারও হাতের অঙ্গভঙ্গির অর্থ বুঝতে পেরেই যেন বেদীর দিকে তাকাল সে, তারপর অ্যানের দিকে।

সামনে এগিয়ে এল দানব, ঝুঁকল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে দুই থামের মাঝখানে হাত বাঁধা ফর্সা শরীরটাকে। দেয়ালের উপরে আদিবাসীরা চুপ হয়ে গেছে, দম আটকে নীচের দৃশ্যটা দেখছে। মশালের আলোও যেন স্থির হয়ে আছে। ভৌতিক এই নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল অ্যানের সুতীব্র চিৎকারে।

কং যেন ঝাঁকি খেয়ে আধকদম পিছু হটল, রাগত গলায় গরগর করে উঠল। ওর বিশাল লম্বা হাত, যে হাত দিয়ে সহজে ছুঁতে পারে দেয়ালের মাথা, শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল শরীরের দু'পাশে। ঘুরল সে। সন্দেহ নিয়ে তাকাল দেয়ালের দিকে। আদিবাসীরা দম ফেলতেও যেন ভুলে গেছে, কেউ টুঁ শব্দটি করছে

না। থামের মাঝখানের জনও নিশ্চুপ । সে চিৎকার করবে কী! নরকের পিশাচকেও হার মানানো এই ভয়াল মূর্তি দেখে একবার আর্তনাদ করেই সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কং কোন তরফ থেকে কোন বাধা না পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে নিজের কাজে লেগে গেল।

অ্যানকে বেদী থেকে তুলে নেয়ার জন্য সে হাত বাড়াল। রশি তার কাছে কোন বাধাই নয়। একটানে ছিঁড়ে ফেলল রশি। হাতের মুঠোয় তুলে নিল অ্যানকে। অ্যানের ধবধবে সাদা শরীর, ঝলমলে হলুদ চুল, পরনের পোশাক··· অবাক চোখে দেখছে কং। উল্টে পাল্টে দেখল সে আশ্চর্য পুতুলটিকে।

জংলীরা আবার সোল্লাসে চিৎকার শুরু করল। কং ওদিকে ফিরেও তাকাল না। চিৎকার ছাপিয়ে নতুন গলা শোনা গেলেও মনোযোগ দিল না সে। শেষবার সাদা শরীরটাকে একবার দেখে নিয়ে, অ্যানকে বুকের কাছে আলগোছে ধরে ধীর গতিতে পা বাড়াল পাহাড়ের দিকে। গেট খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ কানে গেলেও ফিরে দেখল না কং। ভয়ানক জোরে কে একজন চিৎকার করে উঠল, কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল কী যেন, কং লম্বা লাফ মেরে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের আঁধারে।

দশ

ডেনহ্যাম রেসক্যু বোটের নেতৃত্বে দিয়েছে। দ্বীপে পৌঁছে নাবিকদের নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ঢুকে পড়েছে গ্রামে। তবে প্রকাণ্ড গেট

খুলে তারা ভিতরে ঢুকেছে ড্রিসকলের নেতৃত্বে। কং-এর পিছু ধাওয়া করেছিল ড্রিসকলই। সে-ই একমাত্র পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে অ্যানকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে পালাচ্ছে কং। তার ছোঁড়া গুলিই একটুর জন্যে লাগেনি দানবটার গায়ে। 'আমি ওকে উদ্ধার করতে যাব,' বলল ড্রিসকল।

মাথা নাড়ল ডেনহ্যাম। 'আমরা সবাই যাব, জ্যাক।'

'ঠিক আছে,' ক্রুদের দিকে ফিরল ড্রিসকল। 'আমার জনাবারো লোক লাগবে। কে কে যেতে চাও?'

'আমি যাব,' লাফিয়ে উঠল লাম্পি, তার পেছনে অনেকগুলো হাত উঠে গেল সোল্লাসে।

'তুমি এখানেই থাকো, লাম্পি,' বলল ড্রিসকল। 'এদিকটাতে লক্ষ রাখবে। আমি তোমাকে নেব!' আঙুল দিয়ে এক নাবিককে দেখাল সে। 'আর তুমি! এবং তুমি!...

'বোমা কার কাছে?' প্রশ্ন করল ডেনহ্যাম। 'ওগুলো লাগবে।'

'আমার কাছে,' জবাব দিল জিমি। বিশালদেহী এক লোক হাত বাড়াতে চট করে পিছু হটল সে। 'দরকার নেই। এ বোঝা আগেও যখন বইতে পেরেছি এখনও পারব।'

'স্কিপারকে এখানকার দায়িত্বে রেখে যাই, কী বলেন?' ডেনহ্যামের কাছে অনুমতি চাইল ড্রিসকল।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডেনহ্যাম। ড্রিসকলকে নিয়ে বন্দুক, গোলাবারুদ এবং ফ্ল্যাশ লাইট পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

'সবাই এক লাইন ধরে এগুবে,' হুকুম দিল ড্রিসকল। 'প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকবে তার সামনের জনের উপর। নাউ ফলো মী।'

যাত্রা শুরু হলো। ডেনহ্যামকে সঙ্গে নিয়ে আগে আগে চলল ড্রিসকল। বেদীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দিয়ে পরিমাপ করল পিলারের উচ্চতা। তারপর ফিরল ডেনহ্যামের

দিকে। চোখে অবিশ্বাস।

'আপনি ওটাকে দেখেছেন, না?'

মাথা দোলাল ডেনহ্যাম।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল ড্রিসকল। 'আমি খুব ভালভাবে দেখেছি ওটাকে। পিলারের মাথা ছাড়িয়ে গিয়েছিল দানবটার উচ্চতা। মাটি থেকে কমপক্ষে বিশ ফুট উঁচু হবে ওটা।' শিউরে উঠল ড্রিসকল। 'চলুন। খামোকা সময় নষ্ট করছি।'

বাম দিকে, পাহাড়ের ঢালের ধারে আসতে অন্ধকার ভেদ করে স্রোতের কলকল ছলছল শব্দ ভেসে এল। ডেনহ্যাম মন্তব্য করল, 'এটা নিশ্চয় কোনও পাহাড়ি নদীর স্রোতের শব্দ। সম্ভবত কোনও পাহাড়ের ফাটল দিয়ে গড়িয়ে নেমে মালভূমিতে এসে মিশেছে।' ওরা ঠিক করল স্রোতের শব্দ ধরে এগোবে।

কিছুদূর যেতে একটা ছোট নদী বা জলধারা দেখতে পেল ওরা। নদীর একটা ধারা দেয়ালের দিকে লক্ষ্য করে বইছে, অন্য ধারাটা পাহাড়ের সরু একটি ফাটলের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। প্রাকৃতিক ফাটলটা এমনভাবে বেঁকে গেছে, বেশ খরস্রোত একটা ধারার সৃষ্টি করেছে। তবে নদীটি গভীর বলেই মনে হলো।

'তুমি তো ভালই সাঁতার জানো, জ্যাক,' বলল ডেনহ্যাম। 'এ নদী পার হতে পারবে না?'

মাথা ঝাঁকাল ড্রিসকল। পারবে। সে স্রোতের কিনারায় একটা ট্রেইল দেখতে পেল, ওদিকে মাত্র পা বাড়িয়েছে, থমকে গেল দলের একজনের চিৎকারে।

'পায়ের ছাপ!'

সাথে সাথে ড্রিসকল তার ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল ওদিকে। পায়ের ছাপটা এতই বড় যে মুখ হাঁ হয়ে গেল সবার; ছাপটা ড্রিসকলের সদ্য আবিষ্কৃত ট্রেইলের ঠিক উপরে।

'সামনে বাড়ো,' বলল সে।

অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যায় না। হাঁটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে

কারও গোড়ালি মচকাল, কারও বা হাঁটু কিংবা কনুইর ছাল চামড়া উঠে গেল। একজন পা পিছলে পড়ে গেল খরস্রোতা নদীতে। তীব্র স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অন্তত একশো হাত দূরে। পাথুরে খাঁজ আঁকড়ে ধরে রক্ষা পেল সে শেষ পর্যন্ত।

'আমি আমার বন্দুক কিন্তু হারাইনি,' তাকে জমিনে টেনে তোলার পরে হাঁপাতে হাঁপাতে হাসিমুখে জানাল সে।

পাহাড়ের চুড়োয় উঠে এল ওরা। এদিকে ঘন জঙ্গলের শুরু। বিরাট বিরাট গাছ আর ঝোপঝাড়গুলোকে অন্ধকারে বিকট প্রেতের মত দেখাচ্ছে। নদীটি এদিকে হঠাৎ চওড়া হয়ে আবার গ্রামের উল্টো দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে, যেন উঁচু থেকে আরও উঁচু হয়ে উঠছে ওটা।

'মালভূমির এ ঢাল সম্ভবত ক্রমে উঁচু হয়ে খুলি পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে,' বলল ডেনহ্যাম।

এদিকে ট্রেইলের কোন চিহ্ন নেই, সবাই হতভম্ব হয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্যে।

'চিহ্ন খুঁজে বের করো,' হুকুম করল ড্রিসকল।

'এই যে এখানে একটা ঝোপ উপড়ে আছে,' বলল এক নাবিক। 'দেখে মনে হচ্ছে বিরাট কিছু একটা চলে গেছে এর উপর দিয়ে।'

ঝোপটা তছনছ হয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় খানিক আগেই ভেঙেছে এটা।

'আরে, এই তো আবার সেই পায়ের ছাপ।' উল্লাসে চেঁচাল আরেকজন। ভাঙা ঝোপের পেছনেই টাটকা পায়ের ছাপ। উজানের দিকে চলে গেছে। দলটাকে দ্রুত চলার নির্দেশ দিল ড্রিসকল।

'পাখি ডাকছে,' কিছুক্ষণ পরে বলল ডেনহ্যাম। 'শুনতে পাচ্ছ? একসঙ্গে অনেকগুলো পাখি ডাকছে।'

সত্যি তাই। প্রকৃতির নীরবতা ভেঙে গেল পাখির ডাকে।

'ভোর হতে আর বেশি দেরী নেই,' খুশী ডেনহ্যাম। 'এখন একটু বিশ্রাম নেয়া যাক, জ্যাক।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ড্রিসকল। 'এখন বরং আরও দ্রুত ছুটতে হবে।'

পাখি ডাকছে বটে তবে আঁধার কাটেনি মোটেই। কালিগোলা অন্ধকারের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলেছে দলটা। তারপর, আস্তে আস্তে, দূরে ছায়া ফুটে উঠতে দেখল ওরা। ট্রেইলটা ক্রমে পরিষ্কার হতে লাগল। অবশেষে ধীর গতিতে আঁধারের জায়গা করে নিতে লাগল আলো।

ভোর হবার সাথে সাথে দলটার মধ্যে বেড়ে গেল প্রাণ-চাঞ্চল্য। কারণ দানবীয় আরেকটা পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে তারা।

'ব্যাটার পায়ের সাইজ দেখেছ!' এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে বোমার বাক্সটি স্থানান্তর করল বিস্মিত জিমি। 'এ ব্যাটা ঘরের মতই বড়।'

'কং এদিক দিয়েই গেছে,' ডেনহ্যাম বলল ড্রিসকলকে।

'আমরাও এ পথেই ওর পিছু নেব।' বলল ড্রিসকল।

'বন্দুক রেডি রাখো,' দলের লোকদেরকে মনে করিয়ে দিল ডেনহ্যাম।

'তা আর বলতে হবে না,' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল জিমি।

জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ ফাঁকা একটা জায়গায় চলে এল ওরা। গাছের ডালের বাড়ি আর কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দলটা ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। এখন পুরোপুরি সকাল। গাছ, ঝোপঝাড় আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঘাসগুলোকে শুধু ঘিরে রেখেছে কুয়াশার পাতলা একটি আবরণ।

আরেকটি পায়ের ছাপ দেখতে পেল ওরা চলার পথে। যেদিকে এগুচ্ছে ছাপটা সেই রাস্তা বরাবর।

ডেনহ্যামের সতর্ক চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল

ড্রিসকল। ডেনহ্যাম হাত বাড়িয়ে কী যেন দেখাচ্ছে। তার পেছনে নাবিকের দল আঁতকে উঠল সমস্বরে।

'কং!' চেঁচিয়ে উঠল কেউ। কিন্তু ওটা কং নয়।

জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে প্রকাণ্ড এক প্রাণী, অদ্ভুত এবং বিকটদর্শন। কয়েকটা হাতির সমান জন্তুটার লেজ কুমিরের মত, একসার কাঁটা ঘাড়ের কাছ থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত বসানো। গায়ে ঘন, মোটা আঁশ, লম্বা, দুলতে থাকা ঘাড়ের ডগায় ছোট একটা মাথা। বিরাট থামের মত পেছনের পায়ে ভর দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে। লম্বা ঘাড়ের ঠিক মাথায় উঁচু হয়ে আছে সামনের পা জোড়া। অবশ্য থাবা বললেই মানায়।

মুখ হাঁ করে আজব জানোয়ারটার দিকে তাকিয়ে আছে নাবিকরা। ডেনহ্যাম আর ড্রিসকলের আত্মা উড়ে গেছে দ্বীপে এমন প্রাণীও আছে ভেবে।

'জিমি,' চেঁচাল ডেনহ্যাম। 'বোমা কই?'

জানোয়ারটা ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতে একটা বোমা হাতে নিল সে।

'আমি বোমা ছোঁড়া মাত্র,' জোর গলায় বলল ডেনহ্যাম, 'সবাই মাটিতে মুখ চেপে শুয়ে পড়বে।'

জঙ্গলের কিনারায় দাঁড়িয়ে নাকের পাটা ফোলাল জানোয়ারটা, তারপর নাক ঝাড়ার মত বিদঘুটে একটা শব্দ করল। বোটকা একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল খোলা জায়গাটিতে। তারপর বিকট গর্জন করে তেড়ে ফুঁড়ে ছুটে আসতে লাগল ওদের দিকে।

প্রাণভয়ে ছুট দিল নাবিকেরা, কাঁধের বোঝার কারণে অন্যদের চেয়ে মন্থর গতি জিমির। তবে ডেনহ্যাম ও ড্রিসকল জায়গা ছেড়ে নড়ল না। ড্রিসকল রাইফেল দিয়ে পরপর দু'বার গুলি করল বিকট জন্তুটার মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু ওটার গতি রোধ হলো না। ডেনহ্যাম ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল জন্তুটার আরও কাছে আসার

অপেক্ষায়।

'মাটিতে লাফ দিয়ে পড়ার সময়,' অচঞ্চল গলা তার, 'আমার কাছাকাছি থেকো। আমি মুখ না তোলা পর্যন্ত মাথা তুলবে না।' তারপর বোমাটা ছুঁড়ল সে।

বোমাটা আছড়ে পড়ল জন্তুটার ঠিক পায়ের সামনে। পরক্ষণে বিস্ফোরণ ঘটল। ঘন, নীল ধোঁয়ায় ঢেকে গেল জানোয়ারের শরীর।

'ডাউন!' চিৎকার দিয়েই মাটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেনহ্যাম। ড্রিসকল একই সাথে ডাইভ দিল জমিন লক্ষ্য করে, ডেনহ্যাম তার ফার্স্টমেটের মুখ সজোরে চেপে ধরে থাকল মাটিতে।

মাটির স্যাঁতসেঁতে, কটু গন্ধ ঢুকে গেল ড্রিসকলের ফুসফুসে, ঠোঁটে স্পর্শ পেল গাছের শিকড়ের রসের। তার সামনের মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল কিছু একটা পতনের চোটে। মুখ তুলে দেখতে চাইল ড্রিসকল, ডেনহ্যাম হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখল মাথা। অবশেষে বন্ধনমুক্ত হলো মাথা, কাঁধে টোকা অনুভব করল সে।

সিধে হলো ড্রিসকল। সরে গেছে ধোঁয়া। ওর ঠিক সামনে পড়ে আছে জন্তুটার মাথা। মাথার পেছনে প্রকাণ্ড ধড়টাকে বিরাট ঢিবির মত লাগল। চোখ বড় বড় করে লাশটার দিকে তাকিয়ে থাকল ড্রিসকল।

'গুড লর্ড!' ফিসফিস করল ও। 'বোমা খাওয়ার পরেও ওটা পঞ্চাশ ফুট জায়গা পার হয়ে এসেছে।'

'তবে ওটাকে আমি থামিয়ে দিয়েছি,' উল্লাস ডেনহ্যামের কণ্ঠে। 'তোমাকে আমি বলিনি ওই বোমাগুলো যে কাউকে থামিয়ে দিতে পারে?'

'ওটা মারা গেছে?'

'না,' বলল ডেনহ্যাম। 'তবে মরবে এখুনি।' সে বন্দুক নিয়ে

পা বাড়াল। জানোয়ারটার বুক লক্ষ্য করে পরপর দু'বার গুলি করল। প্রকাণ্ড শরীরটা তীব্র আক্ষেপে বার কয়েক মোচড় খেল তারপর স্থির হয়ে গেল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তৃতীয় গুলিটা সরীসৃপের মাথায় ঢুকিয়ে দিল ডেনহ্যাম।

ড্রিসকলের কাছে ফিরে এল সে। ভীত নাবিকরাও একে একে চলে এসেছে।

'প্রাগৈতিহাসিক জীবন! বিস্মিত গলায় বলল ডেনহ্যাম। 'জ্যাক! অ্যান গতরাতে ঠিকই বলেছিল কং. আসলে প্রাগৈতিহাসিক কোন জীবই হবে। ঈশ্বর জানেন এ ধরনের হিংস্র জানোয়ার এ অঞ্চলে আরও আছে কিনা। তবে থাকাটাই স্বাভাবিক। কাজেই সাবধান!'

আবার দলটাকে নিয়ে এগিয়ে চলল ড্রিসকল। দিনের আলোয় দানবের পায়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সহজ হচ্ছিল। এখনও নদীর ধারে ছাপগুলো দেখা যাচ্ছে। তবে জমিন ক্রমে ঢালু হয়ে উঠছে।

'এদিকে কুয়াশা খুব ঘন,' নালিশের সুরে বলল জিমি।

'ঘন!' বলল ডেনহ্যাম। 'ওইদিকে দ্যাখো!'

ওদের সামনে একটা গুহা। নদী বয়ে চলেছে গুহা বা ফাঁপা জায়গাটার মাঝ দিয়ে। গুহার গভীরে ভোরের কুয়াশা প্রায় মেঘের আকার ধারণ করেছে। কুয়াশার মেঘের মাঝ দিয়ে ভেসে আসছে ছপাৎ ছপাৎ শব্দ।

'কং নাকি?' জিজ্ঞেস করল ডেনহ্যাম।

'দেখতে হবে,' বলেই ছুট দিল ড্রিসকল।

এক দৌড়ে নদীর কিনারায় চলে এল সে। হাঁপাচ্ছে। ওর পায়ের ধারে টাটকা পায়ের ছাপ। দেখেই বোঝা যায় পায়ের মালিক মাত্র চলে গেছে এখান থেকে।

'ওই দিকে গেছে ও,' হাত তুলে গুহা মুখটা দেখাল। নদী ওখানে ছোটখাট একটা হ্রদের সৃষ্টি করেছে। 'আমাদের সাঁতার কাটতে হবে।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' মাথা নাড়ল ডেনহ্যাম। 'বন্দুক আর বোমা

নিয়ে সাঁতার কাটা যাবে না।'

'আরেক উপায় আছে,' বলল ড্রিসকল। নদী তীরে এক জোড়া কাঠের গুঁড়ি দেখতে পেয়েছে। 'ভেলা বানিয়ে হ্রদ পার হব।'

'তা করা যায়।' সায় দিল ডেনহ্যাম।

'ঠিক আছে, ছেলেরা,' বলল ড্রিসকল। 'আমরা হ্রদ পার হব। ভেলায় চড়ে।'

নাবিকরা মাথা ঝাঁকাল। কাঠের গুঁড়ি আর লতা দিয়ে রশি পাকিয়ে ভেলা বানাবে। ওরা কাজে লেগে যাচ্ছিল, হাত ইশারায় থামতে বলল ড্রিসকল।

'একটা কথা তোমাদের ভাল করে জানা উচিত। আমরা অজানা এক বিপদের পথে পা বাড়াচ্ছি। জানি না প্রাণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত কেউ জাহাজে ফিরতে পারব কিনা। এখনও সময় আছে। তোমরা কেউ চলে যেতে চাইলে যেতে পার।'

কিন্তু একজন নাবিকও জায়গা ছেড়ে নড়ল না। শেষে জিমি বলল, 'এই সৃষ্টিছাড়া প্রাণীগুলোকে ভয়ের কথা বলছেন তো? এদের সঙ্গে যাতে মুখোমুখি হতে না হয় সে জন্যে জাহাজে ফিরে যেতে বলছেন, না?'

মাথা দোলাল ড্রিসকল।

'বেশ!' স্নেহ ভরা চোখে বোমার বাক্সে দৃষ্টি বুলাল জিমি। 'ওরাও তো আমাদের মুখোমুখি হয়নি। কাজেই চান্স ফিফটি-ফিফটি। না, সার, আমরা কেউ জাহাজে ফিরছি না। আপনাদের সঙ্গেই থাকছি।'

এগারো

প্রাণপণে কাজ করে চলেছে সবাই। ড্রিসকল ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তৎপর। একটি সেকেন্ডও নষ্ট করতে রাজি নয়। কং অ্যানকে তার বিশাল থাবায় পুরে নিয়ে যাবার দৃশ্যটি বারবার মনে পড়ছে। আরেকটি কারণও আছে অবশ্য। এ ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী ভাবছে ডেনহ্যাম, ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ খুঁজছে। ডেনহ্যামের মত মানুষ সকরুণ মুখে তার কাছে ক্ষমা চাইছে, একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, ব্যাপারটা সহ্য করতে পারবে না বলে ঘাড় গুঁজে কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকছে ড্রিসকল।

বেশ দ্রুত তৈরি হয়ে গেল ভেলা। আঙ্গুর লতা পাওয়া গিয়েছিল প্রচুর, গাছের ডাল ভেঙে, গুঁড়ি লতার বাঁধনে বেঁধে ভেলা বানাতে তাই সমস্যা হয়নি।

'হ্রদ কতটা গভীর হবে বলে আপনার ধারণা?' জিজ্ঞেস করল ড্রিসকল।

'পনেরো ফুটের বেশি গভীর হবে বলে মনে হয় না,' অনুমান করল ডেনহ্যাম। 'তবে আমাদের বৈঠা বাইতে হবে।'

এখনও কুয়াশার পর্দা চারদিকে, নাবিকরা সাবধানে ভেলায় চড়ল। প্রত্যেকে রাইফেলের ডগায় গাছের ডাল বেঁধে নিয়েছে। প্রয়োজনে লগি কিংবা বৈঠা হিসেবে ব্যবহার করবে। শেষ লোকটিকে জায়গার অভাবে ভেলার শেষ মাথায় গিয়ে বসতে হলো।

'বন্দুকে যেন পানি না ঢোকে,' সাবধান করে দিল ডেনহ্যাম।

'ঠিক আছে,' সবার হয়ে জবাব দিল জিমি।

'বোমার দিকে নজর রেখো, জিমি।'

'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'ঠিক আছে। এবার যাত্রা শুরু করো।'

ভেলা ভেসে পড়ল হ্রদে একটা ঝাঁকি খেয়ে। ভেলার পেছনে গাদাগাদি করে বসা লোকগুলো ধাক্কার চোটে আরেকটু হলে জলে পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিল হাতের লগি দিয়ে। সাবধানে লগি ঠেলে ঠেলে এগোতে লাগল ভেলার আরোহীরা। হঠাৎ শীতল নীরবতা নেমে এসেছে সবার মাঝে। ঘন কুয়াশা আর অ্যানের কথা ভাবছে সবাই। ভেলা টেনে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, ফলে গতি মন্থর।

'সবাই ভারসাম্য রক্ষা করে বসো,' সতর্ক করল ডেনহ্যাম। 'ভেলা যেন না দোলে।'

ভেলার একটা পাশ হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠল।

'সবাই ভেলার মাঝখানে এসে বসো,' নির্দেশ দিল ড্রিসকল।

সবাই ভেলার মাঝামাঝি জায়গায় চলে এল ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে। ডেনহ্যাম হাতের লগি দিয়ে হ্রদের তল খুঁজছে, কিন্তু মিলছে না। বেশ গভীর হ্রদ। লগিগুলোকে এখন বৈঠা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে বিপদ আরও বেড়ে গেল। ভয়ানক দুলতে শুরু করেছে ভেলা।

'ওদিকে আগাছা দেখতে পাচ্ছি আমি,' বলল ড্রিসকল। 'ওখানে হয়তো তল খুঁজে পাব। কিন্তু কী ওটা?'

ভেলার পেছন দিকটা হঠাৎ কীসের সঙ্গে ঘষা খেল। ডুবো পাহাড়? নাকি জলে ডুবে থাকা গাছের গুঁড়ির মাথা?

'ক্রাইস্ট!' আঁতকে উঠল জিমি।

গুরুগম্ভীর একটা গর্জন ভেসে এল ভেলার পেছন থেকে, তারপর আঁশ ভরা প্রকাণ্ড মাথা আর বিরাট একটা শরীরের কিছু

অংশ নিয়ে ভুস করে একটা প্রাণী ভেসে উঠল জল থেকে।

'ডাইনোসর!' চেঁচাল ডেনহ্যাম। 'সর্বনাশ! আমরা ডাইনোসরের পাল্লায় পড়েছি!' তার কণ্ঠে আতঙ্ক ও আবিষ্কারের উত্তেজনা।

প্রকাণ্ড দানবের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল সবাই। পাগলের মত বৈঠা বাইতে লাগল। অগভীর পানিতে অপ্রত্যাশিতভাবে চলে এল তারা, লগি দিয়ে ঠেলে চলল ভেলা। হঠাৎ একদিকে কাত হয়ে গেল ভেলা, গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল একজন। ভাগ্য ভাল আঙ্গুর লতার রশি ধরে ফেলেছিল সে, তাকে টেনে তোলা হলো ভেলায়।

বিশাল মাথাটা আবার ভেসে উঠল জলে, ডাইভ দিল। চওড়া আঁশঅলা পিঠ দেখা গেল একঝলক; পরমুহূর্তে জলের নীচে অদৃশ্য।

'ভেলা টানো!' দ্রুত গলায় নির্দেশ দিল ডেনহ্যাম। 'ওটা আমাদের ভেলার নীচে আসতে চাইছে। জলদি লগি ঠেলো। আমরা প্রায় তীরে পৌঁছে গেছি।'

প্রাণপণে লগি ঠেলতে লাগল নাবিকের দল। কিন্তু সৃষ্টি ছাড়া জীবটার গতি ওদের চেয়ে অনেক দ্রুত। জলের নীচে বিরাট ছায়া নিয়ে এগিয়ে এল ওটা, তীর থেকে ওরা এখনও খানিকটা দূরে, এমন সময় তল থেকে ভয়াবহ এক ধাক্কা খেল ভেলা।

'বোমা!' চিৎকার করে উঠল ডেনহ্যাম। 'জিমি বোমাগুলোকে রক্ষা করো!'

আর বোমা! ভয়ঙ্কর দানবের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে কিনা জিমি তাই সন্দেহ, বোমা দূরে থাক। ডেনহ্যাম হাতের রাইফেল ফেলে দিয়ে বোমার বাক্স আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। প্রচণ্ড ধাক্কায় সবাই ছিটকে পড়েছে জলে। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ভেলা। ভেলার পেছনে দাঁড়িয়ে যে লোকটা লগি ঠেলছিল সে জলের নীচে তলিয়ে গেছে। আর দেখা গেল না। সম্ভবত ডাইনোসর গিলে খেয়েছে তাকে। অন্যরা পড়িমরি করে ছুটল তীর লক্ষ্য করে। সাঁতারের রেসের গতিতে এগোল ড্রিসকল। তার পেছনে দক্ষ সাঁতারু ডেনহ্যাম। তার

সামান্য বামে জিমি। তবে কাঁধে লোহার বাক্সটি নেই।

জলের উপরে অর্ধেক শরীর জাগিয়ে রেখে ভাঙা ভেলার টুকরোগুলোর মাঝে এখনও সাঁতার কাটছে ডাইনোসর। কুয়াশার পর্দা, প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ভেলার দফারফা, শিলা বৃষ্টির মত ভাঙা টুকরোর হ্রদে ছিটকে পড়া, সব মিলে বেদিশা করে ফেলেছে ওটাকে। আর দানবের এই অবস্থার সুযোগে সবাই তীরে ওঠার মওকা পেল। তবে দূর থেকে লোকগুলোর হাঁচড়েপাঁচড়ে তীরে ওঠার দৃশ্য নজর এড়াল না ডাইনোসরের। তার মাথাটা হঠাৎই যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। বিরাট চোয়াল হাঁ করে, হাতির মত পা ফেলে তেড়ে এল সে।

সবার আগে ড্রিসকল উঠে পড়ল তীরে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ডেনহ্যাম, জিমিসহ আরও কয়েকজন নাবিককে। তারপর জান বাজি রেখে ছুটল। অল্পের জন্যে রক্ষা পেল মূর্তিমান বিভীষিকার কবল থেকে।

জমিন এদিকে ক্রমে খাড়া হয়ে উঠেছে। কুয়াশাও অদৃশ্য। ছুটতে ছুটতে একটা উঁচু, সরু চুড়োয় উঠে এল ওরা। চুড়োর পেছনে জমিন নিচু ঢালের আকার নিয়ে মিশে গেছে শুকনো চওড়া একটি জলার সাথে। জলার মাটি নরম, কালচে তবে কোথাও কোথাও সূর্যতাপে শক্ত হয়ে ফেটে গেছে সারফেস। ভুরু কুঁচকে মাটি পরীক্ষা করল ডেনহ্যাম। বলল, 'অ্যাসফল্ট! এটা অ্যাসফল্টের জলা। প্রাগৈতিহাসিক আমলের এক চোরাবালি। কত হাজার লাশ যে এ চোরাবালির পেটে রয়েছে কে জানে! জ্যাক এ জলা পার হতে চাইলে খুব সাবধান!'

মাথা ঝাঁকাল ড্রিসকল। ঘুরল। চেঁচিয়ে জলার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিল তার লোকদের।

পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে আরও খানিকটা উপরে উঠে এল ড্রিসকল। পেছন ফিরে দেখল। খাড়া ঢাল ঢেকে রেখেছে কুয়াশার নিশ্চল, ভারী পর্দা। সাদা, পাতলা ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে চুড়ো লক্ষ্য

করে ছুটে আসছে দলের লোকজন। ড্রিসকল তার সঙ্গের এবং এখনও দূরে পড়ে থাকা সঙ্গীদের সংখ্যা গুণতে শুরু করেছে এমন সময় বাধা পেল ডেনহ্যামের চিৎকারে, 'ওই দ্যাখো!'

তাকাল ড্রিসকল। কিছুক্ষণ আগে পার হয়ে আসা উপত্যকার দূর প্রান্তের দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে ডেনহ্যাম। একটা লোক, এত দূর থেকে আকারে ছোটই লাগল, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে গাছ-গাছালির দিকে। দলের শেষ লোকটা ও। নিশ্চয় পথ ভুল করেছে। লম্বা মাথা, প্রকাণ্ড এক দানব ধাওয়া করেছে তাকে। সেই ডাইনোসরটা।

'দাঁড়াও!' ড্রিসকলকে এগোতে দেখে গর্জে উঠল ডেনহ্যাম। ওই লোকটার কাছে পৌঁছুবার সময় পাবে না কেউ, ব্যাখ্যা করল সে। দলের লোকরা ঘিরে দাঁড়াল তাকে। প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত সবাই।

ক্ষুদ্রকায় লোকটা একটা গাছের নীচে এসে পড়ল, মরিয়া হয়ে লাফ দিয়ে ধরে ফেলল নীচের দিকের একটা ডাল। ডাইনোসর বিকট মুখ হাঁ করে তার শিকার ধরার চেষ্টা করল।

'কারও কাছে একটা বন্দুকও নেই?' ক্ষেপা গলায় জানতে চাইল ডেনহ্যাম।

'সব এখন নদীর তলায়,' বিড়বিড় করল ড্রিসকল।

'বোমা পেলেও লোকটাকে বাঁচানো যেত,' আর্তনাদ করল এক নাবিক।

'বোমার বাক্স আমি ফেলে দিয়েছি,' তোতলাতে লাগল জিমি। 'ন-নইলে নিজেই ডুবে মরতাম।'

'অত্যন্ত গর্দভের মত কাজ করেছ,' ভর্ৎসনা করল ডেনহ্যাম। 'দু'একটা বোমা অন্তত রক্ষা করা উচিত ছিল।'

'আপনিও তো আপনার বন্দুক খুইয়েছেন।'

'খোয়াতে চাইনি,' তেতো হাসি ডেনহ্যামের মুখে। 'কিন্তু খোয়াতে বাধ্য হয়েছি।'

ওদের কাছে ছুরি ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই।

উপত্যকা ধরে চলতে শুরু করল দলটা। কুয়াশার আড়াল থেকে ডাইনোসরের ভয়ঙ্কর চেহারা আর গাছে ঝুলতে থাকা হতভাগ্য নাবিককে দেখা গেল এক ঝলক। পরমুহূর্তে অমানুষিক একটা চিৎকার ভেসে এল। সবাই বুঝতে পারল শিকারী ধরে ফেলেছে তার শিকার। আতঙ্কে শিউরে উঠল সকলে। ছোট্ট দলটা পরস্পরের কাছে ঘন হয়ে এল। এক নাবিক হঠাৎ বমি শুরু করে দিল। আরেকজন তার উপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠতেই হাত তুলে তাকে বাধা দিল ডেনহ্যাম।

'আমরা বিরতি নেব না। চলতে থাকব,' বলল সে। পেছন ফিরে অ্যাসফল্টের জলা দেখল কয়েক মুহূর্ত, যেন এটার বিপজ্জনক দিকগুলো যাচাই করছে। তারপর নির্দেশ দিল, 'তোমরা একসঙ্গে হাঁটবে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলবে। আর লক্ষ রাখবে পায়ের চিহ্ন দেখতে পাও কিনা।'

ডেনহ্যাম বুঝতে পারছে ভয়ঙ্কর এক জগতে এসে পড়েছে তারা। এ যেন সভ্য পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ আলাদা এক জগৎ, আলাদা সময়। ঈশ্বর জানেন অ্যানকে উদ্ধার করতে গিয়ে আরও কতজনকে এভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে। এটা স্রেফ কল্পনা বলে ভাবতে ইচ্ছে করল তার। কিন্তু নাবিকদের চিৎকার-চেঁচামেচি তাকে মনে করিয়ে দিল এ সম্পূর্ণ বাস্তব।

যে পশু-দেবতার খোঁজে তারা বেরিয়েছে তাকে দেখা গেল অ্যাসফল্টের মাঠের মাঝখান দিয়ে আসছে। এ রোমশ দানবের সঙ্গে কিছুর তুলনা চলে না। সযত্নে মুঠোয় চেপে রেখেছে সে অ্যানকে। তার আদিম মস্তিষ্ক এই আশ্চর্য সম্পদকে যেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে, ডেনহ্যাম অবাক না হয়ে পারল না। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোন নারী কোলে তুলে আদর করছে তার সন্তানকে, অ্যানকে ঠিক সেভাবে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে কং। হঠাৎ চমকে উঠল দর্শকরা। কং-এর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কিম্ভূতদর্শন একজোড়া জন্তু। খুলি দ্বীপের প্রাগৈতিহাসিক সময়ের

আরেক জ্যান্ত নিদর্শন। বিশালদেহী, চারপেয়ে জানোয়ারগুলোর ঘাড় ভীষণ মোটা আর খাটো, প্রকাণ্ড মুখের সামনে তিনটে করে শিং। শিংগুলো ছুঁচালো এবং ধারাল। কংকে দেখে অস্থির এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মাথার অস্ত্রগুলো নাড়াল দুই দানব।

কং ও তার শত্রুপক্ষ নিজেদেরকে নিয়ে এতই ব্যস্ত যে চুড়োর দর্শকদের উপস্থিতি লক্ষই করেনি।

'শুয়ে পড়ো!' হুকুম করল ড্রিসকল। 'শুয়ে পড়ো জলদি!' ঝোপের আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সবাই।

'ইস, বোমাগুলো যদি এখন থাকত!' গুঙিয়ে উঠল ডেনহ্যাম।

'ওগুলো কী জন্তু?' জানতে চাইল ড্রিসকল।

'ট্রাই-' স্মৃতিতে শব্দটা হাতড়াল ডেনহ্যাম। মনে পড়তে উজ্জ্বল দেখাল চেহারা। 'হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ওরা ট্রাইসেরোটপ। ডাইনোসর জাতীয় প্রাণী। সামনের পাগুলো খুবই শক্তিশালী। মাথার শিং-এর জন্য অমন নাম ওদের।'

ডাইনোসরদুটো কং-এর কাছাকাছি চলে এসেছে। জলার মাঝখানে, শুকনো একটা টিলার উপর উঠে পড়েছে কং। ট্রাইসেরোটপদের নাগালের বাইরে, টিলার অনেকটা দূরে সযত্নে শুইয়ে রেখেছে সে অ্যানকে। যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই কং-এর। কারণ তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে দুই প্রাগৈতিহাসিক দানব। টিলার কিনারে চলে এসেছে তারা। রাগে ধকধক করে জ্বলছে কং-এর চোখ। শক্ত অ্যাসফল্টের বিরাট স্ল্যাব তুলে নিল সে দু'হাতে, হুংকার ছেড়ে ছুঁড়ে মারল ওটা ট্রাইসেরোটপদের ছুঁচালো মাথা লক্ষ্য করে।

'এ আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না,' বলল ডেনহ্যাম। 'গায়ে কী শক্তি জানোয়ারটার! অবলীলায় অতবড় পাথরটা তুলে নিল!'

কং-এর অমানুষিক শক্তি শুধু ডেনহ্যাম নয়, বিস্মিত করে তুলেছে দলের অন্যান্য সদস্যদেরকেও। মিসাইলের মত ছুটে

আসা পাথর খণ্ড নিখুঁতভাবে আঘাত হেনেছে তার টার্গেটে। এক ট্রাইসেরোটপের মাথার শিং ভেঙে গেল। তীব্র ব্যথায় ঝাঁকি খেল দানব, দ্বিগুণ উৎসাহে আবার হামলা চালাল কং। দ্বিতীয় জানোয়ারটা রণেভঙ্গ দিয়ে চুড়োর দিকে টলতে টলতে ছুটল। প্রথমটারও পিঠটান দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল, আরেকটা মিসাইল তার মাথায় আছড়ে পড়তে ধপাশ করে পড়ে গেল মাটিতে। বিজয় উল্লাসে গর্জন ছাড়ল কং, দমাদম পিটতে লাগল বুক।

'এখান থেকে ভাগতে হবে,' বলল ড্রিসকল। 'ঝোপের আড়াল রেখে হামাগুড়ি দিয়ে এগোও সবাই।'

হাতের ডান দিকে, মাটির উপরে প্রায় ঝুলে থাকা কতগুলো গাছের ফাঁক দিয়ে একটা সরু, নগ্ন গিরিখাতের পাথুরে কিনারা দেখা গেল। মনে হলো গিরিখাতের উপরে একটা কাঠের গুঁড়ি পড়ে আছে। ওদিকে এগোবার ইশারা করল ড্রিসকল।

গাছের গুঁড়িটা সাঁকোর কাজ দিচ্ছে। ওদিকে যাবার কারণ শুধু নিরাপত্তা নয়, কং-এর পিছু নেয়ার জন্যেও। কারণ বিজয় হুংকার ছাড়তে ছাড়তে সামনে পা বাড়িয়েছে সে অ্যানকে হাতের মুঠোয় পুরে। তাকে কোনাকুনি ভঙ্গিতে এগোতে দেখে ড্রিসকল ধারণা করল কং গিরিখাতের ওদিকটাতেই যাচ্ছে। এখন ওরাও গিরিখাতের দিকে গেলে কংকে অনুসরণ করতে সুবিধে হবে।

ওরা প্রথমে ভেবেছিল পালিয়ে আসা ট্রাইসেরোটপটা ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। এখনও বেশ কিছুটা দূরে আছে ওটা। কং-এর মিসাইলের আঘাতে ভালমতই আহত হয়েছে সে।

'মাথা নিচু করে থাকো!' ড্রিসকলের নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করল ডেনহ্যাম। 'ও যেন দেখতে না পায়!'

মাটির উপর মাথা নুইয়ে রাখা গাছগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা।

এমন সময়, কোন কারণ ছাড়াই ডানদিকে ঝট করে ঘুরে গেল ট্রাইসেরোটপ, তারপর শরীর টানতে টানতে এগোল ওদের

দিকে। জন্তুটা দেখে ফেলার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল দলটার মধ্যে। লাফিয়ে উঠে দিল ছুট। ডাইনোসরের মত ট্রাইসেরোটপের চোখে পড়ে গেল দৌড়ে পিছিয়ে থাকা মানুষটা। দানব তাকে ধাওয়া করেছে কিনা দেখার জন্যে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল সে, প্রচণ্ড বাড়ি খেল নিচু একটা ডালে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ছোট একটা গাছের আড়াল নিতে গেল। তার আগেই পাঁচটনি ট্রাকের মত হাঁ হাঁ করে ছুটে আসা ট্রাইসেরোটপ প্রবল ধাক্কা মারল গাছে। শেকড়সুদ্ধ উপড়ে গেল গাছ, লোকটাকে চাপা দিল। অন্যরা বিস্ফারিত চোখে দেখল জানোয়ারটা চার পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, খুঁজছে তার শিকার, তারপর দেখতে পেয়ে মাথার মাঝখানের লম্বা শিংটা দিয়ে এক গুঁতোয় মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলল শরীর।

বারো

হোঁচট খেতে খেতে গিরিখাত অভিমুখে এগোচ্ছে অভিযাত্রীরা। নিজেদেরকে অসম্ভব বিধ্বস্ত লাগছে। যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে শুরু করেছিল যাত্রা, সেই উদ্যমের ছিটেফোঁটাও এখন আর অবশিষ্ট নেই ওদের মধ্যে। যাত্রা শুরুর আগে কেউ কল্পনাও করেনি এরকম ভয়ঙ্কর সব বিপদে পড়তে হবে। দারুণ অসহায়ও লাগছে। নাবিকদের কেউই ভীতু নয়। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাহাড়ের মত বিশাল আর প্রচণ্ড শক্তিশালী এই দানবদের সাথে খালি হাতে লড়াই করার কথা ভাবাই যায়

না। দুঃস্বপ্নের এই দ্বীপে নরকের পিশাচের মত জানোয়ারদের বিরুদ্ধে তাদেব বুদ্ধি আর সাহস কোন কাজেই আসছে না। ছুরি দিয়ে লড়াই? প্রশ্নই ওঠে না। রাইফেল আর বোমা পানির তলায় ডোবার সাথে সাথে নাবিকদের সকল আশা-ভরসাও ফুরিয়েছে। হাতে অস্ত্র থাকলে তারা কিছু একটা করতে পারত। নিরস্ত্র মানুষগুলো এখন সেই ফাঁদে পড়া ট্রাইসেরোটপ আর হতভাগ্য সঙ্গীর মতই অসহায়। কেউ, এমনকী জিমির মত সর্বদা হাসিখুশি মানুষটাও তাদের চান্স 'ফিফটি-ফিফটি' বলার সাহস হারিয়েছে।

কপালে আরও কত দুর্ভোগ আছে জানে না কেউ। প্রায় সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে শুধু ড্রিসকল আর ডেনহ্যাম ছাড়া। দ্রুত, প্রায় দৌড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে ডেনহ্যামের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। এভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় অ্যানকে উদ্ধারের প্রশ্নই আসে না। কংকে কজা করতে হলে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ দরকার। এজন্য ফিরে যেতে হবে ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্নের কাছে, অবশ্য যদি ফেরা যায়। গ্যাস বোমা, রাইফেল ইত্যাদি নিয়ে আসতে হবে। তবে কংকে অনুসরণ করার জন্যে এখানে কাউকে না কাউকে থাকতেই হবে। অন্যেরা নিয়ে আসবে অস্ত্র। তা হলে হয়তো অ্যানকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

পেছন থেকে হঠাৎ গাছপালা ভাঙার শব্দ হলো।

'ওই তিন শিংঅলা শয়তানটা আমাদের পিছু নিয়েছে, সার,' ভয়ে আর্তনাদ করল এক নাবিক।

'দাঁড়াও, জ্যাক,' ড্রিসকল মাত্র কাঠের গুঁড়ির সাঁকোতে পা রেখেছে, এমন সময় বলে উঠল ডেনহ্যাম। 'ট্রাইসেরোটপটা এতদূর আসতে পারবে বলে মনে হয় না। যে রকম আহত হয়েছে ব্যাটা! তোমার সাথে আমার জরুরী কথা আছে।' সে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল ড্রিসকলকে।

'ঠিক!' সায় দিল ড্রিসকল। 'আমি বরং এখানে থাকি। আপনি

লোকজন নিয়ে গ্রামে ফিরে যান। অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে আসুন।'

'তা হলে তুমি গিরিখাতের ওপারে চলে যাও,' বলল ডেনহ্যাম। 'একান্ত দরকার না হলে আমরা যাচ্ছি না। যে পথে এসেছি সে পথেই ফিরে যাব গাঁয়ে।'

ড্রিসকল সাঁকো বাইতে শুরু করল। ডেনহ্যাম গিরিখাতের নীচে তাকাল। খুব গভীর গিরিখাতটা, তলায় থকথকে কাদা। বোটকা একটা গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। গিরিখাতের খাড়া দেয়াল বা ঢালে অসংখ্য সরু গুহা আর খাঁজ। গিরিখাত থেকে চোখ তুলে আবার ড্রিসকলের দিকে তাকাল ডেনহ্যাম। ওকে নির্বিঘ্নে সাঁকো পার হতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

'গুড বয়!' হাঁক ছাড়ল ডেনহ্যাম। 'ভাগ্যিস সাঁকো পার হবার সময় পা পিছলে যায়নি। নীচে একবার তাকিয়ে দ্যাখো! বিশ্রী দ্বীপটার যত পচা আর বীভৎস জিনিসের জন্মস্থান ওখানে।'

ডেনহ্যামের দৃষ্টি অনুসরণ করে গিরিখাতের তলায় তাকাতেই গা ঘিনঘিন করে উঠল ড্রিসকলের। সত্যি, বীভৎস দৃশ্য!

গিরিখাতের নীচে পানি নেই বললেই চলে। থাকলেও দেখা যাচ্ছিল না কুৎসিত আর কদাকার প্রাণীগুলোর জন্যে। কিলবিল করছে। কাছিমের মত শরীর আর অনেকগুলো পা নিয়ে একটা মাকড়সা বেরিয়ে এল একটি গুহা থেকে। গিরিখাতের উপরের দর্শকদের সে দেখতে পায়নি তবে তাদের মনে হলো মাকড়সাটা অশুভ দৃষ্টিতে, কটমট করে তাকিয়ে আছে। সূর্যালোকিত পাথুরে একটা তাকের উপর রোদ পোহাচ্ছে প্রকাণ্ড এক গিরগিটি। মাকড়সাটা ওটার দিকে এগোল, শিকার হিসেবে সুবিধে হবে না বুঝতে পেরেই হয়তো ছোটখাট প্রাণীর খোঁজে চলল। মাকড়সা যেটার দিকে এবার এগিয়েছে তার চেহারা অনেকটা অক্টোপাসের মত। শুঁড় আছে, হামাগুড়ি দিয়ে চলে। মাকড়সা ঝাঁপিয়ে পড়ল অক্টোপাসের গায়ে। তারপর দু'জনে জড়াজড়ি করতে করতে

অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের একটা ফাটল বা গর্তের মধ্যে।

'ওরে বাবা!' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল এক নাবিক। 'আমাকে মেরে ফেললেও ওই সাঁকোতে উঠতে পারব না।'

পেছন ফিরে তাকাল ডেনহ্যাম। তার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে ট্রাইসেরোটপটা অনেক কাছে চলে এসেছে। সরু জঙ্গলের মধ্যে চলতে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে গাছের সাথে। বুঝতে পারছে না কোন্ দিকে যাবে।

'সাঁকো পেরোনোর প্রয়োজনও হয়তো হবে না,' বলল ডেনহ্যাম। 'সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। আমরা নড়াচড়া না করলে আধা অন্ধ জানোয়ারটা কিছুই টের পাবে না।'

ট্রাইসেরোটপ শেষ গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। বার কয়েক এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাল। কোন্ দিকে যাবে বোধহয় ঠাহর করতে পারছে না। তারপর শিংঅলা মাথা উঁচু করল ডাইনোসর, কুঁতকুঁতে চোখ মেলে সোজা সামনে তাকাল।

'আর উপায় নেই,' তেতো গলায় বলল ডেনহ্যাম। 'আমাদের সাঁকো পার হতেই হবে।'

ডেনহ্যামের ইশারায় অনুগতের মত লম্বা সেতুতে উঠে পড়ল নাবিকরা। সাবধানে এগোল। কারণ ওদের পায়ের নীচেই হাঁ করে আছে মূর্তিমান রাক্ষসের দল। একবার পা পিছলে পড়লে আর দেখতে হবে না, সোজা ওগুলোর পেটের মধ্যে ঢুকতে হবে। নাবিকদের যত দ্রুত সম্ভব সাঁকো পার হবার তাগাদা দিয়ে ট্রাইসেরোটপের দিকে পেছন ফিরে তাকাল ডেনহ্যাম। একখণ্ড পাথর তুলে নিল, তারপর কী মনে করে জানোয়ারটার গায়ে না মেরে অন্য দিকে ছুঁড়ে ফেলল। ওর লোকরা সাঁকোর মাঝামাঝি জায়গায় চলে এসেছে, মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। ডেনহ্যাম সামনে পা বাড়াল।

'সাবধান!' বিপরীত দিক থেকে ড্রিসকলের চিৎকার ভেসে

এল। তার পেছনের ঢালের দিকে উন্মাদের মত হাত নেড়ে কী যেন দেখাচ্ছে। আবারও হাত নাড়ল সে, তারপর শেষ চিৎকারটা দিয়ে গিরিখাতের কিনারে ঝুলে থাকা একটা আঙুরলতা ধরে এক লাফে উঠে পড়ল পাথুরে একটা তাকে, পরমুহূর্তে ঢুকে পড়ল চেটাল একটা গুহার ভিতরে।

কংকে দেখা গেল ঢালে, কাঠের গুঁড়ির উপর মানুষ দেখে ভয়াবহ গর্জন ছাড়ল সে, বুক চাপড়াতে লাগল। একটা বাজ-পোড়া গাছের মাথায় অচেতন অ্যানকে শুইয়ে রেখে তেড়ে গেল তার নতুন শক্রদের দিকে। কং-এর কাছে এরা মূর্তিমান আপদ ছাড়া কিছু নয়। সে তার মূল্যবান সম্পদের নিরাপত্তার জন্য এদেরকে হুমকি ভেবেছে। একটু আগে ট্রাইসেরোটপদের সাথে লড়াই করে এসেছে কং। সে রাগ এখনও যায়নি। মানুষ দেখে দ্বিগুণ বাড়ল রাগ। আর গিরিখাতের ওপারে তিন শিঙা জানোয়ারটাকে আবার দেখতে পেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল সে।

ড্রিসকলের উদাহরণ অনুসরণ করল ডেনহ্যাম। গিরিখাতের কিনারে, তার দিকের একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। গুঁড়ির উপরের লোকগুলো সেরকম কোন সুযোগ পেল না। কং-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব ব্যাপার। পিছু হঠবে তারও উপায় নেই। সাঁকোর ওপারে সাক্ষাৎ বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাইসেরোটপ। ডেনহ্যাম আর ড্রিসকল তাদের গুহায় বসে লোকগুলোর পরিণতি দেখল অসহায়ের মত।

কং-এর চোখে সকল জীবিত প্রাণীই শক্র। গুঁড়ির উপরের মানুষ এবং ওপারের জানোয়ার দুইই তার দুশমন। আবার গর্জন ছাড়ল সে, বুক চাপড়াতে লাগল। বিরাট পা বাড়িয়ে এগোল আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। আর সেই মুহূর্তে ট্রাইসেরোটপ ছুটে ঢুস মারল গুঁড়ির মাথায়। সাঁকোর মাঝখানের লোকগুলো প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে রইল গুঁড়ি। কং তার দিকের গুঁড়ির মাথা ধরে নাড়া

দিল। মৃত্যুভয়ে চিৎকার করে উঠল মানুষগুলো, ঝুলে রইল গুঁড়ি ধরে। কং তখন আরও জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল গুঁড়ি।

ড্রিসকল গুহা থেকে জোরে চেঁচিয়ে উঠল। তার চিৎকার কানে গেছে কং-এর, দেখতেও পেল তাকে, গুঁড়ি থেকে আধ কদম পিছু হঠল দানব, তবে শেষ মুহূর্তে কী ভেবে ওদিকে মনোযোগ দিল না। ডেনহ্যাম কংকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ল। লাগল না গায়ে। মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি, পাথর নিক্ষেপ, এমনকী ট্রাইসেরোটপের ক্রুদ্ধ গর্জনও আমলে না এনে কং এবার দুই হাত দিয়ে গুঁড়ির শেষ মাথা পেঁচিয়ে ধরল, একটানে তুলে ফেলল মাটি থেকে, তারপর প্রবল বেগে ঝাঁকাতে লাগল।

দুই লোক হারিয়ে ফেলল তাদের অবলম্বন। ডিগবাজি খেতে খেতে পড়ে গেল নীচের পচা, থকথকে পাঁকে। সাথে সাথে রাক্ষুসে গিরগিটি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দ্বিতীয়জন নীচে পড়ে গেলেও মারা যায়নি। এমনকী জ্ঞানও হারায়নি। খাড়াভাবে পড়েছে সে, কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে কাদায়। বিরাট বিরাট অন্তত আধডজন মাকড়সাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে মরণ আর্তনাদ ছাড়ল সে।

গিরিখাতের ওপাশে ট্রাইসেরোটপ এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে বুঝতে পেরে সে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে এবার জঙ্গলের দিকে ছুটল।

কং গাছের গুঁড়ি তুলে আবার ঝাঁকি দিল। আরেক লোক ছিটকে পড়ল নীচের নরক কুণ্ডে। শিকার হলো মাংসাশী মাকড়সার। আরেক ঝাঁকি, এবারে অক্টোপাসের মত দেখতে প্রাণীটা তার সঙ্গী সাথী নিয়ে ছুটে এল। শিকারের ভাগ নেয়ার কর্তৃত্বের লড়াই শুরু হয়ে গেল তাদের মাকড়সা আর গিরগিটিদের সঙ্গে। শুধু এক লোক কিছুতেই নীচে পড়ছিল না। গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে আছে প্রাণপণে। গুঁড়ি ধরে ঝাঁকাল কং, লোকটাকে স্থানচ্যুত করতে পারল না। ড্রিসকল আর ডেনহ্যাম এদিকে টানা চিৎকার করে যাচ্ছে, পাথর ছুঁড়ে মারছে কিন্তু পশু-দেবতা

কিছুতেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। গুঁড়ির সাথে ঝুলন্ত লোকটা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। কং জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বিরক্ত হয়েই যেন এক ঝটকায় আস্ত সাঁকোটা তুলে নিয়ে গিরিখাতের গভীরে ছুঁড়ে মারল। গুঁড়ির শেষ মাথা গিরিখাতের কিনারে গিয়ে বাড়ি খেল, তারপর ধীর গতিতে রওনা হয়ে গেল নীচে। শেষ লোকটার উপর চড়াও হলো কদাকার প্রাণীগুলো। তার মরণ আর্তনাদ ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

বিস্ফারিত চোখে নারকীয় দৃশ্যগুলো এতক্ষণ দেখছিল ড্রিসকল। মুখ তুলে চাইতেই দেখল মৃত্যু দূত এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রকাণ্ড এক মাকড়সা, সাইজে ডিনার প্লেটের সমান, আঙুর লতা বেয়ে সড়সড় করে চলে এল ওর মুখের সামনে। এত কাছে, ওটার পাতাহীন ক্রূর চোখ পরিষ্কার দেখতে পেল ড্রিসকল। স্থির চেয়ে আছে। কোমরের খাপ থেকে ছুরি খুলে নিয়ে পাগলের মত লতা কাটতে লাগল ড্রিসকল। লতা ছিঁড়ে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আরও কাছে চলে এল মাকড়সা, ড্রিসকলের নাকে ঝাপটা দিল বোটকা গন্ধ। বিচ্ছিন্ন লতার গা থেকে খসে পড়ল ঘিনঘিনে রোমশ প্রাণীটা। রওনা হয়ে গেল গিরিখাদের পাতালে। অন্য কোন অবলম্বন খোঁজার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

ভয়ে-আতঙ্কে গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ড্রিসকলের, কাঁপুনি উঠে গেছে। তবু অ্যানকে উদ্ধারের আশা ছাড়েনি।

'আপনি চলে যান,' ডেনহ্যামকে ডাকল ড্রিসকল, 'শয়তানটা না যাওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই লুকিয়ে থাকব। তারপর ওর পিছু নেব। আপনি গোলাবারুদ আর গিরিখাত পার হওয়ার জিনিসপত্র নিয়ে আসুন। দেখছি এর মধ্যে কিছু করতে পারি কিনা।'

'কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না,' বলল ডেনহ্যাম।

'আহ্, যা বলছি করুন,' অধৈর্য শোনাল ড্রিসকলের গলা। 'আপনার ফিরে আসার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। প্লিজ, যান!'

ড্রিসকল ডেনহ্যামের সঙ্গে কথা বলতে এমন ব্যস্ত ছিল, খেয়ালই করেনি আজরাইল তার দিকে আসছে। ডেনহ্যাম চিৎকার করে উঠতেই সে মুখ তুলে চাইল। দেখল কং বিরাট হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাকে ধরার জন্য। ঝট করে পেছনে সরে গেল ড্রিসকল, ছুরি বসিয়ে দিল কং-এর কালো, লোমশূন্য তালুতে। কং যন্ত্রণায় হাত সরিয়ে নিয়ে গর্জে উঠল। ডেনহ্যাম তাকে লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। ঠকাশ করে ওটা গিয়ে লাগল কং-এর বুকে। বুকে হাত বুলাতে বুলাতে আবার গর্জে উঠল পশু-দেবতা। আবার হাত ঢুকিয়ে দিল গুহার ভিতরে।

এবার দ্রুত হাতড়াতে লাগল কং শত্রুকে ধরার জন্যে। কিন্তু নাগালে পেল না। আবার গুহায় হাত ঢোকাল কং। এবারও ব্যর্থ হলো। ড্রিসকল ছুরির কোপ বসিয়ে দিল। গ্রাহ্য করল না কং। ডেনহ্যামের পাথরের আঘাতও অগ্রাহ্য করল।

দেয়ালের সাথে সেঁধিয়ে যেতে চাইছে ড্রিসকল, সুযোগ পেলেই আঘাত হানছে দানবের হাতে। দুইবার কং-এর বিশাল বাঁকানো আঙুল তাকে ছুঁয়ে গেল; দু'বারই ছুরি মেরে অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেল। গুহার দেয়ালের কিনারে চলে এসেছে ড্রিসকল, ভীতিকর হাতের নাগালের বাইরে। কং-এর কনুই অথবা কব্জিতে মোক্ষম একটা আঘাত করা গেলে এ যাত্রা সে বেঁচে যেতে পারে। দেয়ালের সাথে গুটিসুটি মেরে, ছুরি বাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ড্রিসকল কংকে যুৎসই আঘাত হানার সুযোগের আশায়···

তেরো

ভাঙা ডালের খোঁচায় ব্যথা নিয়ে জ্ঞান ফিরে পেল অ্যান। একদিকে পাশ ফিরল সে। দেয়ালের খাঁজ চোখে পড়ল। দেয়াল থেকে উপরে চোখ তুলে চাইতে আকাশ দেখতে পেল। আমি কোথায়, অবাক হয়ে ভাবল অ্যান। প্রথম কয়েক সেকেন্ড কিছুই মনে করতে পারল না। ক্ষতবিক্ষত শরীর তার, কাঁপছে, ভয়ের একটা আবরণ যেন ঘিরে রেখেছে তাকে, এর বেশি ভাবতে দিচ্ছে না মস্তিষ্ক। আবার অচেতন হয়ে যাচ্ছিল, কর্কশ অবলম্বনের খোঁচা তাকে ফিরিয়ে আনল বাস্তবে। কং-এর সেই দানবীয়, বিশাল চেহারা মনে পড়তেই ভয়ের তীব্র ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসল অ্যান, মুখ হাঁ করে চিৎকার দিল। সব কথা মনে পড়ে গেছে। বিশেষ করে বেদীর উপরের সেই জ্বলন্ত মশাল; লাল টকটকে এক জোড়া চোখ, যেন গিলে খাচ্ছিল তাকে, একবার বন্ধ হচ্ছিল আবার খুলছিল; রোমশ সেই হাত তাকে তুলে নেয়ার জন্যে এগিয়ে এসেছিল; লোম বোঝাই কাঁধে তাকে শুইয়ে দেয়া হয়, তার পরপর জ্ঞান হারায় সে; তারপর ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল সে, টের পেয়েছিল ঝড়ের গতিতে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে তাকে নিয়ে ছুটে চলেছে দানব। আবার জ্ঞান হারায় অ্যান।

নীচের দিকে তাকাতে বোঁ করে ঘুরে উঠল অ্যানের মাথা। এত উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়তে পারবে না সে। শুধু উচ্চতাই বাধা নয়, বাজে-পোড়া গাছটার গুঁড়ির সাথে পাক খেয়ে আছে

বিরাট একটা সাপ। তা ছাড়া কং তো আছেই

কং গিরিখাতের ধারে হামাগুড়ি দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে কী যেন খুঁজছে। অ্যান জানে না ড্রিসকলকে ধরতে চাইছে গরিলা-দানব। তবে কং জানত না তার দিকে এগিয়ে আসছে এক যমদূত।

অ্যান যে গাছটিতে বসে আছে তার নীচের ঢালের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর দর্শন একটা প্রাণী। তবে আকারে কং-এর চেয়ে ছোট। লম্বা ঘাড় টানটান করে ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে ডানে বামে ঘোরাচ্ছে জানোয়ারটা। তার পেছনের পা জোড়া থামের মত মোটা। দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি ধরে পা দুটোতে। কিন্তু সামনের পা জোড়া একেবারেই ছোট, দেখতে থাবার মত। মুখে খাবার তোলা ছাড়া অন্য কাজ হয় না ও দিয়ে। তবে অ্যানের আত্মা কাঁপিয়ে দিল ওটার চেহারা। এমন বীভৎস মুখ জীবনেও দেখেনি সে। অসংখ্য লাল গর্ত মুখে, তাতে তীক্ষ্ণধার বড় বড় দাঁত। লম্বা ঘাড়টা অ্যানের দিকে ঘোরাতেই আকাশ ফাটিয়ে আরেকটা চিৎকার দিল সে। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে।

তার চিৎকার কানে যেতেই পাঁই করে ঘুরল কং। সাপটা দ্রুত গাছের গুঁড়ি থেকে পাক খুলে ফেলল, পালাতে গিয়ে পাড়া খেল কং-এর। থেতলে গেল শরীর। তবে তার দিকে ফিরেও তাকাল না পশু-দেবতা, সে ভয়ানক রেগে গেছে বিশালদেহী মাংসাশী জানোয়ারের উপর। চওড়া বুকে দমাদম ঘুসি মারতে লাগল কং, ছুটে গেল হামলার জন্যে। মাংসাশী প্রাণীটা কং-এর মারমুখী মূর্তি দেখে পিছু তো হঠলই না বরং নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে। কং কাছে আসতেই সাপের মত মাথাটা লম্বা করল সে, বেরিয়ে পড়েছে ঝকঝকে দাঁত। কং ঝড়ের গতিতে মাথাটাকে পাশ কাটিয়ে জানোয়ারটার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরক্ষণে ভারসাম্য হারিয়ে দু'জনেই মাটিতে পড়ে গেল। কং

জানোয়ারটার গায়ের উপর উঠে বসল, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো লড়াইয়ের বুঝি এখানেই অবসান ঘটতে চলেছে। কিন্তু লম্বা ঘাড়টা কং চেপে ধরলেও মাংসখেকোকে কাবু করতে পারল না। ভালভাবে ঘাড় চেপে ধরার আগেই মাংসখেকো তার গোদা পায়ের সবল লাথি কষাল হামলাকারীর বুকে। কং-এর মত শক্তিশালী দানবও ওই আঘাত সহ্য করতে পারল না। মুঠো থেকে ছুটে গেল শত্রুর ঘাড়, ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল কং। গড়াতে গড়াতে চলে এল খাদের কিনারে।

'না!' অস্ফুট চিৎকার করল অ্যান। 'না! না!'

অ্যান কং-এর পরাজয় দেখতে চায় না। কং-এর হাতে বন্দি হলেও এ মুহূর্তে সেই তার রক্ষাকর্তা। কং মারা গেলে অ্যানের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ওই জন্তুটার ধারাল দাঁতের কামড়ে। তাই সে কং-এর জয় কামনা করছে।

কং হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। বুক চাপড়ে আরও জোরে গর্জন ছাড়ল। মাংসখেকোর উপরে আবার হামলা চালাল। দুই যোদ্ধা মারামারি করতে করতে গিয়ে ধাক্কা খেল বাজ-পোড়া গাছের গায়ে। এত জোর আঘাত সইতে পারল না দুর্বল গাছ, মড়াৎ করে ভেঙে গেল। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল অ্যান। মূল কাণ্ডের নীচে চিৎ হয়ে পড়ে রইল। ভাগ্যক্রমে গাছ চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচেছে। ওদিকে কুৎসিত জানোয়ারটার পেছনের পায়ের আরেক বেদম লাথি খেয়ে আবার ছিটকে পড়েছে কং। তাই অ্যানের দিকে নজর দিতে পারেনি। তবে লাথি খেয়ে পড়ে যাওয়া মাত্র সিধে হলো সে। তবে এবার আর বুক চাপড়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল না। কারণ কং বুঝে গেছে বুক চাপড়ানোতে ভয় পাবে না এ। সে দৌড়ে গেল সামনে। যে কোন তীক্ষ্ণদৃষ্টির সমালোচক কংকে দেখলেই বুঝতে পারত এরকম লড়াই সে আগেও লড়েছে এবং বুক চাপড়ানোর কৌশল কাজে না লাগলে ভিন্ন রাস্তাও ধরেছে। রাগ সামলে নিয়েছে কং।

লম্বা ঘাড়ের দিকে সর্বক্ষণই নজর ছিল তার, এবার উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটে এসেছে সে, হাত বাড়িয়ে মাথা নয়, চেপে ধরল বুকের কাছের থাবার মত দুর্বল পা জোড়া। ভয়ানক জোরে মুচড়ে দিয়েই লাফিয়ে সরিয়ে এল মাংসখেকো তার কাঁধে কামড় বসিয়ে দিতে। মোচড়ের চোটে ভেঙে গেছে সামনের পা দুটি, ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গেল মাংসখেকো। কং আবারও সামনাসামনি হামলার সাহস দেখাল। লম্বা হাত জোড়া বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল ওটার ঘাড়। আগের মত দু'জনে আছড়ে পড়ল মাটিতে এবং পেছনের হাতির মত পায়ের লাথি এসে লাগল কং-এর বুকে। তবে এবার লক্ষ্যভেদ নিখুঁত হলো না; আগের মত জোরও নেই লাথিতে, জানোয়ারটা মোচড় খেয়ে ঘুরতেই তার গোদা পা ধরে ফেলল কং। এতক্ষণ এ সুযোগই খুঁজছিল সে। পা ধরে সর্বশক্তিতে মোচড় দিল কং, জমিনের উপর পেট ফেলতে বাধ্য করল মাংসখেকোকে। চোখের পলকে লাফ মেরে শত্রুর পিঠে চড়ে বসল কং। মাংসখেকোর সরু কাঁধে হাঁটু গাঁথল। বিরাট হাত দুটো বাড়িয়ে দিল খোলা মুখের দিকে। মাংসখেকো তার পেছনের পা ব্যবহার করে পিঠের উপর থেকে আরোহীকে ফেলে দেয়ার আগেই হাত জোড়া খুঁজে পেল নিশানা। উপর এবং নীচের চোয়ালে সজোরে চেপে বসল দুটো হাত। তারপর ভয়ানক ক্রোধে একটান মেরে মাংসখেকোর চোয়াল দু'ভাগ করে ফেলল কং। লাফ মেরে সিধে হলো। একটার পর একটা বিজয় হুংকার ছাড়তে লাগল। আর তার শত্রুর প্রায় দ্বিখণ্ডিত শরীর প্রবল আক্ষেপে মৃত্যু যন্ত্রণায় বার কয়েক তড়পাল। শেষে স্থির হয়ে গেল।

মাংসখেকোর লাশ দেখল কং কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ চোখে। মরে গেছে বুঝতে পেরে আনন্দে গড়গড় করে উঠল। সন্তুষ্ট মনে ফিরল অ্যানের দিকে। যেন ওর প্রশংসা আদায় করতে চাইল। প্রশংসা করা বা ভয় পাওয়া কোন অবস্থাতেই নেই অ্যান। মানসিক চাপ সইতে না পেরে আবার জ্ঞান হারিয়েছে।

ড্রিসকল গুহায় বসে সবই দেখেছে। কংকে অ্যানের গায়ে হাত বুলাতে দেখে তার মাথায় আগুন ধরে গেল। তবে অ্যান এখনও অক্ষত আছে দেখে সে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলল। মাথা ঠাণ্ডা রেখে এখন তাকে কাজ করতে হবে। অ্যানের পুরো নিরাপত্তাই এখন নির্ভর করছে তার বুদ্ধিমত্তা আর কং-এর মেজাজ মর্জির উপর। ড্রিসকল যদি পশু-দেবতার পিছু নিতে পারে এবং কোন কারণে তাকে রাগিয়ে না দেয়, ইতিমধ্যে ডেনহ্যাম উদ্ধারকারী দল নিয়ে চলে এলে ওকে রক্ষা করা সম্ভব হতেও পারে।

ড্রিসকল নড়াচড়া একদমই করছে না কারণ ওর বদ্ধমূল ধারণা কং তার কথা একেবারেই ভুলে গেছে। গরিলা-দানব আর গুহার দিকে ফিরেও তাকায়নি। তার সমস্ত মনোযোগ অ্যানকে ঘিরে। সে সাবধানে ভেঙে পড়া গাছটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিল অ্যানের উপর থেকে। তারপর ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে মুঠোয় তুলে নিল অ্যানকে। গলা দিয়ে তৃপ্তিদায়ক ঘরঘর আওয়াজ বেরিয়ে এল। অ্যান অক্ষত আছে দেখে খুশী। পুতুলের মত ওকে এক কাঁধে শোয়াল কং, ঘুরল ঢালের দিকে।

কং-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারল ড্রিসকল। সকল শত্রুকে পরাজিত করে বিজয়ী কং এবার বাড়ি ফিরছে। সে সাবধানে বেরিয়ে এল গুহা থেকে, পা রাখল শক্ত জমিনে। কয়েক কদম এগিয়ে দেখে নিল কং কতদূরে গেছে। বেশি দূরে যায়নি। পিছু নেয়া যাবে। ডেনহ্যামের খোঁজে চারদিকে চোখ বুলাল সে। গিরিখাতের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ডেনহ্যাম। পায়ের কাছে স্তূপ করা আঙুর লতার রশি। দাঁত বের করে হাসল ডেনহ্যাম।

'মারামারির সময় এগুলো জোগাড় করেছি আমি,' বলল সে। 'কং লড়াইতে হেরে গেলে তুমি নিশ্চয় অ্যানকে উদ্ধার করতে যেতে। রশির একটা প্রান্ত ছুঁড়ে দিতাম তোমাদের দিকে।

যেভাবেই হোক রক্ষা করতাম তোমাদেরকে।'

গ্রাম ছেড়ে আসার পর এই প্রথম তার চাকুরিদাতার প্রতি পুরানো ভালবাসার টান আবার অনুভব করল ড্রিসকল। সন্দেহ নেই, ডেনহ্যাম এমন একজন মানুষ যার উপরে ভরসা করা যায়। সে তোমাকে নানা বিপদে ফেলবে ঠিকই তবে উদ্ধার করার চেষ্টারও কমতি থাকবে না।

'সাহায্য পাওয়া যাবে,' হাসল ড্রিসকলও। 'রশিটশিগুলো এখানেই থাক। আপনি গ্রামে ফিরে যান। সাহায্য নিয়ে আসুন।'

'কিন্তু তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না, জ্যাক।'

'আপনি থেকেই বা কী করবেন?' জিজ্ঞেস করল ড্রিসকল। 'আমরা দু'জনে মিলে কব্জা করতে পারব না কংকে। ওকে ধরতে হলে বোমা লাগবে। আপনি বোমার ব্যবস্থা করুন। আমি এখানে চিহ্ন রেখে যাচ্ছি। অ্যানকে যে কোন মূল্যে উদ্ধার করতেই হবে।'

'ঠিক আছে, জ্যাক, গুড লাক!' বলল ডেনহ্যাম। ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুত পা বাড়াল নদীর দিকে যেখান থেকে ডাইনোসর তাড়া করেছিল ওদেরকে।

'আবার দেখা হবে-হয়তো বা,' বলল ড্রিসকল, বিদায় জানাল হাত নেড়ে, ডেনহ্যাম ঢুকে পড়ল জঙ্গলে।

ঢালের দূর প্রান্ত থেকে গাছপালার শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয় কং, ভাবল ড্রিসকল। নিজের আস্তানায় ফিরছে। যে গাছটির উপরে কং অ্যানকে তুলে রেখেছিল সেখানে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ড্রিসকল। ভাঙা গুঁড়ি থেকে খানিক দূরে পড়ে আছে মাংসখেকোর লাশ। ইতিমধ্যে শকুনের দল ঠুকরে খেতে শুরু করেছে মাংস, আসছে আরও। রক্তের গন্ধে গিরিখাত বেয়ে বিশাল আকৃতির একটা গিরগিটি উঠে এল। ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে এগোল লাশের দিকে। দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠল ড্রিসকল, কং-এর পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে তার পিছু নেয়ার জন্য, পা বাড়াল সামনে।

চোদ্দ

কোমর সমান উঁচু ঝোপঝাড় ঠেঙিয়ে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে ডেনহ্যাম। রাত বাড়ছে, শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে আসতে চাইছে তার। তবে ভরসা একটাই গাঁয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে সে। গেটের কাছে বেশ কয়েকজন নাবিককে পাহারা দিতে দেখা গেল জ্বলন্ত মশাল হাতে। কিছু মশাল জ্বলছে গেটের উপরেও। সেখানকার লোকজন সতর্ক চোখ রাখছে চারদিকে। বেদীর কাছে পৌঁছুবার আগেই এদের একজনের চোখে পড়ে গেল ডেনহ্যাম।

'ইয়াহু! ডেনহ্যাম!'

ইঙ্গলহর্নের গলা। মাথার উপরে সাদা ক্যাপটা নাড়াতে শুরু করলেন তিনি খুশীতে। ক্রুরা সবাই একযোগে চেঁচাতে লাগল, 'ইয়াহু! ইয়াহু! ওই যে ডেনহ্যাম!' বলে।

দেয়ালের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল শরীরগুলো, প্রায় সাথে সাথে হাজির হলো গেটের সামনে। একটানে খুলে ফেলা হলো গেট, ডেনহ্যাম শেষ ঝাড়টা পার হয়ে বেদী ঘেঁষে আসা পর্যন্ত নাবিকরা বিরতিহীন চিৎকার চালিয়ে গেল। তারপর যেভাবে আকস্মিক চিৎকারটা উঠেছিল তেমনি দপ্ করে যেন নিভে গেল। গেটের কাছে সবাই আড়ষ্ট দাঁড়িয়ে থাকল, ডেনহ্যামের মাথার উপর দিয়ে পেছনে তাকিয়েও আর কাউকে দেখতে না পেয়ে হতভম্ব তারা।

বিমূঢ় ভাবটা ইঙ্গলহর্নই সবার আগে কাটিয়ে উঠলেন। হাতের

মশাল ফেলে দিয়ে ছুটে গেলেন তিনি, ডেনহ্যামের কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন। 'আমি আপনাকে পেয়েছি,' বিড়বিড় করলেন তিনি, বন্ধুকে প্রায় বয়ে এনে বসিয়ে দিলেন গেটের ভিতরের একটা বেঞ্চিতে।

'বাকিরা সব কই?' জানতে চাইল এক নাবিক।

'পরে শুনো!' ধমক দিলেন ক্যাপ্টেন। 'জলদি কিছু খাবার আর হুইস্কি নিয়ে এসো। আর গেটটা বন্ধ করে দাও।'

'না!' বলে উঠল ডেনহ্যাম। 'গেট খোলা থাক। ড্রিসকল এলে তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারবে।'

'ড্রিসকল কোথায়?'

'মিস অ্যান কই?' প্রশ্ন করল লাম্পি।

'বললাম না পরে শুনো,' দাবড়ে উঠলেন ইঙ্গলহর্ন। 'হুইস্কি কই?'

ডেনহ্যাম বোতল থেকে সরাসরি হুইস্কি ঢালছে মুখে, ক্যাপ্টেনসহ অন্যান্যরা তার ছেঁড়া জামাকাপড়, রক্তাক্ত শরীর আর ফ্যাকাসে চেহারার উপর চোখ বুলাচ্ছিল। অত্যন্ত খারাপ কোনও খবর শোনার আশঙ্কায় ঢিবঢিব করছে বুক।

বোতলের মদ প্রায় পুরোটা সাবাড় করল ডেনহ্যাম। শেষ ঢোকটা গেলার পরে শিউরে উঠল শরীর, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল ধীরে ধীরে। টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল বেঞ্চিতে। তারপর বলল, 'তোমাদেরকে সত্যি কথাটাই বলছি। সবাই সাফ হয়ে গেছে, শুধু ড্রিসকল আর অ্যান ছাড়া। ওদেরকে উদ্ধার করতে যেতে হবে। কে যাবে আমার সঙ্গে?'

দর্শকরা, সবার চোখ জ্বলজ্বল করছে মশালের আলোয়, অবিশ্বাস ফুটল দৃষ্টিতে।

'সাফ হয়ে গেছে মানে কী?'

'ওদের খারাপ কিছু ঘটেছে বলতে চাইছেন?'

'আমি বলতে চাইছি...' গলায় শব্দ আটকে গেল ডেনহ্যামের,

তবে উগরে দিল সে কথাগুলো। 'বলতে চাইছি সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। কীসের মাঝ দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল বলছি।

'ওই কালো, রোমশ দানবটা মিস ডারোকে ধরে নিয়ে যাবার দৃশ্য তোমরা সবাই দেখেছ। নারকীয় এই দ্বীপে ঘটনার তখন শুরু মাত্র। আমি যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের উপর নরক ভেঙে পড়ে।'

বিরতি দিল ডেনহ্যাম তারপর পুরো ঘটনা খুলে বলল নাবিকদেরকে। গাছের গুঁড়ির সাঁকোর ট্রাজেডির বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

'কোন্ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে তা বোঝানোর জন্যই এত কথা বললাম।' বলল সে। 'আমার সঙ্গে যাবে কি যাবে না তা সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তোমাদের।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না,' বলল এক নাবিক। 'কীভাবে...' বিড়বিড় করে থেমে গেল সে।

'জানতে চাইছ কীভাবে আমি রক্ষা পেলাম, তাই তো?' জিজ্ঞেস করল ডেনহ্যাম। 'কীভাবে বেঁচে গেলাম আমি আর ড্রিসকল, তাই না?' ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করল সে। জানাল কীভাবে সে আর ড্রিসকল প্রাণে বেঁচে গেছে আর কং ও ট্রাইসেরোটপের ফাঁদে পড়ে কীভাবে অসহায়ের মত মরতে হয়েছে লোকগুলোকে।

'বোমাগুলো রক্ষা করা গেলে এমনটি ঘটত না,' জোর দিয়ে বলল ডেনহ্যাম।

'সবাই প্রাণে বেঁচে যেতাম, উদ্ধার করা সম্ভব হত মিস ডারোকেও। তবে আমি দলের লোকদের রক্ষার চেষ্টায় কসুর করিনি। আর ড্রিসকল গিরিখাতের দূর প্রান্তে গিয়ে যে কারও চেয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়েছিল।'

প্রশ্নকর্তা গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল, অন্যরা সায় দেয়ার ভঙ্গি করল।

'যা ঘটেছে তাতে আপনার কোন হাত নেই,' বিড়বিড়

করলেন ইঙ্গলহর্ন। 'শত চেষ্টা করলেও ওদেরকে বাঁচাতে পারতেন না।'

'মি. ড্রিসকল আর মিস অ্যানকেও হয়তো বাঁচানো যাবে না,' বলল লাম্পি।

'অবশ্যই বাঁচানো যাবে!' চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়ে গেল ডেনহ্যাম।

'ওদের দু'জনকেই আমি জীবিত দেখতে চাই এবং শীঘ্রি। স্কিপার, আমি এক বাক্স বোমা চাই। আবার যাব ওখানে।' চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল সে। 'কে আমার সঙ্গে যাবে?'

'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, মি. ডেনহ্যাম,' অনুনয় করল লাম্পি।

'তরুণরা যদি কেউ যেতে না চায় অবশ্যই তোমাকে সঙ্গে নেব,' বলল ডেনহ্যাম। অন্যদের দিকে তাকাল সে। 'তোমরা যাবে?'

সবাই এক সঙ্গে এক কদম বাড়ল। অনিশ্চিত যাত্রা জেনেও যেতে আগ্রহী নাবিকের দল। জানে জীবন নিয়ে ফিরে নাও আসতে পারে। কিন্তু অ্যান ও ড্রিসকলকে পছন্দ করে তারা। তাই জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা নয়।

ইঙ্গলহর্ন ও লাম্পিও এ দলের সঙ্গে থাকলেও ডেনহ্যাম তাদেরকে নিতে চাইল না।

'যথেষ্ট লোক হয়েছে। তোমার না গেলেও চলবে,' বলল সে লাম্পিকে। 'আর স্কিপার আপনার যাওয়া চলবে না কারণ গেট পাহারা দিতে হবে।'

'আপনি কিন্তু অনেক দুর্বল। গেটে বরং আপনি থাকুন।' যুক্তি দেখাতে চাইলেন ইঙ্গলহর্ন।

'কিন্তু আমি না গেলে চলবে না। কারণ রাস্তাটা আমি চিনি।'

'আমাকে ম্যাপ এঁকে দিলেই চলবে।'

'স্কিপার! ভারত মহাসাগরের সবচেয়ে সবল মানুষটিকেও আমার জায়গা নিতে দেব না,' বিরক্ত ডেনহ্যাম। 'এমনকী সে যদি সাত সাগরের সবচেয়ে ভাল ম্যাপ সমঝদার হয়, তবুও।'

'ঠিক আছে, আপনার কথাই রইল, মি. ডেনহ্যাম,' হাল ছেড়ে দিলেন ইঙ্গলহর্ন।

ডেনহ্যাম আর কিছু বলল না। ওর জন্যে খাবার নিয়ে এসেছিল রাঁধুনী। খেতে খেতে নির্দেশ দিল সে।

'আমার জন্য একটা রাইফেলের ব্যবস্থা করো। সেই সাথে প্রচুর গুলি। প্রত্যেকে একটা করে রাইফেল আর পর্যাপ্ত পরিমাণে গুলি নেবে। সাথে ছুরিও। ডজন খানেক বোমাও নিয়ো। দু'জনে ছ'টা করে বোমা বহন করবে। আর ভুলে যেয়ো না! প্রথমবারের অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেছে স্রেফ বোমা আর রাইফেলের অভাবে। কাজেই এগুলো কোনভাবেই হারালে চলবে না।'

'বোমা মেরে ডাইনোসর থামানো যাবে?' জানতে চাইল এক নাবিক। অন্যরা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করল জবাব শোনার জন্য।

'থামানো যাবে?' হাসল ডেনহ্যাম। 'একটা বোমা খেলেই বাছাধনরা আর পালাবার পথ পাবে না। এমনকী কংও।'

'কখন শুরু করতে চান?' জিজ্ঞেস করলেন ইঙ্গলহর্ন।

'এক্ষুনি!'

'কিন্তু এখন যাত্রা শুরু করলে ভোর হবার অনেক আগে আপনি গিরিখাতে পৌঁছে যাবেন, মি. ডেনহ্যাম। তারপর কী করবেন? বসে বসে আঙুল চুষবেন? ভোর না হওয়া পর্যন্ত ড্রিসকলের ট্রেইলও তো খুঁজে পাবেন না।'

ইঙ্গলহর্নের কথায় যুক্তি আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল ডেনহ্যাম।

'কিন্তু এখানে ঝাড়া চারটে ঘণ্টা বসে থেকেই বা করবটা কী?'

'শয়তান ওঝাটাকে ডেকে পাঠালে কেমন হয়?' মুচকি হাসল লাম্পি। 'ওই ব্যাটা হয়তো আমাদেরকে কিছু টিপস দিতে

পারবে। না দিলেও ক্ষতি নেই। ওর কাছ থেকে কীভাবে কাজ আদায় করতে হবে তা তো জানাই আছে।'

'লোকটা কোথায়?'

ইঙ্গলহর্ন ওঝা কিংবা জংলীদের রাজা কাউকেই অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন না। কেউই দেখেনি।

'আপনারা রওনা হবার পরে রাজাটাকে বর্শা দিয়ে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিয়েছিলাম,' অভ্যাসমত আবার গোঁফের ডগা চিবুতে শুরু করেছেন ক্যাপ্টেন। 'আপনাদের পিছু নিয়ে বাধা দেয়ার মতলব করেছিল ব্যাটা। রাজাকে মার খেতে দেখে আদিবাসীদের সবাই ভয় পেয়ে যায়। তারপর কেটে পড়ে।'

'কোথায় গেছে?' অবাক হলো ডেনহ্যাম।

'মহিলাদের অনেকেই এখনও কুটিরেই আছে। মাঝেমধ্যেই গলার শব্দ শুনেছি। অন্যরা সম্ভবত ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেছে। দেয়ালের ওপাশে লুকিয়ে থাকার মত কম জায়গা নেই এ দ্বীপে।'

'ওরা আবার আকস্মিক হামলা করবে না তো?'

'সে সাহস পাবে না,' দৃঢ় গলায় বললেন ইঙ্গলহর্ন। 'এসব আদিবাসীকে আমি ভালই চিনি। ওরা হামলা চালাবে না কারণ ধরেই নিয়েছে ওদের হয়ে কাজটা সারবে কং। আমরা কং-এর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চেয়েছি, তাকে ধাওয়া করেছি। জংলীদের চোখে এরচেয়ে বড় অপরাধ হয় না। ওরা বিশ্বাস করে কং অবশ্যই এর শোধ নিতে ফিরে আসবে। আর কং-এর তখনকার রুদ্রমূর্তির সামনে কেউ পড়তে চায় না বলে দূরে কোথাও ভেগেছে ওরা।'

'ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠল ডেনহ্যাম। 'ওরা ঠিকই ভেবেছে! ফিরে আসবে কং। অ্যানকে উদ্ধার করে আনতে পারলে তো আসবেই।'

রাইফেল আর ছুরি নিয়ে ব্যস্ত নাবিকরা ডেনহ্যামের কথা শুনে থমকে গেল। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল পরিচালকের দিকে।

ইঙ্গলহর্নকেও অবাক দেখাল। তিনি কয়েক সেকেন্ড গোঁফ চিবিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন। ওকে দেখে আমার সামান্য একটা বুনো জন্তুর বেশি মনে হয়নি।'

মাথা নাড়ল ডেনহ্যাম। 'ও সামান্য বুনো জন্তু নয়, স্কিপার। ও তারচেয়েও বেশি। প্রকৃতির একটা ভুল সে, তবে পুরোপুরি ভুলও আবার নয়। প্রকাণ্ড ওই মাথায় বুদ্ধি ধরে কং। অ্যান তার কাছে বিরাট কিছু।'

অবিশ্বাসের একটা ভঙ্গি করলেন ইঙ্গলহর্ন।

'আমি ঠিকই বলছি,' বলল ডেনহ্যাম। 'আর এ কথা বিশ্বাস না করলে অ্যানকে জীবিত দেখার আশা করতাম না আমি। বেদীতে যে সব আদিবাসী মেয়েকে বেঁধে রাখা হত কং কি সবার প্রতি এরকম আগ্রহ দেখিয়েছে বলে আপনাদের ধারণা?'

ইঙ্গলহর্ন মাথা নেড়ে বললেন তিনি তা মনে করেন না। রাজার সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পেরেছেন কং অ্যানকে যত্ন করে হাতে তুলে নিয়ে চলে গেলে জংলীরা বরং অবাকই হয়েছিল।

'কং-এর চোখে অ্যান আলাদা কেউ,' বলে চলল ডেনহ্যাম। 'তবে কেন আলাদা সে হয়তো নিজেও জানে না। সে জানে না অ্যানকে নিয়ে কী করবে। কিন্তু অ্যানের দিকে তাকালেই তার ভিতরে কিছু একটা ঘটে যায়। এ সেই বিউটি আর বীস্টের গল্পের মতই।'

নাবিকরা বিউটি অ্যান্ড বীস্টের গল্প শোনেনি। ডেনহ্যাম সংক্ষেপে বয়ান করল কাহিনী। জানাল বিউটি বা রূপসী কীভাবে তার রূপ দিয়ে আকৃষ্ট করে বীস্ট বা পশুকে। তার রূপই এক সময় মৃত্যু ডেকে আনে বীস্টের।

'অ্যানকে তার হারাতে হবে,' বলল ডেনহ্যাম। 'যেভাবেই হোক। তারপর সে আর আগের মত জঙ্গলের রাজা থাকবে না। পৈশাচিক শক্তি তার চেয়ে বড় কিছুর কাছে হার স্বীকার করবে।

আর এ হার স্বীকার তাকে ক্রমাগত দুর্বল করে তুলবে এবং ভবিষ্যতের লড়াইগুলোতে সে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।'

'বেশ ভাল তত্ত্বই হাজির করেছেন,' বিড়বিড় করলেন ইঙ্গলহর্ন। 'তবে আমার ধারণা, মি. ডেনহ্যাম, এ স্রেফ কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। অ্যানের হলুদ চুল দেখে আকৃষ্ট হয় কং, বাজি ধরে বলতে পারি। এরকম চুল সে কোনদিন দেখেনি বলেই কৌতূহলী হয়েছে। যেভাবে উজ্জ্বল পাথর দেখে আকর্ষণ বোধ করে ছাতার। ছাতার পাখির মত কং-ও অ্যানের উজ্জ্বল সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে। খিদে পেলেই ফেলে দেবে অ্যানকে। তবে দোয়া করি, কং অ্যানকে ত্যাগ করার সময় যেন ড্রিসকল হাজির হয়ে যায় অকুস্থলে।'

'জ্যাকের উপরে আমার বিশ্বাস আছে,' বলল ডেনহ্যাম। ঘড়ির দিকে তাকাল। 'এখন একটু বিশ্রাম নেব আমি।'

পনেরো

কং-এর পিছু নিতে ড্রিসকলের তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। যদিও সে কং-এর কাছ থেকে বেশ অনেকটা দূরে তবে কং চলার পথে গাছপালা ভেঙে, হুমহাম শব্দে যেভাবে এগোচ্ছে তাতে দানবটাকে অনুসরণ সহজ হয়ে উঠছিল ড্রিসকলের জন্য। কং-এর যেন কোন তাড়া নেই, আর শত্রু থাকলেও তাদেরকে নিয়ে ভীত নয় সে। তা ছাড়া সে পুরানো রাস্তা এড়িয়ে চলেছে। জঙ্গলের নতুন পথ দিয়ে যাচ্ছে। কাজেই শত্রুর জানার কথা নয় কং-এর গমন পথ।

কংকে অনুসরণ এতটা সহজ হবে ভাবেনি ড্রিসকল। দ্রুত পা চালাবার কারণে মাঝেমাঝে সে কং-এর খুব কাছে এসে পড়ছিল। পরক্ষণে গতি কমিয়ে ফেলছিল ভয়ে। লুকিয়ে পড়ছিল আড়ালে। কারণ কং যদি একবার টের পায় ড্রিসকলের উপস্থিতি, দফারফা করে ছাড়বে সে। তাই সে অনেকটা দূরত্ব রেখে শুধু গাছপালা ভাঙার শব্দ শুনেই কংকে অনুসরণ করছে।

দুপুরের দিকে ফাঁকা একটা মাঠের কিনারায় এসে পড়ল ড্রিসকল। কং মাঠের অন্য ধারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অ্যানকে অনেকক্ষণ দেখছে না ড্রিসকল। মন বড় তোলপাড় করছিল। তাই ঝুঁকি নিয়ে একটা গাছে উঠে পড়ল সে। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল।

অ্যান এখনও নির্জীবভাবে পড়ে আছে কং-এর প্রকাণ্ড হাতের মুঠোতে। একটা হাত শরীরের পাশে মরার মত ঝুলছে। চুলের বাঁধন কখন খুলে গেছে কে জানে, হলুদ, ফাঁপানো কেশরাজি ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে। জামা ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে ফর্সা কাঁধ। ড্রিসকল মনে মনে প্রার্থনা করল অ্যান যেন সুস্থ থাকে।

ঘন জঙ্গল ক্রমে ফাঁকা হয়ে আসছে। আবার নতুন করে শুরু হয়েছে ঢাল। আঙ্গুরলতার ঝাড় আর ঝোপগুলো প্রায় অদৃশ্য। আগের চেয়ে লম্বা গাছের নীচে ঝোপঝাড়ের আর বালাই নেই। বিকেলের দিকে খুলি পাহাড়ের চুড়ো নজরে এল ড্রিসকলের। কং হেলেদুলে ওদিকেই এগোচ্ছে দেখে বোঝা গেল ওটাই তার আস্তানা। আর কং নিশ্চয় দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু চুড়োটাই নিজের বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে। পাহাড়টা জঙ্গল থেকে অনেক দূরে। ফলে এদিকে মাংসখেকো কোন প্রাণীর আগমন না ঘটারই কথা। ড্রিসকল কং-এর পিছু এগোতে থাকল।

সাঁঝের আগে আগে পাথুরে একটা এলাকায় এসে হাজির হলো ড্রিসকল। ক্লান্তিতে কাহিল। দীর্ঘ এই অনুসরণে সে কতবার

যে আছাড় খেয়েছে আর গাছের ডালের আঘাতে শরীরের কত জায়গায় যে কেটে ছিঁড়ে গেছে তার হিসেব নেই, নিদারুণ শ্রান্তিতে পায়েও কোন সাড়া পাচ্ছে না ড্রিসকল। কোনমতে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

কিছুদূর এগোবার পরে কানে ভেসে এল জলপ্রপাতের শব্দ। ড্রিসকল বামে মোড় নিল। শব্দটা ওদিক থেকেই আসছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণার মত ঝরঝর ঝরছে পানি। সাদা, কুয়াশার মত স্রোতের বেগ নিয়ে মোড় ঘোরার সময় ওখানে তৈরি করেছে গভীর একটা গর্ত। গর্তের পানি চলকে পড়ছে সরু একটা নালায়, ওটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে নীচের জঙ্গলে।

ড্রিসকল যেটাকে জলপ্রপাত ভেবেছে ভাল করে লক্ষ করতে বুঝল ওটা আসলে নদী। দেখে মনে হলো এটা নিশ্চয় সেই হ্রদে গিয়ে মিশেছে যেখানে ওরা ডাইনোসরের কবলে পড়েছিল। আর এ নদীরই একটা ধারা ঢুকে পড়েছে জংলীদের গাঁয়ে।

এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে একটা পাথরের প্রকাণ্ড চাঁই ঘুরে সামনে আসতেই কংকে দেখতে পেল ড্রিসকল। একশো গজ দূরে সে। কং তাকে দেখে ফেলতে পারে এ ভাবনা বুকের রক্ত হিম করে দিল ড্রিসকলের। সে দ্রুত কতগুলো পাথরের পেছনে আড়াল নিল।

লুকানো জায়গা থেকে ড্রিসকল উঁকি দিল। কং এসে দাঁড়িয়েছে উঁচু পাথরে ঘেরা গোলাকার একটা জায়গার সামনে প্রাকৃতিক একটা অ্যাম্ফিথিয়েটারের মত দেখতে জায়গাটা। কং-এর সামনেই বড়সড় পুকুর একটা। কাকের চক্ষুর মত পানি তাতে। ওদিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল কং। পুকুরটাকে দেখে অবাক হয়েছে ড্রিসকল। এ পুকুরের পানির উৎস কোথায় বুঝতে পারছে না। ভাল করে তাকাতে দেয়ালের গায়ে পানির একটা ঘূর্ণি দেখতে পেল। এটা নিশ্চয় একটা আউটলেট

আন্ডারগ্রাউন্ড আউটলেট। পুকুর-রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল ড্রিসকলের কাছে। সেই সাথে নদীর পানির উৎসও। আসলে এ পুকুরটা হচ্ছে বাইরের নদীর উৎস। সমুদ্রের তলা থেকে অবশ্যই পানি এসে জমেছে এ পুকুরে। তারপর কালের আঘাতে দেয়ালের পাথর ক্ষইয়ে দিয়ে ভূগর্ভস্থ একটা পথ তৈরী করে শেষপর্যন্ত পাহাড়ের বাইরে গিয়ে নদীতে রূপান্তর ঘটেছে।

তবে কং অত আগ্রহ ভরে কী দেখছে মাথামুণ্ড বুঝতে পারল না ড্রিসকল। কং-এর এ আস্তানা দেখতে দেখতে সে খুবই অবাক। নদীর গা থেকে বরাবর যে পাথুরে দেয়ালটা আকাশে উঠেছে মাথা উঁচু করে তার গায়ে একটা গুহার বিশাল মুখ। গুহার সামনে এসে শেষ হয়ে গেছে রাস্তা। আর পুকুরের ওপাশেও কোন পথ নেই। কাজেই কংকে কোথাও যেতে হলে যে পথ ধরে এসেছে সে রাস্তাতেই ফিরতে হবে। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় এ গুহাই গরিলা-দানব কং-এর আস্তানা। আর নিজের বাড়ি বলে আশপাশের সবকিছুই তার নখদর্পণে থাকার কথা। তা হলে দানবটা অমন সন্দেহ নিয়ে পুকুরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন?

প্রবল কৌতূহল দমন করতে না পেরে পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিল ড্রিসকল। তারপর বুঝতে পারল কং-এর সন্দেহের কারণ। সন্ধ্যার আবছা আলোয় পুকুরের যে পানিটাকে অতিরিক্ত রকমের কালো মনে হচ্ছিল, ড্রিসকল সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল, ওটা মোষের পেটের চেয়েও মোটা মিশমিশে কালো রঙের বিরাট এক অজগর। অজগরটা পানির উপর মুখ তুলে ভয়ঙ্কর ক্রূর চোখে তাকিয়ে আছে কং-এর দিকে। তার লম্বা লেজটা পুকুরের গভীরে অদৃশ্য।

সাপটা এঁকে বেঁকে পুকুরের আরও উপরে উঠে আসতে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল কং। অ্যানকে ছোট একটা খাদে শুইয়ে রাখল। তারপর লাফ মেরে এগিয়ে গেল সামনে, সটান হয়ে দাঁড়াল, বুকে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে গর্জে উঠল চ্যালেঞ্জের

ভঙ্গিতে। বজ্র নিনাদে ড্রিসকলের মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে। গর্জন করতে করতে কং হামলা চালাল জলচর জীবটাকে। সাপটা পুকুরের গভীরে কোথাও তার লম্বা লেজ দিয়ে কোন পাথর-খণ্ড জড়িয়ে রেখেছিল বলে কং শত চেষ্টা করেও তাকে পানির উপরে টেনে ওঠাতে পারল না। এবার সে নখ আর লম্বা, ধারাল দাঁত ব্যবহার করতে লাগল। দানব সাপ কং-এর থামের মত মোটা পা নাগপাশে বেঁধে পুকুরের দিকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করল।

আগের মত সগর্জনে নয়, এবারের লড়াইটা হলো প্রায় নিঃশব্দে। জলচর দানব শব্দ করতে পারে না আর কং প্রথমবার চিৎকার করে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও, তার মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে শুধু। সে অজগরটার শরীরে দাঁত বসাচ্ছে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে হাত দিয়ে সরীসৃপটার মাথা চেপে ধরতে।

পাথরের পেছন থেকে দুই দানবের লড়াই দেখছে ড্রিসকল। কোন পক্ষই সুবিধে করতে পারছে না। কং-এর শরীরে অজগরের বাঁধন আরও শক্ত হয়ে এঁটে বসল, কং ওটার গায়ে অনবরত কামড় বসিয়েই যাচ্ছে, হাত জোড়া ব্যস্ত মস্ত মাথাটাকে বাগে আনার জন্য। তবে লড়াইর সমাপ্তি ঘটল আকস্মিকভাবে, ড্রিসকল কিছু বুঝে ওঠার আগেই। কং হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, পা ফাঁক করতে পারল কিছুটা, দু'হাতের মুঠোতে চেপে ধরল দানবীয় মাথা, পাথরের মত শক্ত বুকের সঙ্গে আছড়াতে লাগল। প্রচণ্ড বাড়িতে ভর্তা হয়ে গেল অজগরের মাথা। পুকুরের পানিতে প্রবল আলোড়ন উঠল আহত সাপের লেজের দাপাদাপিতে। কং-এর গা থেকে আলগা হয়ে এল নাগপাশ, থেতলানো মাথা নিয়ে পড়ে গেল পায়ের কাছে।

টলে উঠল কং। ধপাশ করে পড়ে গেল মাটিতে। দম আর শক্তি দুটোই ফুরিয়ে গেছে। এমনই দুর্বল লাগছে সাপের কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে আসার শক্তিও নেই। নির্জীবভাবে বসে থেকে

হাঁপাতে থাকল কং। কিছুক্ষণ পরে শক্তি ফিরে পেল সে। মরা সাপের কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে এল। অ্যানকে আবার তুলে নিল হাতের মুঠোয়। ভীত দৃষ্টিতে চারদিক দেখল একবার আশপাশে আর কোন বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কিনা।

দীর্ঘ অনুসরণের পরে এই প্রথম কোন ভয় লাগল না ড্রিসকলের। ছুরি হাতে বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে। কংকে এখুনি আক্রমণ করবে কিনা ভাবল একবার। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। কং যতই ক্লান্ত হোক না কেন, ওই বিরাট হাতের এক ঘুষি তাকে মাটির সাথে পিষে দিতে পারে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার পাথরের আড়ালে সেঁধুল ড্রিসকল। অপেক্ষায় থাকল সুযোগের। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে এলেও তাকে জেগে থাকতে হবে। দেখতে হবে কং কী করে, কান সজাগ রাখবে রেসক্যু পার্টির জন্য। সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার তাকে প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হবে অ্যানের জন্য। বলা যায় না কখন অ্যানের তাকে দরকার হয়।

রাত নেমেছে। ড্রিসকল যেখানে লুকিয়েছে সেখান থেকে কং-এর গুহা পরিষ্কার দেখা যায়। ধীর গতিতে তার আস্তানার দিকে এগোচ্ছে পশু-দেবতা। ঠিক রাস্তা বলা যাবে না ওটাকে তবে পাথুরে চত্বরে পা ফেলে চলা যায়। ড্রিসকল ভাল করে দেখে রাখল জায়গাটা, প্রয়োজনে যাতে সে-ও ওদিক দিয়ে যেতে পারে।

অবশেষে গুহার সামনে এসে দাঁড়াল কং, অ্যানকে নামিয়ে রাখল দুই পায়ের ফাঁকে। অচেতন অ্যান ওখানেই শুয়ে থাকল নিশ্চল ভঙ্গিতে। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল কং। প্রতি দমে ফিরে পাচ্ছে শক্তি। মাথা দোলাচ্ছে সে, হাত নাড়ছে। হাত তুলে বুকে দমাদম চাপড় মারতে লাগল কং, গলার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বিজয় উল্লাসের তীব্র হুংকার।

মাথার উপরে, তারাজ্বলা আকাশে দানব আকারের একটা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। কান পেতে যেন সে শুনল কং-এর

চিৎকার। পাখিটাকে দেখতে পেয়ে দ্বিগুণ হলো কং-এর উল্লাসধ্বনি, হাত ছুঁড়তে লাগল চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে।

নীচে, অন্ধকারে ড্রিসকল দেখতে পেল নড়ে উঠেছে অ্যান। উঠে বসল। মাথার উপরে মেঘ গর্জনের শব্দে মুখ তুলে চাইল। তারপর গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার, ঠিক যেভাবে চিৎকার দিয়েছিল বেদীতে দাঁড়িয়ে কংকে দেখার পরে

অ্যানের চিৎকারে থেমে গেল কং-এর বিজয় উল্লাস। তাকাল নীচে। আবছা আলোয় অ্যানকে একটা ছায়ার মত লাগল, শুধু ফর্সা কাঁধ জোড়া চিকচিক করছে। ঝুঁকল কং, অ্যানের ফাঁপানো চুলে হাত বুলাল। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল, নেড়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল ধবধবে ফর্সা জিনিসটাকে কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য।

আবার চিৎকার দিল অ্যান। কং চট করে ধরে ফেলল ওকে। মোটা আঙুলের খোঁচায় মেয়েটার পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেল। আরও উন্মুক্ত হয়ে পড়ল দুধে আলতা শরীর। কং নরম ত্বক স্পর্শ করল। ছেঁড়া কাপড় ধরে টান দিল। তারপর শক্ত হাতে অ্যানকে ধরে রেখে কাপড় ছিঁড়তে লাগল। যেভাবে শিম্পাঞ্জি কাপড় ছিঁড়ে নগ্ন করে পুতুল। একেকটা কাপড় ছিঁড়ছে, উত্তেজনা বোধ করছে কং, ছেঁড়া কাপড় আর ফর্সা শরীরটার মাঝে একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করতে চাইছে যেন।

চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে গেল অ্যানের, আর ওদিকে ড্রিসকল, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পাথুরে তাক বেয়ে উপরে উঠছে। রেসক্যু পার্টির চিহ্নও নেই। তার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ভয়ানক পরিশ্রমে বিপর্যস্ত শরীর আর চলতে চায় না। বারবার আছাড় খেল সে। একবার আছাড় খেয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে যাচ্ছিল ড্রিসকল। শেষ মুহূর্তে একটা পাথর আঁকড়ে ধরে রক্ষা পেল। আবার উঠতে লাগল।

কং তার পতনের শব্দ কেন শুনতে পায়নি ভেবে অবাক হচ্ছিল ড্রিসকল। মুখ তুলে চাইতেই দেখল গুহার দেয়ালের পাশ থেকে বেরিয়ে আসা সরু পাথুরে তাকের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে প্রকাণ্ড মুখখানা। ওই চেহারায় ক্রোধ দেখতে পেলে বাঁচার আশা ছেড়ে দিত ড্রিসকল। তবে ক্রোধ নয়, কৌতূহল আছে কদাকার মুখটিতে। কং কিছু একটা শব্দ হয়তো শুনেছে তবে অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি। পাথরের দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল ড্রিসকলের। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ করেই মাথার উপর থেকে নেই হয়ে গেল কং-এর মুখ।

শেষের কয়েক কদম দাঁতে দাঁত চেপে উঠতে লাগল ড্রিসকল। তাকে কং যদি দেখেই ফেলে তবে এত সাবধানতা অবলম্বনের কোন মানেই হয় না। তবে কং অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে ড্রিসকল ভালয় ভালয় পৌঁছে যাবে তার গন্তব্যে।

অনেক কষ্টে উপরে উঠে সে দেখল কং প্রকাণ্ড এক টেরোড্যাকটিলকে চেপে ধরেছে, ওটার দফারফা করছে।

তবে এবারে তেমন মারামারি হলো না। বরং বলা যায় লড়াইটা ছিল একতরফা। পাখিটা পাহাড়ের গায়ে অ্যানের ধবধবে শরীর দেখতে পেয়ে তাকে খাবার ভেবে আকাশ থেকে ডাইভ দিয়ে পড়েছিল। তবে লম্বা নখ দিয়ে অ্যানকে ছিন্নভিন্ন করার আগেই কং খপ্ করে পাখিটার গলা চেপে ধরে। সে টেরোড্যাকটিলকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে ড্রিসকলের উপস্থিতি টের পায়নি।

অ্যানের কোন ক্ষতি হয়নি। কং টেরোড্যাকটিলের গলা চেপে ধরে টেনে আনল অ্যানের কাছ থেকে। দানব পাখিকে নিয়ে কং ব্যস্ত, অ্যান টলতে টলতে ছুটে গেল পাথুরে প্ল্যাটফর্মের কিনারে। ড্রিসকল ওকে ডাকার ঝুঁকি নিল।

'অ্যান,' ফিসফিস করল সে।

'জ্যাক! ওহ্, জ্যাক!'

ড্রিসকলের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোল অ্যান। কং ওদের দিকে পেছন ফেরা, দু'জন দুজনকে জড়িয়ে ধরল গভীর আবেগে। আতঙ্কিত শিশুর মত ফিসফিসে গলায় কথা বলতে লাগল।

'জানো, জ্যাক! আমি কতবার তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি কিন্তু তোমার কোন পাত্তাই নেই।'

'এই তো আমি এসে পড়েছি, অ্যান।'

ওকে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দেয়ার ভান করল ড্রিসকল যদিও নিজেই কোন ভরসা পাচ্ছে না।

'জ্যাক! আমাকে এই নরক থেকে নিয়ে চলো!' শিউরে উঠল অ্যান। 'দানবটা যেন আমাকে আর ছুঁতে না পারে।'

ছুরিটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল ড্রিসকল। 'ভয় পেয়ো না, সোনা। ও তোমার গায়ে আর হাত দিতে পারবে না।' নীচে তাকাতেই পুকুরটা দেখতে পেল। যদি লাফ দিয়ে পড়া যায়…

'অ্যান!' ফিসফিস করল সে। 'আমরা…'

ড্রিসকল কথা শেষ করতে পারল না, ধরা পড়ে গেল কং-এর চোখে। টেরোড্যাকটিলকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দেহাবশেষ পাথুরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দানব, দেখে ফেলল ওদেরকে। ক্রোধে জ্বলে উঠল সে, ভয়াবহ গর্জন বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

'লাফাও, অ্যান!' চিৎকার করে বলল ড্রিসকল, অ্যানের কোমর জড়িয়ে ধরে দু'জনে লাফ মারল এক সঙ্গে।

ষোলো

অ্যান ভেবেছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হবে পুকুরের পানি। তাই লাফ দেয়ার সময় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে রেখেছিল সে। তবে উষ্ণ পানির পরশে অবাক লাগল তার। ক্ষত আর আড়ষ্ট পেশীগুলো গরম পানির স্পর্শে যেন আরাম পেল। উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে পুকুরের গভীরে সেঁধিয়ে গেছে অ্যান। লাফিয়ে পড়ছে, ড্রিসকল চেঁচিয়ে বলেছিল, 'ভয় নেই, শুধু দম বন্ধ করে থেকো।' অ্যান শ্বাস বন্ধ করেই রেখেছিল। ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রপেলারের মত পা চালাতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড পরে ভুস্ করে ভেসে উঠল পানির উপর। মুখ হাঁ করে বাতাস টানতে লাগল অ্যান।

'ঠিক আছ? তুমি ঠিক আছ তো?' ড্রিসকল সাঁতরে চলে এল ওর পাশে। চোখ পিটপিট করে ঝেড়ে ফেলল পানি। চুল বেয়েও পানি ঝরছে।

'হ্যাঁ।' অস্পষ্ট গলায় বলল অ্যান। 'আমি সাঁতার কাটতে পারব। কিন্তু জ্যাক, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি সত্যি আমার কাছে এসেছ।'

'আমি তোমার সঙ্গেই আছি,' অভয় দিল ড্রিসকল, ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝলক দেখে নিল কং ধাওয়া করেছে কিনা।

কং পানি খুব ভয় পায়। তাই ওদের ধরার জন্য পুকুরে লাফিয়ে পড়েনি সে। কারণ জানে এ পুকুর খুব গভীর। সে থই পাবে না। আর পায়ের তলায় মাটি না থাকলে অত্যন্ত অসহায়

বোধ করে কং। তাই সে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড় থেকে নামতে লাগল।

ড্রিসকল হাত বাড়িয়ে অ্যানকে পানির ঘূর্ণিটা দেখাল। কী করতে হবে বলল।

'আমি রেডি,' বলল অ্যান। 'তবে তুমি কিন্তু আমার পাশেই থাকবে, জ্যাক।'

'আচ্ছা। থাকব।' জ্যাক অ্যানকে ছুঁয়ে আশ্বস্ত করল।

কং শেষ লাফ মেরে পুকুরের ধারে এসে পড়ল। গলা দিয়ে একের পর এক ক্রুদ্ধ গর্জন বেরিয়ে আসছে, ভাঁটার মত জ্বলছে চোখ, লম্বা হাত বাড়িয়ে দিল অ্যানকে ধরার জন্য।

আতঙ্কে চিৎকার দিল অ্যান।

'ডুব দাও!' চেঁচাল ড্রিসকল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল অ্যানের শরীরে। একটা ঝিলিক দেখল ড্রিসকল। পরমুহূর্তে পানির নীচে অদৃশ্য মেয়েটি। ড্রিসকলও ডুব দিল। জোরে জোরে পায়ে স্ট্রোক মেরে এগিয়ে চলল ঘূর্ণির দিকে। চ্যানেল বা খালের মুখে ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠল অ্যান মুখ ভরে বাতাস নিতে। ড্রিসকল তার আগেই পৌঁছে গেল ওখানে। কং ব্যগ্র চোখে খুঁজছিল ওদেরকে। হয়তো উদ্দেশ্যও টের পেয়ে গিয়েছিল। অ্যান আর ড্রিসকলকে খালের মুখে ভেসে উঠতে দেখে তীর বেগে ছুটে গেল সে, লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিল ঝট করে।

'ডুব দাও!' আবার চেঁচাল ড্রিসকল।

শরীরে ঝিলিক তুলে পানির নীচে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যান।

এবার দূরত্বটা ওর নাগালের মধ্যে। পানির নীচে ফর্সা দেহটা নিখুঁত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যের দিকে। প্রতি মুহূর্তে ছেঁড়া জামাকাপড়গুলো গা থেকে খসে পড়ছে হাত-পার নড়াচড়ায়। বুক ভরে এবার দম নেয়ার সুযোগ পেয়েছে অ্যান তাই ড্রিসকলকে

দেখার জন্য পেছন ফিরতে সাহস পেল। বুক ধক করে উঠল পানির উপরে রোমশ একটা থাবা দেখে। একই সময় জ্যাকের হাত তার গোড়ালি ছুঁয়ে গেল জানাতে সে অ্যানের পিছনেই আছে। সাহস পেল অ্যান।

ঘূর্ণির কাছাকাছি আসতেই টান খেল শরীর। পরক্ষণে দু'জনে ডিগবাজি খেয়ে ঢুকে পড়ল ঘূর্ণির মধ্যে। ঘূর্ণির সে কী টান! ড্রিসকল বুঝতে পারল ঘূর্ণির টানে ভূগর্ভস্থ সেই পথ ধরে তারা এগিয়ে চলেছে। দাঁতে দাঁত চেপে রইল সে। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ফেটে যেতে চাইছে বুক। অ্যানের অবস্থাও একই রকম। মনে হলো এ পথ যেন আর ফুরোবে না। ফুসফুস ফেটে যাওয়ার জোগাড়, চোখে লালনীল সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করেছে, এমন সময় ভেসে উঠল সে পানির উপর। নরম চাঁদের আলোয় পাথুরে তীর চোখে পড়ল তার।

'জ্যাক!' জোরে ডাকল অ্যান।

ড্রিসকলকে দেখতে না পেয়ে পুরানো ভয়টা ফিরে এল, একা থাকার আতঙ্ক। পানির উপর পিঠ দিয়ে চিৎ হলো অ্যান, খুঁজছে ড্রিসকলকে, ওর পাশেই ছিল সে, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মাথা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল অ্যান। যদিও দেখা যাচ্ছে না তবে অনুভব করছে আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে সে, স্রোতের বেগ বেড়ে গেছে। 'এখন আর কোন সমস্যা নেই,' অ্যানের কানে কানে বলল জ্যাক। 'এ স্রোত সোজা আমাদেরকে গ্রামে নিয়ে যাবে। কং আমাদের পিছু নিলেও অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হবে তাকে। তবে হাতে সময়ও নেই। চলো, সাঁতার শুরু করি।'

ড্রিসকলের হাতের উপর শরীরের ভর রেখে ভেসে চলছিল অ্যান, কৃতজ্ঞচিত্তে স্পর্শ করল তাকে।

'জ্যাক!' সাথে সাথে আঁতকে উঠল ও। 'তোমার মুখে রক্ত!'

'কং!' ব্যাখ্যা করল ড্রিসকল। কপাল কেটে গেছে অনেক খানি।

'খালে ডুব দেয়ার সময় ওর হাতের নখ লেগে গিয়েছিল।' কপালের আঘাতটা মারাত্মক। নখের আঁচড়ে মাংস কেটে ঝুলে পড়েছে। অ্যান পরম মমতায় কাটা জায়গাটার পাশে আঙুল বুলাল।

'কিন্তু ডিয়ার,' কান্না চাপা দেয়ার জন্য জোর করে হাসল ও। 'আমার পরনের কাপড় এমনভাবে ছিঁড়েছে তোমাকে যে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেব তারও উপায় নেই। তবে তীরে উঠি যেভাবে হোক ব্যান্ডেজ বাঁধার ব্যবস্থা করবই।'

মুচকি হাসল শুধু ড্রিসকল, কিছু বলল না। সেও চিৎ হয়ে সাঁতার কাটছে। হাত দিয়ে ধরে রেখেছে অ্যানের মাথা। এবার ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল, ডুব দিল পানির নীচে। একটু পর ভেসে উঠল অ্যান। থুথু ছিটাল। পানি ঢুকে গেছে মুখে।

'তোমাকে চুমু দেয়ার লোভ সামলাতে পারিনি,' সরল স্বীকারোক্তি ড্রিসকলের। 'পালিয়ে আসতে পারার আনন্দের বহিঃপ্রকাশও বলতে পার।'

তার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসল অ্যান।

ওর স্মৃতি থেকে এখনও রাত আর দিনের আতঙ্ক মুছে ফেলতে পারেনি। অ্যান জানে কং ওদের পিছু নিতে পারে। এমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, ড্রিসকল ধরে না রাখলে অনেক আগেই খরস্রোতা নদীর পাথুরে পাতালে তলিয়ে যেত সে। খিদেয়ও শরীর ভয়ানক দুর্বল। তবু রক্ষা পাবার আনন্দে আনন্দিত সে। চোখের ইশারায় ড্রিসকলকে কাছে ডাকল অ্যান। এক হাত দিয়ে ঘাড় জড়িয়ে ধরে হালকা চুমু খেল মুখে।

'আমিও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চাই,' বলল ও। 'তা ছাড়া আমিও নিজেকে সামাল দিতে পারিনি।'

অ্যানকে তৃতীয়বার চুমু খেল ড্রিসকল। এবারে দীর্ঘস্থায়ী হলো চুম্বন পর্ব। তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে

বলল, 'আমাদের কারোরই আসলে আক্কেল জ্ঞান নেই।'

'আক্কেলজ্ঞানের দরকারও নেই,' ড্রিসকল কীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছে বুঝতে পেরে মুচকি হাসল অ্যান।

'আমরা কোথায় চলেছি ধারণা করতে পার?' প্রসঙ্গ পাল্টাল ড্রিসকল।

'তুমিই বলো।'

নদী কোথায় গিয়ে মিশেছে ব্যাখ্যা করল ড্রিসকল। স্রোতের বেগ এখন আগের চেয়ে কম।

'শরীরে একটু শক্তি ফিরে পেলেই সাঁতার শুরু করবে।' বলল ড্রিসকল। 'তবে তাড়াহুড়োর দরকার নেই। তা হলে আবার ক্লান্ত হয়ে যাবে। খুব বেশি দূর সাঁতার কাটতে হবে বলে মনে হয় না। যদিও হাতে সময় কম।'

'এখন সাঁতার কাটতে পারব মনে হচ্ছে,' বলল অ্যান। 'অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও।'

পানিতে উপুড় হলো সে, জোরে সাঁতার শুরু করে দিল।

'তাড়াহুড়ো কোরো না,' সতর্ক করল ড্রিসকল। 'স্রোতের বিরুদ্ধে সামান্য লড়াই করতে হবে। প্রথমে জোরে স্ট্রোক দেবে, তারপর আস্তে।'

নদীর তীরের ছায়ায় ছন্দবদ্ধভাবে হাত ও পা চালাতে লাগল অ্যান ড্রিসকলের নির্দেশ মত।

'হ্যাঁ এভাবে। খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে গেলে ভাসমান কাঠের গুঁড়ি ধরে সাঁতার কাটতে পারবে। কিন্তু এতে সমস্যা আছে। মন্থর হয়ে যাবে গতি। আমার দরকার জোর সাঁতার।'

'আমি আরও কিছুক্ষণ জোরে সাঁতরাতে পারব।'

'ডাইনোসরটাকে যে হ্রদে দেখেছিলাম ওখানে পৌঁছুতে পারলে আর সাঁতার কাটার দরকার হবে না। তীরে উঠে হাঁটা পথ ধরব।'

হাঁটতে হবে শুনে হতাশ বোধ করল অ্যান। হাঁটার মত শক্তি একদমই নেই।

'আমি এভাবে ভেসে যেতে পারব,' বলল সে। 'কিন্তু এক কদমও হাঁটতে পারব না।'

'হাঁটতে হবে না। তোমাকে পিঠে বয়ে নিয়ে যাব।'

'বয়ে নিয়ে যাবে! অসম্ভব! তোমার শরীরের যা অবস্থা!'

কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল ড্রিসকল, তারপর নরম গলায় বলল, 'শরীরের অবস্থা যা-ই থাকুক দরকার হলে তোমাকে আমি দশ মাইল রাস্তা বয়ে নিয়ে যাব।'

আমার যতই কষ্ট হোক, হাঁটব আমি, মনে মনে বলল অ্যান। জানে ওকে বয়ে নেয়ার শক্তি নেই জ্যাকের। অথচ দরকার পড়লে সে তা-ই করে দেখাবে! জ্যাকের আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ অ্যান। মনের ভিতরের ভয়টাও যেন দূর হয়ে গেল অনেকটা।

'ও কি আমাদের পিছু নিয়েছে, জ্যাক?'

'আমার তা-ই মনে হচ্ছে,' গলা কেঁপে গেল ড্রিসকলের। 'ভাবছি আমরা কোন চিহ্ন রেখে আসিনি। ওর কাছ থেকে অনেক দূরেও চলে এসেছি। তারপরও কী করে ও আমাদের পিছু নেয়! তোমার খোঁজে কি ও গ্রাম পর্যন্ত ধাওয়া করে যাবে···শেষের কথাটা আপন মনে বলল সে। 'সামান্য একটা পশুর এত বোধবুদ্ধি···আশ্চর্য!'

'ও কি সত্যি সামান্য একটা পশু?' নিচু গলায় বলল অ্যান।

'মানে?'

এক মুহূর্ত নীরব থাকল অ্যান। তারপর কথা বলার সময় ইচ্ছে করেও বন্ধ করে রাখতে পারল না কাঁপুনি।

'জ্যাক! ওর হাতের মুঠোয় বন্দি হয়ে থাকার অনুভূতি তুমি বুঝবে না। ও যেভাবে আমার দিকে তাকাত···আমাকে হাতে তুলে নিয়ে পাহাড় বাইত···শুরু থেকে কং আমার প্রতি যেরকম আচরণ করেছে···আমি অবাক হয়ে ভেবেছি···কথা শেষ করতে পারল না অ্যান; শিউরে উঠল ভয়ে।

ড্রিসকল সস্নেহে বাড়িয়ে দিল একটা হাত। 'কং-এর কথা

ভুলে যাও,' আদেশের ভঙ্গিতে বলল সে। 'ও কোনও রহস্য নয়। খুব বেশি ক্লান্তির কারণে ওর কথা মনে পড়ছে বারবার।'

'আমি তো ভুলে যেতেই চাই কিন্তু পারি না,' বলল অ্যান। ড্রিসকলের কাছে চলে এল ও।

ঝিলিমিলি চাঁদের আলো মাখা জলে সাঁতার কাটছে ওরা। এদিকে স্রোত একটু বেশি। উজান ঠেলে এগোতে খুব পরিশ্রম হচ্ছে। অ্যানের কষ্ট দেখে ওকে জোর করে কিছুক্ষণ তীরে বসে বিশ্রাম করতে দিল ড্রিসকল। যদিও খুব সামান্য সময়ের বিশ্রাম তবে তাতেই শরীরে অনেকখানি শক্তি ফিরে পেল অ্যান।

'এদিকে নদীর তীর কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করেছে লক্ষ করেছ,' আবার সাঁতার কাটার কিছুক্ষণ পরে ফিসফিস করে বলল ড্রিসকল। অনেকক্ষণ ধরেই ওরা জোরে কথা বলছে না, ফিসফিস করছে। শরীরের শক্তি নিঃশেষ প্রায়।

'তোমার হ্রদের কাছাকাছি এসে পড়েছি বোধহয়,' অনিশ্চিত গলায় বলল অ্যান।

একটু পরে আর সাঁতার কাটার ক্ষমতা রইল না ওদের। ওরা সমভূমিতে এসে পড়েছে। ড্রিসকল অ্যানকে নিয়ে উঠে পড়ল তীরে। আপত্তি সত্ত্বেও পাঁজাকোলা করে তুলে নিল অ্যানকে। ড্রিসকলের বুকে মাথা রেখে আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল মেয়েটা। ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ভরা জঙ্গলে ঢুকছে ড্রিসকল, চোখের পাতা ভারী হয়ে এল অ্যানের। ড্রিসকলের দু'বাহুর মাঝে পরম আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে সে। কিছুক্ষণ পর ওকে কোল থেকে নামাল ড্রিসকল।

'একটু বিশ্রাম নেব,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে ওরা, মাথার উপর বিরাট গাছের ছায়া, পাতার ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছে রূপোলি জোছনা। এক মিনিট পর আবার অ্যানকে কোলে তুলে নিল ড্রিসকল।

আরও বার তিনেক থেমে বিশ্রাম নিতে হলো। চতুর্থবার

পায়ের নীচে মাটির ছোঁয়ায় চোখ মেলে চাইল অ্যান। নদীর কাছে ফিরে এসেছে ওরা। নদীতে আগের মত স্রোত। ওদের পেছনে হ্রদ।

'কীসের শব্দ ওটা?'

শক্ত হয়ে গেল ড্রিসকলের শরীর। তাদের পেছনে, বেশ অনেকটা দূর থেকে ভেসে এল গাছপালা ভাঙার শব্দ।

'কী জানি কীসের শব্দ,' দ্রুত বলল জ্যাক। 'চলো।'

অ্যান জানে ড্রিসকল ঠিকই বুঝতে পেরেছে শব্দটা কীসের। কং আসছে! ভয়টা আবার পেয়ে বসল ওকে।

নদীতে নেমে পড়ল ওরা। ভয়ের চোটে সাঁতারের গতি বেড়ে গেছে অ্যানের। বিশ্রামেও শরীরের শক্তি ফিরে এসেছে অনেকটা। দ্রুত সাঁতার কেটে চলল দু'জনে। অ্যান একটু ঢিলে দিলেই কাঁধের নীচে হাত চালিয়ে ওকে টেনে নিয়ে চলল ড্রিসকল।

হঠাৎ অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন শুনতে পেল ওরা। উৎসাহিত হয়ে অ্যানের গায়ে হাত রাখল ড্রিসকল। 'তোমাকে বলেছি না এই স্রোতের সৃষ্টি জলপ্রপাত দ্বারা? ধারাটা গিয়ে মিশেছে জংলীদের গ্রামে। শব্দটা আসলে জলপ্রপাতের।'

গুনগুন ধ্বনি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'সাঁতার কেটে এগোনো খুব কঠিন হবে,' ফিসফিস করল ড্রিসকল। 'তবে বনজঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলতে গেলে দেরী হয়ে যাবে।'

'সাঁতার কাটতে আমি ভয় পাই না,' বলল অ্যান।

'এই তো সাহসী মেয়ের মত কথা,' খুশি হলো ড্রিসকল।

'সত্যি ভয় পাই না। তবে তুমি আমার পাশে থাকবে।'

'অবশ্যই থাকব।'

সামনে ফুঁসে ওঠা কালো পানি দেখতে পেল ওরা। ঠিক তখন জঙ্গল থেকে গাছপালা ভাঙার শব্দ ভেসে এল। যদিও অনেক দূর থেকে তবে শব্দটা শোনা গেল পরিষ্কার। কং-এর ভয় ওদের

সাঁতারের গতি বাড়িয়ে দিল।

টগবগ করে ফুটতে থাকা পানি ঘূর্ণির মত ঘুরছে ওদের পাশে, টান মেরে নিয়ে চলল জলপ্রপাতের দিকে।

তবে এবার পানির নীচে বেশীক্ষণ নাকানি চোবানি খেতে হলো না, অল্প পরেই ভেসে উঠল। তবে এটুকু সময়েই যথেষ্ট ভোগান্তি হলো। তীরে টলতে টলতে উঠে এল দু'জনে। ড্রিসকলের ডান হাতটা অবশ, রক্ত ঝরছে; অ্যানের ফর্সা উরু, নিতম্ব আর হাঁটু টকটকে লাল। পাথরে বাড়ি খেয়ে কেটে গেছে।

'তোমার হাত ভাঙেনি তো?' শরীরের পাশে অবশ ভাবে হাতটাকে ঝুলতে দেখে প্রশ্ন করল অ্যান উদ্বেগ নিয়ে।

'নাহ্, শুধু অবশ হয়ে গেছে; আর কাটা ছেঁড়া নিয়ে ভাবি না। কিন্তু অ্যান, তোমার তো অনেক জায়গায় লেগেছে!'

'বেচারী মেয়েটার ব্যান্ডেজ করার কিছু নেই,' হাসল অ্যান, পরনের শতছিন্ন পোশাকের দিকে তাকাল হতাশ হয়ে। 'তবে এতে কিইবা এসে যায়? দ্যাখো, জ্যাক, দ্যাখো!'

অন্ধকার মালভূমির ওপাশে, বেদীর অস্পষ্ট অবয়বের পেছনে আলো দেখা যাচ্ছে। চোখ কচলে আবার তাকাল ওরা...সামান্য খোলা গেট দিয়ে মশালের আলো দেখতে পেল।

'ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে!' চেঁচাল অ্যান। 'জ্যাক, ওহ্, জ্যাক! আমরা এসে পড়েছি!'

হাতে হাত ধরে স্বস্তি নিয়ে আলোর মশালের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। তারপর অক্ষত বাম হাত দিয়ে অ্যানের কোমর জড়িয়ে ধরে ওদিকে পা বাড়াল ড্রিসকল।

অন্ধকার ভেদ করে এগোচ্ছে, পাহাড় থেকে হুড়মুড় করে একটা শব্দ শুনতে পেল অ্যান। খুবই অস্পষ্ট আওয়াজ। তাও মাত্র একবারই শোনা গেল। ভুল শুনেছে, নিজের মনকে প্রবোধ দিল অ্যান, ড্রিসকলের বুকে মাথা রেখে পরম শান্তিতে হাঁটতে লাগল গেট লক্ষ্য করে।

সতেরো

লাম্পি সবার আগে দেখতে পেল ওদেরকে। কং সম্পর্কে সে এত গল্প শুনেছে যে দানবটাকে দেখার দারুণ আগ্রহ অনুভব করছিল। মনে ভয় নিয়েও খোলা গেটে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। অন্ধকার সমতলভূমিতে কিছুই চোখে পড়ছিল না। হঠাৎ বুড়ো হাড় শিরশির করে উঠল। দুটো ছায়ামূর্তি! এগিয়ে আসছে এদিকেই। মশালের আলোয় গেটের সামনের বেশ খানিকটা জায়গা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। ছায়ামূর্তি দুটো সেই আলোর কাছাকাছি আসতেই তাদেরকে দেখে চমকে গেল লাম্পি।

'ইয়াহু।' বুড়ো গলা ভেঙে ফেলল চেঁচাতে গিয়ে। 'মিস অ্যান আর মি. ড্রিসকল এসে পড়েছেন।' ছুটে গেল সে ওদের দিকে। লাম্পির চিৎকার ডেনহ্যামের কানে গেছে। দৌড়ে এল সে। পেছন পেছন ক্যাপ্টেন ইঙ্গলহর্নও। তার পিছু নিল নাবিকের দল। বেদীর সামনেটা আলোকিত মশালের আলোয়, পরিষ্কার চেনা গেল ড্রিসকলকে। অ্যানকে জড়িয়ে ধরে হেঁটে আসছে। প্রায় নগ্ন অ্যানকে দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল নাবিকদের।

'জ্যাক!' গলা ফাটাল ডেনহ্যাম। ঘুরল নাবিকদের দিকে। চোখেমুখে জ্বলজ্বল করছে বিজয়-উল্লাস। 'আমি বলিনি তোমাদেরকে যে জ্যাক ঠিকই অ্যানকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে?'

কেউ কোন কথা বলল না। বিস্ফারিত চোখে তারা ঘিরে ধরল অ্যান আর ড্রিসকলকে। লাম্পি বলল, 'মিস অ্যানকে কেউ নিয়ে

যাও। দেখছ না মি. ড্রিসকলের দশা!'

'অ্যানকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।' বলল ডেনহ্যাম।

ডেনহ্যামের মদের বোতলটা ড্রিসকলের দিকে এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ডেনহ্যাম পান করার পরেও খানিকটা মদ পড়ে আছে তলায়। এক ঢোকে খানিকটা পানীয় গিলল ড্রিসকল। শিউরে উঠল।

'এখন একটু চাঙা লাগবে শরীর।' বিড়বিড় করলেন ইঙ্গলহর্ন।

'আমি ওকে এনেছি!' কর্কশ শোনাল ড্রিসকলের গলা। 'আমি ওকে উদ্ধার করে এনেছি, স্কিপার।'

'ভাল মানুষ, মি. ড্রিসকল।' মন্তব্য করল এক নাবিক।

'শুধু ভাল মানুষ!' দাবড়ে উঠল লাম্পি। 'বলো মহান পুরুষ!' লাম্পির দিকে তাকিয়ে হাসল ড্রিসকল তারপর টলতে টলতে পা বাড়াল। নাবিকরা সবাই ওর পিঠ চাপড়ে দিল প্রশংসার ভঙ্গিতে।

ডেনহ্যাম অ্যানকে উঠোনের এক কোণে কোট আর হাবিজাবি দিয়ে তৈরি বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। ড্রিসকল ওর গায়ের উপর ঝুঁকল, বাড়িয়ে দিল মদের বোতল। তলানির শেষটুকু গলায় ঢালল অ্যান, কেশে উঠে সরিয়ে রাখল বোতল।

'মদটা ওর জন্য একটু কড়া হয়ে গেছে,' মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন।

'আমার কিছু লাগবে না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানায় উঠে বসল অ্যান। 'আমি ঠিক আছি।' ড্রিসকলকে জড়িয়ে ধরল। 'ওহ্, জ্যাক, আমরা সত্যি ফিরে এসেছি,' ফোঁপাতে লাগল ও।

'কেঁদো না! কেঁদো না!' ব্যস্ত হয়ে ওর মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন ইঙ্গলহর্ন। 'অবশ্যই তোমরা ফিরে এসেছ। শীঘ্রি তোমাদেরকে নিয়ে জাহাজে চড়ব আমরা।'

'কাঁদো, হানি,' ফিসফিস করল ড্রিসকল। 'কেঁদে হালকা করে নাও বুক।

'এই প্রথম,' অন্যদেরকে বলল সে, 'ওর চোখে পানি দেখলাম আমি।'

অ্যান আর ড্রিসকলকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে সবাই এমন মশগুল ছিল খেয়াল করেনি গাঁয়ে ফিরতে শুরু করেছে আদিবাসীরা। প্রথমে এক মহিলা উঁকি দিয়েছিল তার কুটির থেকে, তারপর নেই হয়ে যায়। অন্য মহিলারা অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে ছিল। তারপর একজন দ্রুত ছুটে যায় গ্রামের বাইরে। এরপর পুরুষরা ফিরে আসতে শুরু করে রাজা আর ওঝার নেতৃত্বে। কারও কারও হাতে সদ্য জ্বালানো মশাল, তারা দেয়াল বাইতে থাকে।

ইঙ্গলহর্ন প্রথমে দেখে ফেললেন কুচকুচে কালো মানুষগুলোকে। তীক্ষ্ণ গলায় হুকুম করলেন তিনি। 'বাড়ো! থামো!'

নাবিকরা দ্রুত ঘিরে দাঁড়াল অ্যানকে। তবে জংলীদের দেখে মনে হলো না কোনও ঝামেলা পাকাতে এসেছে। নারী-পুরুষ সবাই অবাক চোখে দেখছিল অ্যানকে। যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না কং-এর কবল থেকে কেউ বেঁচে ফিরতে পারে। এক ঘেয়ে সুরে, নিচু গলায় বলে চলছিল ওরা:

'কং...কং... কং...কং...কং...কং...কং...কং... কং...'

'এখন' জোর গলায় বলল ডেনহ্যাম, 'কং সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই তোমাদেরকে।'

'কী কথা?' জিজ্ঞেস করল ড্রিসকল।

'আমি এখানে ছবি বানাতে এসেছি,' জবাব দিল ডেনহ্যাম। 'তবে কং পৃথিবীর সব ছবির চেয়েও আমার কাছে দামী। এখন আর অ্যান ও ড্রিসকলের কোন ভয় নেই। এখন...আমি...ওই পশুটাকে...চাই।'

আকস্মিক বজ্রপাত হলেও বোধহয় সবাই এমন চমকে উঠত না। প্রতিটি লোক হাঁ করে তাকিয়ে রইল ডেনহ্যামের দিকে।

'কী!'

'ও পাগল হয়ে গেছে।'

'এত কিছুর পরেও ওঁর দেখছি কোন শিক্ষা হয়নি।'

নানাজন নানা মন্তব্য করল।

'আমি বুঝেশুনেই বলছি,' জেদী গলায় বলল ডেনহ্যাম। 'আমাদের কাছে গ্যাস বোমা আছে। কংকে যদি জ্যান্ত ধরতে পারি…'

'না!' বিস্ফোরিত হলো ড্রিসকল। গনগনে চেহারা নিয়ে ডেনহ্যামের সামনে এসে দাঁড়াল। 'কং এখান থেকে বহু দূরে। তার আস্তানায় খুলি পাহাড়ের ওই চুড়োয় উঠে একদল আর্মিও তাকে কব্জা করতে পারবে না।

'অবশ্য কং তার আস্তানা ছেড়ে নড়তে না চাইলে তা সম্ভব নয়।' সায় দিল ডেনহ্যাম। 'কিন্তু সে কি ওখানে বসে থাকবে?'

'কেন থাকবে না?'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ড্রিসকলের দিকে তাকাল ডেনহ্যাম।

'সে কেন আস্তানা ছেড়ে চলে আসবে তা তুমি ভালই জানো, জ্যাক। কং যাকে চায় সে এখন আমাদের কাছে।'

'তাকে সে আর কোনদিনই পাবে না, ডেনহ্যাম। আপনার যদি মতলব থাকে…'

'অ্যানকে টোপ হিসেবে ফেলব?' ডেনহ্যাম ড্রিসকলের অসমাপ্ত কথা শেষ করল। 'আরে নাহ্। তা আমি কখনোই করব না, জ্যাক, তুমি ভালই জানো। তবে তোমরা সবাই এও জানো কোন কাজে হাত দিলে তার শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি ছাড়ি না।'

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে আবার শুরু করল ডেনহ্যাম।

'কং-এর দিকে একবার যখন হাত বাড়িয়েছি এর শেষটাও দেখতে চাই। বীস্ট তার বিউটিকে দেখেছে। কাজেই তাকে টোপ বানানোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে এখনই আসবে। বীস্টের ইন্সটিংক্ট তাকে বলবে পাহাড়েই তার নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু

বিউটির স্মৃতি রয়ে গেছে তার ভিতরে। আর সেই স্মৃতি তার ইন্সটিংক্টের চেয়েও প্রবল। কাজেই বিউটি অর্থাৎ অ্যানের টানে নিজেই চলে আসবে সে।'

অ্যানের হাত ধরে ওকে সিধে হতে সাহায্য করল ড্রিসকল।

'আমি ওকে নিয়ে জাহাজে ফিরে যাচ্ছি,' বলল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে দেয়ালের উপরে যে জংলীরা একঘেয়ে গলায় বিড়বিড় করছিল, প্রচণ্ড ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল তারা। হাতের মশালগুলো জোরে দোলাতে দোলাতে, 'কং! কং!' বলে চেঁচাতে লাগল।

দেয়ালের বাইরে, অন্ধকার সমভূমি থেকে ভেসে এল কং-এর গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর গর্জন।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল অ্যান। ড্রিসকল জড়িয়ে ধরল ওকে।

'কং সত্যি ওর পিছু নিয়ে চলে এসেছে!' অবাক ডেনহ্যাম। পরমুহূর্তে হাঁক ছাড়ল, 'গেট আটকাও! জলদি! হুড়কো লাগাও!'

ইঙ্গলহর্ন লাম্পি আর কয়েকজন নাবিককে নিয়ে বৃত্তাকারে ঘিরে থাকলেন অ্যানকে, বাকিরা গেটের দিকে ছুটল। তাদের পিছু পিছু দৌড়াল ভয়ে আত্মা শুকিয়ে যাওয়া প্রায় অর্ধশত আদিবাসী।

বিরাট কাঠের দরজার পাল্লা হুট করে বললেই বন্ধ করা যায় না। ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে কবাট, দুই পাল্লার মাঝখানের সরু ফাঁক দিয়ে মশালের আলোয় কং-এর পাহাড়ের মত শরীর দেখা গেল। এসে পড়েছে দানব। তার বিকট হুংকারে দেয়ালের উপরের জংলীদের অনেকেই কেঁদে ফেলল ভয়ে।

দরজায় হুড়কো লাগানোর আগেই কং হামলা চালিয়ে বসল। থামের মত মোটা একটা পা ঢুকিয়ে দিল গেটের দরজার সরু ফাঁকে। তারপর হাত দিয়ে গেটে এমন জোরে ধাক্কা দিতে লাগল, মড়মড় করে উঠল পাল্লা। কং-এর হাত থেকে আর রক্ষা নেই

বুঝতে পেরে দেয়ালের উপরের জনতা গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল আর নীচের লোকগুলো মহা আতঙ্কে শুরু করে দিল ছোটাছুটি। ড্রিসকল ইতিমধ্যে অ্যানকে নিয়ে একটা কুটিরে লুকিয়েছে। ডেনহ্যাম গেটে ছুটে গেল তার নাবিকদের গেট সামাল দেয়ার নির্দেশ দিতে। কিন্তু গেটের পাল্লা আটকানো যাচ্ছে না, ফাঁকটা ক্রমে চওড়া হয়ে উঠছে বাইরের চাপে। কং ফাঁক দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল, অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছে, পেয়ে গেল এক নাবিককে। ঝট করে তাকে শূন্যে তুলে নিল। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে হতভাগ্য লোকটাকে দেয়ালের গায়ে এক আছাড় মেরে ভর্তা বানিয়ে দিল।

এ দৃশ্য দেখে তখনও যে ক'জন অতি সাহসী আদিবাসী প্রকাণ্ড কাঠের হুড়কো দরজার পাল্লায় আটকে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল, আত্মা উড়ে গেল তাদের। হুড়কো ফেলে চিৎকার করতে করতে পালাল তারা।

কং এবার কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল কাঠের প্রাচীরে। প্রচণ্ড আঘাতে গেটের লোহার বড় বড় কব্জা ছুটে গেল। তারপর বিকট শব্দে বিরাট গেটটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। নাবিকরা গেট ভেঙে পড়তে যাচ্ছে দেখে আগেই সরে গেছে নিরাপদ দূরত্বে। তবে আতঙ্কে পালাতে থাকা আদিবাসীদের বেশ কয়েকজন চাপা পড়ল ভাঙা গেটের নীচে। মারা গেল সাথে সাথে।

ভাঙা গেটের ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করল কং। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে, পায়ের কাছে অন্ধকার কুটির আর ছুটন্ত খুদে মানুষগুলোকে দেখছে তীক্ষ্ণ চোখে।

'বোমা!' চেঁচাতে লাগল ডেনহ্যাম। পাহাড় সমান আকৃতিটাকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে পিছু হঠল সে।

আবার চেঁচাল, 'বোমা!'

কং পা বাড়াল সামনে। অন্ধকারে ঢাকা গ্রামে ধৈর্যের সাথে খোঁজ চালাল। মশাল টশাল ফেলে জংলীরা সবাই পালিয়েছে।

কং একটার পর একটা কুঁড়ে ঘর লাথি মেরে ভেঙে ফেলতে লাগল। উঁকি দিয়ে দেখল। কিন্তু অ্যানকে কোথাও দেখতে না পেয়ে ভেঙে গেল ধৈর্যের বাঁধ। রাগে হুংকার ছাড়তে লাগল কং সেই সাথে তছনছ হতে লাগল কুঁড়েগুলো। ডেনহ্যাম এক দৌড়ে চলে এসেছিল কতগুলো গাছ আর কুটিরের আড়ালে। এবার কং যেদিক দিয়ে আসছে সে রাস্তায় উঠে এল। দু'হাতে দুটো বোমা নিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে মেপে নিল তার কাছ থেকে কং-এর দূরত্ব। নাবিকরাও হাতে বোমা নিয়ে তৈরি, ডেনহ্যামকে সাহায্য করবে। ড্রিসকল অ্যান আর লাম্পিকে নিয়ে গ্রামের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে পড়েছে, উজ্জ্বল জোছনায় ছুটছে তীর অভিমুখে।

'ও আমাদেরকে এখনও দেখতে পায়নি,' আরেকটা কুঁড়ের সামনে কংকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে দলের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল ডেনহ্যাম। 'তোমরা ড্রিসকলের কাছে যাও। আমিও আসছি। কং ধাওয়া করলে ওকে বোমা মারব।'

ছুটল নাবিকরা, ডেনহ্যাম শেষবারের মত উদ্বেগ নিয়ে কং-এর দিকে তাকাল। ক্রোধে উন্মত্ত কং আরেকটা কুটির লাথি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। কুটিরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক জংলী পরিবার। বিশাল পায়ের চাপে মুহূর্তে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল কং। তাদের মরণ চিৎকারে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল ডেনহ্যামের। তারপর অসহায়ের মত দলের পেছন পেছন দৌড়াল।

কং গ্রাম তছনছ করে এগিয়ে চলল। গ্রাম ধ্বংস করে যখন সে বেরিয়ে এল ততক্ষণে নৌকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে অ্যান। তবে ঝলমলে জোছনায় ওদেরকে দেখে ফেলল কং।

আকাশ ফাটিয়ে গর্জন ছাড়ল সে। দমাদম পিটিল বুক তারপর ভয়ানক গতিতে ছুটে গেল সাগর তীরে।

কংকে এগিয়ে আসতে দেখে ডেনহ্যাম ওর লোকদের দাঁড়িয়ে

পড়তে নির্দেশ দিল। অ্যান আর ড্রিসকলকে আড়াল করে দাঁড়াল তারা। ডেনহ্যাম হাতে বোমা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার পাশে লাম্পি। আরও একজোড়া বোমা তার হাতে। তীর থেকে কং বেশ দূরে, প্রথম বোমাটা ফাটাল তার আসার রাস্তায়। ঘন ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে গেল পশু-দেবতার আপাদমস্তক।

ডেনহ্যাম পিছু হঠতে হঠতে আরেকটা বোমা ছুঁড়ল। কিন্তু ধোঁয়ার মেঘ কেটে এগিয়েই আসতে লাগল কং। তৃতীয় বোমাটাও ছোঁড়া হলো।

ড্রিসকল অ্যানকে নিয়ে একটা নৌকায় উঠে পড়েছে, কং তাদের কাছ থেকে একশ গজ দূরেও নেই। তবে তার অমিত তেজ অদৃশ্য। ক্রুদ্ধ গর্জন পরিণত হয়েছে প্রবল কাশিতে, কাঁধের উপর মাথাটা ডানে আর বামে ঢলে পড়ছে। টলছে পা।

সাহস নিয়ে কয়েক কদম বাড়ল ডেনহ্যাম। চতুর্থ বোমাটা সোজা আছড়ে পড়ল কং-এর চওড়া বুকে। ঘন ধোঁয়া আর বিষাক্ত তরলে যেন গোসল করে উঠল কং, অন্ধের মত তবু এগোচ্ছে সে।

একটা হাত বাড়িয়ে দিল পশু-দেবতা ডেনহ্যামকে ধরার জন্য, ধাক্কা লেগে পড়ে গেল সে। কং দু'হাত তুলল অ্যানের দিকে, প্রায় ধরে ধরে অবস্থা, এমন সময় ধপাশ করে বালুর উপর আছড়ে পড়ে গেল। চাঁদের আলোয় তার বিশাল শরীরটা পাহাড়ের মতই দেখাল।

'নৌকায় উঠে পড়ো সবাই,' হুকুম দিলেন ইঙ্গলহর্ন। তারপর ছুটে গেলেন ডেনহ্যামের কাছে। ওকে সিধে হতে সাহায্য করলেন।

'লাগেনি তো আপনার?'

'আমি? আরে না। আপনাকে বলেছিলাম না ওকে ধরব। আপনি জাহাজে ফিরে যান, স্কিপার। লোকজন পাঠিয়ে দিন। নোঙর করার শিকল আর কিছু যন্ত্রপাতি সঙ্গে আনতে বলবেন।'

'আপনি এই দানবটাকে...'

'কেন নয়? যে গ্যাস খেয়েছে তাতে এক হপ্তা ব্যাটা নিশ্চিন্তে ঘুমাবে।'

'আপনি ওকে জাহাজে তুলবেন কীভাবে?'

'শিকল দিয়ে বাঁধব, ভেলা বানিয়ে জাহাজে নিয়ে তুলব। বন্দি করে রাখব স্টীল চেম্বারে।'

'কিন্তু শুধু শিকল দিয়ে ওকে বেঁধে রাখা যাবে না।'

'ওকে শুধু শিকল দিয়ে বেঁধেই রাখব না, জন্মের মত একটা শিক্ষাও দেব। যে শিক্ষা দিয়ে মানুষ সবসময় পোষ মানিয়ে এসেছে জানোয়ারদেরকে। ভয়! শিকলে কাজ না হলে ওকে ভয় দেখিয়ে বশ করব।'

উল্লসিত হয়ে ক্যাপ্টেনের কাঁধে চাপড় মারল ডেনহ্যাম। 'আপনি বুঝতে পারছেন না, স্কিপার? আমি পৃথিবীর সেরা জিনিসটাকে বন্দি করেছি। এর দাম কয়েক মিলিয়ন ডলার। আমি একে দেখাব। ব্রডওয়ের সবাই একে দেখবে। কেউ মিস করবে না প্রদর্শনী। এ হলো কিংকং! বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য!'

আঠারো

আমেরিকা। নিউ ইয়র্ক।

টাইমস স্কোয়ারের চারটে ব্লক উপচে ভিড় চলে গেছে ব্রডওয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাফিক পলিশ, টাইমস স্কোয়ারের সাইড স্ট্রীটগুলোর উপরে আর নীচ

দিয়ে যেতে বলছে ট্যাক্সিক্যাবগুলোকে। সবচেয়ে ভিড় যেখানে, পুরো রাস্তা দখল করে আছে জনতা, তাদের মাথার উপরে ঝুলছে বিরাট এক সাইনবোর্ড, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা :

কিংকং, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য

সাইনবোর্ডের নীচে নানা রঙের পোশাক পরা নানা কিসিমের মানুষ গিজগিজ করছে। গোটা শহরের মানুষ চলে এসেছে এখানে। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে সাইনবোর্ডের দিকে।

'কিংকংটা কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করল টেনথ এভিন্যু থেকে আসা ধোপদুরস্ত পোশাক পরা এক লোক।

'শুনেছি এক ধরনের গরিলা,' জবাব দিল পার্ক এভিন্যুর বাসিন্দা এক ছোকরা।

'তুমি ঠিক জানো?' সন্দেহ টেনথ এভিন্যুর গলায়।

'ও মিথ্যা বলেনি,' সায় দিল ব্রনক্সের এক অধিবাসী। 'হাতির চেয়েও বড় গরিলাটা। ভিতরের খবর এটা।'

'তাই নাকি?' ভুরু কোঁচকাল ফ্রক পরা এক তরুণী। 'ওরা চালাকি করছে না তো!'

'মাই ডিয়ার!' বিড়বিড় করলেন প্যারিস গাউন গায়ে এক মহিলা। 'কী উচ্ছৃঙ্খল জনতা!'

'শুনলেন কথাটা?' হিসিয়ে উঠলেন রিভারসাইড ড্রাইভ থেকে আসা হ্যাট মাথার এক ভদ্রলোক। 'অর্কেস্ট্রা সীটের জন্যে কুড়ি ডলার করে নিচ্ছে ওরা। আর ওই মহিলা আমাদেরকে বললেন কিনা উচ্ছৃঙ্খল জনতা।'

পেছনে, স্টেজের প্রবেশ দ্বারে এক বুড়ো দারোয়ান অত্যন্ত সম্ভ্রমের সাথে পথ ছেড়ে দিল অ্যানের। এই অ্যানের সাথে খুলি দ্বীপের অ্যানের একদম মিল নেই।

ঝিকমিকে সাদা প্যারিস গাউনে রূপকথার রাজকন্যার মত লাগছে অ্যানকে। তার ফর্সা খোলা কাঁধে লুটোপুটি খাচ্ছে ঝলমলে মধু রঙা কেশ।

'স্টেজের কাছে আমি যাব না, জ্যাক,' অনুনয় অ্যানের কণ্ঠে। 'ওর চোখে পড়তে চাই না। শিকল দিয়ে বাঁধা থাকলেও আমার ভয় ভয় লাগছে।'

'তোমাকে এখানে না আনলেও চলত,' গম্ভীর গলায় বলল ড্রিসকল। 'কিন্তু ডেনহ্যাম এমন গোঁ ধরলেন। বললেন পাবলিসিটির জন্য আমাদের দু'জনকেই দরকার।'

ড্রিসকলের বেশভূষাও বদলে গেছে। ডিনার জ্যাকেটে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে এসেছে। যেন রূপকথার রাজপুত্তুর।

'মি. ডেনহ্যামের কাজে লাগতে পেরে আমি খুশী,' বলল অ্যান। 'কারণ তোমাকে তো বলেইছি ওনার ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না।'

'তবে ডেনহ্যাম যা ভাবছেন সেভাবে ভালয় ভালয় সব চুকে গেলেই হলো। যদিও আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে। মন কেমন কুডাক ডাকছে।'

'কুডাক ডাকছে! কার মন কুডাক ডাকছে?'

স্টেজের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ডেনহ্যাম। এও একদম অন্য রকম চেহারার ডেনহ্যাম। টেইল কোট, সিল্ক হ্যাট, কোটের উপরের পকেটে গোঁজা তাজা গোলাপ, সব মিলে ঝানু এক ব্যবসায়ীর মত দেখাচ্ছে তাকে।

'হ্যালো, জ্যাক,' বলল ডেনহ্যাম। 'হাই, অ্যান! একদম ঠিক সময়ে এসে গেছ। দু'জনকেই চমৎকার লাগছে। অ্যান! এ পোশাকে তো তোমাকে একদম রাজকুমারীর মত দেখাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ। তবে ড্রেসটার দামও তো অনেক!' বলল অ্যান।

'দামে কিছু আসে যায় না, বোন। এক রাতেই দশ হাজার ডলার মূল্যের টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। আর কী চাই?'

শিস দিল ড্রিসকল।

'আরে এতো সবে শুরু। আরও ক'টা দিন যাক। স্রোতের মত টাকা আসতেই থাকবে।'

স্টেজের প্রবেশ পথে বুড়ো দারোয়ান কয়েকজন সাংবাদিকের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। তারা ভেতরে ঢুকতে চাইছে, দারোয়ান ঢুকতে দেবে না।

'হ্যাঁ,' নরম সুরে বলছে সে। 'আপনারা কে কোত্থেকে এসেছেন জানি আমি। সান, হেরাল্ড ট্রিবিউন, টাইমস, ওয়ার্ল্ড-ট্যানি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। বিশেষ করে যখন ফটোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মি. ডেনহ্যাম আমাকে বহিরাগত কাউকে ভিতরে ঢুকতে দিতে নিষেধ করেছেন।'

'ওদেরকে ঢুকতে দাও, জো,' বলল ডেনহ্যাম।

'সাংবাদিক,' অ্যান আর ড্রিসকলকে ব্যাখ্যা করল সে। 'তোমাদের সাক্ষাৎকার নিতে চায়।'

'তুমি কখনও সাক্ষাৎকার দিয়েছ, হানি?' জিজ্ঞেস করল ড্রিসকল, এখনই ঘেমে গেছে।

'শুধু চাকরির জন্য,' বিড়বিড় করল অ্যান। 'তবে এটা ওগুলোর চেয়ে খারাপ হবে না।'

'মিস ডারো, ভদ্রমহোদয়গণ,' পরিচয় করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ডেনহ্যাম। 'আর মি. ড্রিসকল, ওয়ান্ডারার-এর হিরো মেট।'

'আপনারা নাকি বেশ ঝামেলার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, মি. ড্রিসকল?' জিজ্ঞেস করল টাইমস-এর সাংবাদিক।

'ঝামেলা নয়, বলুন বিপদ,' তাকে শুধরে দিল অ্যান। 'আর উনি একার চেষ্টায় সে সব বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তার সঙ্গী নাবিকরা সবাই মারা গেছে।'

'আমি তেমন কিছু করিনি,' কলার ঠিক করতে করতে বলল ড্রিসকল। 'মি. ডেনহ্যামই আসলে কংকে ধরে এনেছেন। আমরা পালিয়ে আসছিলাম। উনি একা রুখে দাঁড়ান কং-এর বিরুদ্ধে,

বোমা মেরে ধরাশায়ী করে ফেলেন।'

'এর মধ্যে আমাকে টেনো না,' চতুর ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করল ডেনহ্যাম। 'সকল কিছুর মধ্যমণি মিস ডারো। ও না থাকলে কং-এর কাছেই কোনদিন যেতে পারতাম না। কং অ্যানকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য গাঁয়ে ফিরে এসেছিল।'

'বিউটি!' চেঁচিয়ে উঠল এক ট্যাবলয়েড পত্রিকার রিপোর্টার। 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট। আহ্, যা দারুণ একটা হেডং'ইন হবে না! এরকম হেডলাইনের জন্য আমি নিজের বোনাসের একটা অংশ দিয়ে দিতেও রাজি।'

'বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট!' প্রশংসার গলায় কথাটা পুনরাবৃত্তি করল ডেনহ্যাম, সন্তুষ্টচিত্তে অ্যান আর ড্রিসকলের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। 'উনি ঠিকই বলেছেন। এটাই তোমাদের গল্প।'

'আমরা ওনাদের ছবি তুলতে চাই,' অধৈর্য গলায় বলল এক ফটোগ্রাফার।

'একটু পরেই সে সুযোগ পাবেন,' প্রতিশ্রুতি দিল ডেনহ্যাম। 'স্টেজের ছবি তুলবেন আগে। পর্দা ওঠার পরে। আপনারাই প্রথম কং-এর ছবি তোলার সুযোগ পাবেন। সাথে মিস্ ডারো এবং ড্রিসকলও থাকবে।'

'হ্যাঁচ্চো!' হাঁচি দিল এক ক্যামেরাম্যান। 'তা হলে তো কথাই নেই।'

'আপনার বিশ ফুট উঁচু দানবটা ঠিক মত বাঁধা আছে তো?' জিজ্ঞেস করল সান পত্রিকার সাংবাদিক। 'কারণ আমি আমার সেরা সুটটা পরে এসেছি। চাই না এটার বারোটা বাজুক।'

দরাজ গলায় হেসে উঠল ডেনহ্যাম। 'নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।' অন্ধকার স্টেজের উইং-এর দিকে ইঙ্গিত করল।

ওখানে, প্রকাণ্ড একটা ইস্পাতের খাঁচার মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে আছে কিংকং। তবে এখন আর কিং বা রাজার মত লাগছে

না তাকে। সারা শরীর শক্ত, মোটা শিকলে বাঁধা। শিকলগুলো মোটা ইস্পাতের মেঝের রিং বোল্টের মধ্যে ঢুকে গেছে কং-এর গা বেয়ে। এমন শক্তভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে নড়াচড়ার জো নেই। শুধু মাথায় শিকল পরানো হয়নি। ঘাড় নেড়ে নীরবে দেখছে সে দর্শকদের। তাকে দেখে ভিরমি খেল সাংবাদিকরা। সান-এর রিপোর্টার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমার আগে গিয়ে খবর সংগ্রহের ইচ্ছে নেই। যার ইচ্ছে সে আগে যাক।'

'অ্যান!' হাত নেড়ে ডাকল ডেনহ্যাম। 'জ্যাক, তুমিও এসো। পর্দা ওঠার সময় তোমরা দু'জনেই স্টেজে থাকবে।'

'আমি? না!' সিঁটিয়ে গেল অ্যান। পরনের গাউনের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ।

'আরে, চলো তো,' মৃদু ধমক দিল ডেনহ্যাম। 'কিচ্ছু হবে না। কং এখন আর আগের মত অবস্থায় নেই। ও তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ড্রিসকলের সাথে স্টেজের কোনায় গিয়ে দাঁড়াল অ্যান। প্রকাণ্ড মাথাটা তার দিকে ঘোরাল কং। ফটোগ্রাফাররা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাদের ক্যামেরা আর ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে।

'মেয়েটাকে বন মানুষটার পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলতে পারলে আমার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার পুরোটা জুড়ে ছাপতে দেব খবরটা,' বলল ট্যাবলয়েড পত্রিকার ফটোগ্রাফার।

'বনমানুষটা ঠিকঠাক বাঁধা আছে তো?' জিজ্ঞেস করল টাইমসের সাংবাদিক।

'অবশ্যই। ডেনহ্যাম ঝুঁকি নেয়ার লোক নয়। বিশেষ করে এরকম সোনার খনি নিয়ে।'

ডেনহ্যাম অ্যানের বাহু চাপড়ে দিল আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে।

'বেশীক্ষণ লাগবে না,' বলল সে। 'আমি ছোট্ট একটা ভাষণ

দেব। তারপর উঠে যাবে পর্দা। তোমরা দু'জনে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দেবে। তারপর সাংবাদিকদের কাছে যা বলেছ তেমনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে নিজের অভিজ্ঞতার কথা খানিক বলার পরেই তোমার ছুটি। সোজা চলে যাবে তোমার হোটেলে।'

ডেনহ্যাম পর্দার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল উৎফুল্ল ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে। তার কণ্ঠ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল ছায়া ঘেরা স্টেজে। রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যানদের ডেনহ্যামের ভাষণের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। তারা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে। অ্যান ড্রিসকলের গা ঘেঁষে এল, তার কোমর জড়িয়ে ধরল ড্রিসকল। মনে একটু সাহস পেল অ্যান।

কং টেনিস বলের মত চোখ দিয়ে লক্ষ করল কোমর জড়িয়ে ধরা হাতটিকে, মৃদু ঝনঝন করে উঠল শিকল।

পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে এল ডেনহ্যামের গলা। 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। আজ রাতে আমি এসেছি আপনাদেরকে অদ্ভুত এক গল্প শোনাতে। হলপ করে বলতে পারি এমন আশ্চর্য কাহিনী কেউ কোনদিন শোনেননি। শুনলে হয়তো বিশ্বাসও হবে না। তবে ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, চোখে দেখলে তা বিশ্বাস হতে বাধ্য। এবং আমরা–আমি এবং আমার সহযোগীরা–আমাদের অভিযানের জ্যান্ত নিদর্শন নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। যে অভিযানে করুণ মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আমার বারোজন সাথীকে।'

সান-এর সাংবাদিক টাইমস-এর রিপোর্টারকে খোঁচা দিল।

'বারোজন লোকের প্রাণহানির কথা মিথ্যা নয়,' বলল সে। 'জাহাজের খবর যে সংগ্রহ করে, আমাদের ম্যাক লেইন, সে কলামিস্টের ছদ্মবেশে ডেনহ্যামের জাহাজে উঠেছিল, লাম্পি নামে এক বুড়ো জাহাজী তাকে নিহতের ঠিক একই সংখ্যা বলেছে।'

'তবে আমি আরও কিছু বলার আগে, ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ,' বলে চলেছে ড্রিসকল, 'আপনাদেরকে যে যার

আসনে শক্ত হয়ে বসার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ আমি আপনাদের জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য দৃশ্যটি দেখাতে চলেছি। একসময় সে রাজা ছিল, নিজের রাজ্যে ছিল ঈশ্বরের মত, তাকে বন্দি করে নিয়ে আসা হয়েছে সভ্য জগতে মানুষের অফুরন্ত কৌতূহল মেটাতে। ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! দেখুন কংকে, বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্যকে!'

উঠে গেল পর্দা আর সাথে সাথে সমস্ত দর্শক দাঁড়িয়ে গেল। কং-এর বিকট চেহারা দেখে আঁতকে উঠল তারা ভয়ে, চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল বিস্ময়ে। বাবা-মা'র সঙ্গে মজা দেখতে আসা বাচ্চারা কান্না জুড়ে দিল। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে মজা পেল ডেনহ্যাম। ঠোঁটে বিজয়ের হাসি এঁটে তাকিয়ে রইল।

কং সামান্য মাথা নাড়ল, মৃদু ঝনঝন শব্দে বাজল শিকল, বাজতেই থাকল, যেন কাঁপছে সে।

'এবার,' উইং-এর দিকে এগিয়ে গেল ডেনহ্যাম, 'পরিচয় করিয়ে দিই আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী মেয়ে মিস অ্যান ডারোর সঙ্গে।'

হাততালিতে ফেটে পড়ল অডিয়েন্স। ডেনহ্যাম বলে চলল, 'এ হলো বিউটি। আর ওই হলো বীস্ট। মিস ডারো যে অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে এসেছে কোন মেয়ে তা কল্পনাও করতে পারবে না। তবে সে কথায় পরে আসছি। মিস ডারোকে কং-এর থাবা থেকে ছিনিয়ে এনেছে ওয়ান্ডারার-এর সাহসী মেট মি. জন ড্রিসকল।'

লজ্জা এবং অস্বস্তিতে লাল চেহারা নিয়ে অ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ড্রিসকল। অপূর্ব সুন্দরী, ঝলমলে চুলের মেয়েটির পাশে সুদর্শন তরুণটিকে চমৎকার মানিয়েছে, দর্শক চাপা গলায় বলাবলি করতে লাগল।

'অভিযানের পুরো গল্প বলার আগে,' বলে চলেছে ডেনহ্যাম, 'সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা আসবেন স্টেজে, আপনারাই প্রথম সৌভাগ্যবান দর্শক যারা বন্দি কং-এর ছবি তোলার দৃশ্য দেখতে পাবেন।'

স্টেজের ফুটলাইটের সামনে চলে এল ক্যামেরাম্যানরা সার বেঁধে। কং-এর শিকল মৃদু ঝনঝন শব্দে বেজেই চলেছে। সান পত্রিকার সাংবাদিক লিয়ন্স চট করে একটা সুবিধেজনক জায়গা খুঁজে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কটমট করে তার দিকে তাকাল ট্যাবলয়েডের রিপোর্টাররা।

ডেনহ্যাম অ্যানের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল খাঁচার কাছে। নীরবে কাতর অনুনয় করেছিল অ্যান, কিন্তু কানে তোলেনি ডেনহ্যাম। তার ইশারা দেখে চেহারা থেকে ভয়ের ছাপ মুছে ফেলার চেষ্টা করল অ্যান। ফটোগ্রাফাররা একযোগে গুঞ্জন তুলল। অ্যানকে হাসতে বলছে। মুখ হাসি হাসি রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল সে। একসঙ্গে সব ক'টা ফ্লাশ জ্বলে উঠল, চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল স্টেজ।

কং-এর ঠোঁট বেঁকে গেল, বেরিয়ে এল লম্বা, সাদা দাঁত। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে গর্জে উঠল। গত কয়েক হপ্তার মধ্যে এই প্রথম আগের গলা ফিরে পেয়েছে কং। তার বজ্র নিনাদ ছাদে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল, আঁতকে উঠল দর্শক। অশুভ আশঙ্কায় ড্রিসকলের মুখ শক্ত হয়ে গেল। আর্তনাদ করে এক কদম পিছিয়ে এল অ্যান। ডেনহ্যাম হাত তুলে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল।

'ভয় পাবেন না, ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ,' জোরে চেঁচাল সে। 'কং-এর গায়ের শিকল ক্রোম স্টীলের তৈরি। এ বাঁধন ছিঁড়ে সে বেরুতে পারবে না।'

কং-এর হুংকারের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেছে, তবে বেড়ে গেল শিকলের ঝনঝনানি।

'কং-এর পাশে গিয়ে আবার একটু দাঁড়ান, মিস ডারো,' অনুরোধ করল ক্যামেরাম্যানরা।

আবার তীব্র আলোর বন্যায় ভেসে গেল স্টেজ। সিঁটিয়ে গেল অ্যান, হাত দিয়ে ঢেকে ফেলেছে মুখ। বিরক্তি আর অধৈর্য নিয়ে

ডেনহ্যামের দিকে তাকাল ড্রিসকল।

'চলো, অ্যান,' বলল সে। 'যথেষ্ট হয়েছে।'

'দাঁড়াও!' আদেশ করল ডেনহ্যাম। 'আরেকটু।'

তৃতীয়বার প্রচণ্ড আলোর ছটায় উদ্ভাসিত হলো স্টেজ। মুখ হাঁ হয়ে গেল কং-এর, বুকের গভীর থেকে উঠে এল ভয়াবহ গর্জন। ড্রিসকল এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে অ্যানকে, প্রচণ্ড জোরে গা ঝাড়া দিল পশু-দেবতা। ভয়ানক রেগে গেছে।

'অদ্ভুত!' ফিসফিস করল ডেনহ্যাম। 'ও ভেবেছে তুমি অ্যানকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ, জ্যাক। ওভাবেই থাকো! ওভাবেই ওকে ধরে রাখো!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করল সে ফটোগ্রাফারদেরকে। উঠে দাঁড়াল কং। বিরাট শরীরে বাঁধা শিকলগুলো টান টান হয়ে গেল। কং-এর তালু বাড়ি খেল খাঁচার মাথায়, সাথে সাথে ভেঙে গেল। একটানে হাতের শিকল ছিঁড়ে ফেলল সে। প্রশস্ত বুকে থাবা দিয়ে দমাদম পিটতে লাগল। পায়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে রিং বোল্ট উঠে এল ইস্পাতের মেঝে থেকে আলগা হয়ে। শিকলের সঙ্গে বাড়ি লেগে কান ফাটানো শব্দ হলো। অ্যান আর তার মাঝে শুধু বাধা হয়ে আছে খাঁচার ইস্পাতের গরাদ।

এরপরে হলঘরে যা শুরু হলো তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। ভয়-আতঙ্কে ছুটে পালাচ্ছে দর্শক, চেয়ার উল্টে, ডিগবাজি খেয়ে এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। শতশত মানুষ একসঙ্গে ছুটেছে গেটের দিকে। কতজন যে পায়ের নীচে চাপা পড়ল তার হিসেব রইল না। কং-এর গর্জনে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছে অনেকে।

ড্রিসকল অ্যানকে পাঁজাকোলা করে হতভম্ব সাংবাদিকদের ঠেলা ধাক্কা দিয়ে ছুটল স্টেজের দরজার দিকে। তার পেছনে ইস্পাতের গরাদ ভাঙার শব্দ শোনা গেল, সেই সাথে হলঘরের দেয়াল কেঁপে উঠল কং-এর হুংকারে।

'আমার হোটেলে চলো!' অ্যানের কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাল ড্রিসকল। 'রাস্তার ঠিক ওপারেই।'

'আমাকে নামিয়ে দাও,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যান। 'পায়ে হেঁটে তাড়াতাড়ি যেতে পারব।'

স্টেজের প্রবেশ পথের পাশ দিয়ে সরু একটা গলি চলে গেছে। মিশেছে বড় রাস্তায়। রাস্তার ওপারে ড্রিসকলের হোটেল। অ্যানের হোটেল অনেক দূরে, নয় ব্লক পরে। নিজের হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাল ড্রিসকল। কং স্টেজের প্রবেশ দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

'এলিভেটর!' বলল ড্রিসকল, অ্যানকে নিয়ে একছুটে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

লিফটের বন্ধ দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে ওরা, ঠিক তখন হোটেল লবিতে ঢুকে পড়ল কং। হোটেলের নিরাপত্তা রক্ষী রিভলবারের পুরো গুলি খরচ করল দানবটার গায়ে। অবিশ্বাস নিয়ে দেখল কং-এর গায়ে একটা গুলিও লাগেনি। সে দ্রুত গতিতে ছুটে গেল রাস্তায়। আকাশের দিকে মুখ তুলে একটার পর একটা হুংকার ছাড়তে লাগল।

উনিশ

ড্রিসকলের ঘরের বন্ধ দরজার পেছনে, বিছানায় লুটিয়ে পড়ল অ্যান।

'আমি আর সহ্য করতে পারছি না. জ্যাক! আর পারছি না!

মনে হচ্ছে দ্বীপের দুঃস্বপ্নটা যেন ফিরে এসেছে আবার!'

'আমাদের এখানে কোনও ভয় নেই। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, হানি। ওরা কংকে ঠিকই ধরে ফেলবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল অ্যান। তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল জ্যাক। মুখে জোর করে হাসি ফোটাল। 'আরে, কাঁদছ কেন? বললাম তো সব ঠিক হয়ে যাবে।' অ্যান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

হাসিটা মুখে ধরে রেখে কাছের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল ড্রিসকল। অ্যানকে আসতে বলল ইশারায়।

'এদিকে এসো! তোমার মুখে হাসি ফোটানোর ব্যবস্থা করছি। শোনো পাশের ঘরে টেলিফোনে কী কথা হচ্ছে।' বন্ধ দরজার সামনে অ্যানকে টেনে নিয়ে গেল ড্রিসকল, কান পাতল। এক মহিলার উচ্চকিত কণ্ঠ শোনা গেল।

'হ্যাঁ, জিমি! ম্যাবেল বলছি···তুমি ফিরে এসেছ শুনে খুব খুশী হয়েছি···জোরে বলো, জিমি। দমকলের গাড়ি যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি না কিছু···কী বললে, হ্যাঁ, সন্ধ্যায় ফ্রী আছি···রাত দশটায় তো ভালই হবে···'

'এভাবে পরের দরজায় কান পাতা মোটেই ঠিক হচ্ছে না,' আপত্তি জানাল অ্যান।

'শ্‌শ্‌!' বলল ড্রিসকল। 'এতে যদি তোমার মন ভাল হয়ে যায়, ক্ষতি কী?'

'···আমি নতুন একটা ড্রেস কিনেছি, জিমি···হ্যাঁ, খুব সুন্দর। ওটা পরব···হ্যাঁ, অবশ্যই ঠিক সময়ে হাজির হয়ে যাব···আমি কবে কথা দিয়ে কথা রাখিনি, জিমি বয়? ···আঃ আঃ আঃ!'

দরজায় কান পেতে কথা শুনছিল ড্রিসকল। আঁতকে উঠল তীক্ষ্ণ তীব্র একটা চিৎকারে।

'ওহ্, মাই গড! জিমি! জিমি! জি—'

লাফ মেরে সিধে হলো ড্রিসকল। এক ছুটে চলে এল নিজের ঘরে। পলকের জন্য থামের মত মোটা লোমশ হাতটাকে দেখতে পেল জানালায়। কং! হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে অ্যানকে তুলে নেয়ার জন্য। কব্জিতে এখনও ছেঁড়া শিকল ঝুলছে। ড্রিসকল শিকল চেপে ধরল। পরমুহূর্তে কং-এর শক্তিশালী হাতের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল দেয়ালে। অ্যানকে মুঠোয় চেপে ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল কং! ড্রিসকল টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিতে দেখল দানবটা হোটেলের ছাদ থেকে পাশের দালানের ছাদে লাফিয়ে পড়ছে।

'ডেনহ্যাম।' উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল ড্রিসকল। 'কোথায় আপনি? অ্যানকে শয়তানটা ধরে নিয়ে গেল–' ঝট করে দরজা খুলে করিডরে ছুটল সে। লিফটে চড়বে।

নিউ ইয়র্কের রাস্তায় তখন শ্বাসরুদ্ধকর এক ধাওয়া শুরু হতে চলেছে। পুলিশ রেডিও কারগুলো ছুটে আসছে হোটেল অভিমুখে সাইরেন বাজিয়ে। ফুটপাতে ইতিমধ্যে হাজির হয়ে গেছে শতশত পুলিশ। দক্ষিণে, সেন্টার স্ট্রীটের হেডকোয়ার্টার থেকে টমি গান নিয়ে মোটর সাইকেলে বেরিয়ে পড়ল ডজনখানেক পুলিশ। ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও ছুটে এলেন। উত্তেজিত গলায় তাঁরা বলাবলি করছেন, '...দানবটা পালাল কী করে? ওই শিকল দিয়ে আর্মি ট্যাংক ঠেকিয়ে রাখা যায়...।' '... দমকল বাহিনীকে খবর দাও! উদ্ধার কাজে মই লাগবে... ।' '...রাস্তা পরিষ্কার করো! সবাইকে সরিয়ে দাও রাস্তা থেকে...'

ড্রিসকল ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল লিফটম্যানকে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, দেখতে পেল ডেনহ্যামকে। পুলিশ পরিবৃষ্ট হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে হোটেলের পাশ দিয়ে। 'ওকে হোটেলের ছাদে দেখা গেছে, অফিসার! ওভাবে বোকার মত মাথা নাড়বেন না। জানোয়ারটার কাছে যে কোন উঁচু জায়গা বেয়ে ওঠা ডাল ভাত।'

'ডেনহ্যাম!' চেঁচাল ড্রিসকল। 'কং ধরে নিয়ে গেছে

অ্যানকে।' থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডেনহ্যাম, শক্ত হয়ে গেল হাতের মুঠো, ঘুসি বসাল তালুতে। এক পুলিশ কোটের পকেট থেকে বের করল রিভলবার। ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের গতিতে হাজির হয়ে গেল পুলিশ রেডিও কার।

'ওই যে দেখুন!'

হোটেলের সামনে ভিড় করে থাকা জনতা বলে উঠল সমস্বরে। নিয়ন সাইনের আলোতে দুই ব্লক দূরে কংকে দেখা গেল একটা ছাদের উপর। বাম হাতে ধরে রেখেছে অ্যানকে, ছোট্ট সাদা একটা পুতুলের মত লাগল। কংকে লক্ষ্য করে খামোকা গুলি ছুঁড়ল এক পুলিশ। কং প্রকাণ্ড লাফ মেরে উঠে গেল আরও উঁচু একটা দালানের ছাদে। চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

'সবাই এই দমকল ট্রাকে উঠে পড়ুন,' হাঁক ছাড়ল এক সার্জেন্ট; ড্রাইভারের দিকে ফিরে তাকাল, 'কী করতে হবে জানাই আছে তোমার।'

ড্রিসকলও চড়ে বসল দমকলের গাড়িতে, ডেনহ্যামও। ছুটে চলল ট্রাক।

'চলতে থাকো!' নির্দেশ দিল সার্জেন্ট। 'পুবে সিক্সথ এভিন্যুর দিকে যাচ্ছে ও। ওদিকে যাও শিগ্‌গির।'

কিন্তু সিক্সথ এভিন্যুতে পৌঁছে টিকিটিও মিলল না কং-এর। এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে প্রায় ফাঁকা রাস্তা ধরে ছুটে আসতে দেখে তাকে থামিয়ে কং-এর কথা জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।

'কং কিনা জানি না!' ভয়ে-বিস্ময়ে বিস্ফারিত ড্রাইভারের চোখ। পুব দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'গরিলার মত বিরাট একটা জানোয়ারকে দেখলাম এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে পড়তে। বাপরে সে কী লাফ! লাফাতে লাফাতে ওই দালানগুলোর আড়ালে চলে গেল।'

'ছড়িয়ে পড়ো!' হুংকার ছাড়ল সার্জেন্ট। 'গোটা ব্লক ঘিরে ফেলো।'

ম্যাডিসন ছাড়িয়ে পুব দিকে হলুদ হেডলাইট জ্বালিয়ে সাইরেন বাজানো গাড়ির সামনে ছুটে আসছিল পুলিশের মোটর সাইকেল। দমকল ট্রাকের বুদ্ধিমান ড্রাইভার সংকেত দিতে থেমে গেল হলুদ হেডলাইট। পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে এলেন পুলিশ কমিশনার। তার পেছনে দাঁড়াল মোটর সাইকেলের আরোহীরা।

'মেসিনগানের গুলি দিয়ে আপনার জানোয়ারটাকে বধ করা যাবে, ডেনহ্যাম?'

'অবশ্যই যাবে।'

'ওকে নাগালে পেয়েছেন?'

'এখানে এসে হারিয়ে ফেলেছি, সার,' বলল সার্জেন্ট।

ব্লকের পুব দিক থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল।

'আমি ব্লক ঘিরে ফেলতে বলেছি, মি. কমিশনার,' বলল সার্জেন্ট।

'ওর পিছু নাও।'

সগর্জনে সিক্সথ এভিন্যু দিয়ে ছুটল গাড়িগুলো। দু'পাশে আর পেছনে রইল মোটর সাইকেলগুলো, যেন ব্যাটলশিপ পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে টর্পেডো বোট ডেস্ট্রয়ার, সবার পেছনে দমকল বাহিনীর ট্রাক। ফিফথ এভিন্যুর মোড়ে এক পুলিশ কাঁপতে কাঁপতে আঙুল তুলে দেখাল দক্ষিণ দিকে। কিন্তু ওদিকে গিয়েও কং-এর দেখা মিলল না।

'শুধু যদি জানতে পারতাম ও কোথায় যাচ্ছে,' গুঙিয়ে উঠলেন কমিশনার।

'কং কোথায় যেতে পারে আমি ধারণা দিতে পারি, সার,' বলল ড্রিসকল। 'খুব উঁচু কোন জায়গায় যাওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে এতদিন পাহাড়ে বাস করে এসেছে। ওর সম্ভবত ধারণা, যত উঁচুতে ওঠা যাবে ততই শত্রুর নাগালের বাইরে থাকা যাবে। এ এলাকায় খুব উঁচু কোন দালান থাকলে সেখানে গেলে

ওর দেখা মিলতে পারে ওটার ছাদে।'

'আপনার ধারণা যদি সত্যি হয়,' আস্তে আস্তে বললেন কমিশনার, 'তা হলে কং এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর দিকে গেছে। কারণ এ শহরের ওটাই সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং।'

'তা কী করে সম্ভব!' অবিশ্বাস চিফ ইন্সপেক্টরের কণ্ঠে।

'ড্রিসকল ঠিকই বলেছে,' সায় দিল ডেনহ্যাম। 'কং ওখানেই যেতে পারে।'

'তা হলে আমরা ওখানেই যাই চলুন,' বললেন কমিশনার।

এদিকে ডজনখানেক সাংবাদিক এসে ভিড় জমিয়েছে রাস্তায়। কমিশনার গাড়ি নিয়ে ভিড় কাটিয়ে এগোলেন ডেনহ্যাম আর ড্রিসকলকে নিয়ে।

'ওই তো! ওই তো ও! ওখানে!'

তৃতীয়বারের মত রাস্তায় দেখা গেল কংকে। পরমুহূর্তে প্রকাণ্ড লাফ মেরে উঠে পড়ল এক বাড়ির ছাদে এবং যথারীতি চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কমিশনারের নির্দেশে দ্বিগুণ জোরে গাড়ি ছুটল এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর দিকে। দূর থেকে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু দালানের চুড়োটা দেখা গেল সগর্বে মাথা তুলে আছে আকাশের দিকে। চুড়োয় সাদা আলোর একটি বৃত্ত।

ঠিক সময়েই বিল্ডিং-এর নীচে হাজির হয়ে গেলেন কমিশনার। এক প্রত্যক্ষদর্শী চোখ বড় বড় করে জানাল সে একটু আগে কংকে দেখেছে একটা বাড়ির ছাদ দিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়তে। তারপর ছুটে গেছে রাস্তার বিপরীত দিকের আকাশ ছোঁয়া দালানটির দিকে। তারপর টিকটিকির মত বিল্ডিং বেয়ে উঠতে শুরু করে। প্রথম তলায় ওঠার পরে তাকে আর দেখতে পায়নি লোকটা।

কংকে একই সাথে দেখতে পেলেন কমিশনার, ডেনহ্যাম ও ড্রিসকল। স্বচ্ছন্দ গতিতে দালান বেয়ে উঠছে। পুলিশের লোকরা গুলি চালাতে গেলে বাধা দিলেন কমিশনার। 'গুলি কোরো না।

দেখছ না মেয়েটা এখনও ওর হাতে।'

অ্যানকে পরিষ্কার দেখা গেল। কং ধরে আছে তাকে হাতের মুঠোতে। তবে দালান বাইতে গিয়ে ওই হাতটা ব্যবহার করছে না সে।

'এলিভেটরে করে টমিগান নিয়ে কয়েকজনকে উপরে পাঠিয়ে দাও,' হুকুম করলেন কমিশনার। 'দালানের মাথায় উঠতে দেয়া হবে না ওকে। তার আগেই পেড়ে ফেলতে হবে।'

কং এত উঁচুতে উঠে গেছে, বিশাল শরীরটা ছোট লাগছে। এখনও দালান বাইছে সে। খড়ির দেয়ালে কালো একটা প্রতিচ্ছবি। মাঝে মাঝে চুড়োর উজ্জ্বল ঘুরতে থাকা ফ্লাড লাইটের আলোয় ঝলসে উঠছে কং-এর শরীর। তারপরও বিরামহীনভাবে উপরে উঠে চলেছে সে।

'মেয়েটাকে বোধহয় আর বাঁচানো গেল না,' মন্তব্য করল পুলিশ সার্জেন্ট। 'গুলি করলে ওর গায়ে লাগবেই।'

'দাঁড়ান,' চেঁচিয়ে উঠল ড্রিসকল। 'একটা উপায় এখনও আছে।' কমিশনার তার দিকে তাকালেন।

'আর্মি প্লেন,' ব্যাখ্যা করল ড্রিসকল। 'রুজভেল্ট ফিল্ড থেকে। ওরা কংকে শেষ করে অ্যানকে উদ্ধার করতে পারবে।'

'হ্যাঁ, এই একটা সুযোগ আছে,' বললেন কমিশনার।

'ফিল্ডে ফোন করুন, মি. ও ব্রায়েন। প্লেন পাঠিয়ে দিতে বলুন।'

'আমি বিল্ডিং-এ উঠতে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল ড্রিসকল। 'দেখি অ্যানকে উদ্ধার করতে পারি কিনা।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, জ্যাক,' বলল ডেনহ্যাম।

কমিশনারের ইঙ্গিতে সাব মেসিনগান হাতে আধডজন পুলিশ অফিসার ওদের পেছন পেছন চলল।

'আমাকে একটা অস্ত্র দিন,' বিল্ডিং-এর ঠাণ্ডা করিডরে ঢুকে বলল ড্রিসকল।

সার্জেন্টের ইশারায় একটা সাবমেসিন গান ড্রিসকলের হাতে তুলে দিল এক পুলিশ।

'আমি এর ব্যবহার জানি,' তাকে আশ্বস্ত করল ড্রিসকল। 'ডেনহ্যাম, ওকে বলুন এটা আমি কেমন চালাই।'

'ভাল। খুবই ভাল।' কর্কশ গলায় বলল ডেনহ্যাম।

লিফটে চড়ে উপরে উঠে এল ওরা। অবজার্ভেশন প্লাটফর্মে যাবার দরজা বন্ধ। চাবি নেই ওদের কাছে। দারোয়ানও নেই।

'শুনুন!' ফিসফিস করল ড্রিসকল।

দূর থেকে ভেসে এল প্লেনের গুঞ্জন। শব্দটা বেড়ে চলল দ্রুত।

'আর্মির প্লেন!' হাসার চেষ্টা করল ডেনহ্যাম।

সবুজ আর লাল আলো জ্বালিয়ে আকাশে হাজির হয়ে গেল ছ'টা প্লেন। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর অনেক উঁচু দিয়ে উড়ছে ওগুলো। এত উঁচুতে লাল আর সবুজ আলোগুলো আবছা দেখাল। তারার নীচে প্লেনগুলো একটার পেছনে আরেকটা ছুটে গেল সশব্দে।

কং আকাশের দিকে তাকিয়ে গর্জন ছাড়ল।

'এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ওদেরকে,' বিল্ডিং-এর প্রকাণ্ড ছাদের সাথে সংযুক্ত ছোট ছাদের দূর প্রান্তের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ড্রিসকল। বিল্ডিং-এর টপ ফ্লোর এটা। ওদের মাথার উপরে অবজারভেশন প্লাটফর্মের সরু চাতাল। প্লেনগুলো ডাইভ দিয়ে নীচে নামতে ওখানে দাঁড়িয়ে আবার গর্জে উঠল কং।

অ্যান, ধবধবে সাদা ড্রেস পরা, শুয়ে আছে বিরাট দুই পায়ের মাঝখানে। একটা প্লেন সাঁ সাঁ করে নেমে এল, ডানার খোঁচা লাগাবে কংকে। কিন্তু বাঁক নিতে গিয়ে মিস হয়ে গেল টার্গেট। কং বিদ্যুৎগতিতে সরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল প্লেনের ডানায়। ভেঙে গেল ডানা, হারিয়ে ফেলল ভারসাম্য, ডিগবাজি খেতে খেতে সোজা নীচের রাস্তা লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল।

তবে নীচে আছড়ে পড়ার আগেই মাঝপথে বিস্ফোরিত হলো ওটা, আগুনের একটা কুণ্ডে পরিণত হলো। জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

'ওরা ফিরে আসছে,' বলল ডেনহ্যাম। 'পাঁচজনে মিলে বৃত্ত করে আসছে।'

'এবার,' ভবিষ্যদ্বাণী করল ড্রিসকল, 'গুলি চালাবে ওরা। সম্ভবত বুক লক্ষ্য করে গুলি করবে। তা হলে অ্যানের গায়ে গুলি নাও লাগতে পারে।'

'প্রার্থনা করি তাই যেন ঘটে,' বলল সার্জেন্ট।

'আপনি যত ইচ্ছা প্রার্থনা করুন,' বলল ড্রিসকল। 'তবে আমি চললাম। প্লাটফর্মের পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব। এ সময় অ্যানের কাছাকাছি থাকা দরকার।'

ডেনহ্যাম কিছু বলল না তবে ড্রিসকলের পেছন পেছন এগোল; একটু ইতস্তত করে সার্জেন্টও।

দরজার কাছে চলে এসেছে ড্রিসকল, ততক্ষণ কং-এর উপর হামলার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে প্লেনগুলো। কং-এর সমস্ত মনোযোগ এখন ওদের দিকে। ছাদের কিনারায় চলে এসেছে সে, তার ভয়ঙ্কর গর্জনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে রাতের বাতাস।

আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল একটা প্লেন, তার লাল আর সবুজ আলোগুলো ঝিক্‌মিক্ জ্বলছে, হঠাৎ ডাইভ দিল ওটা। বুকে দমাদম ঘুসি মারল কং, দাঁড়াল শরীর টান টান করে। ড্রিসকল গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে লাথি মেরে ভেঙে ফেলল দরজা, উঁকি দিল।

লম্বা একটা রেখা টেনে নেমে এল প্লেনটা। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ঝুলে আছে শূন্যে, দানব হামিংবার্ডের মত, পশুটার সামনে; তারপর বাঁক নিয়ে উঠে গেল উপরের দিকে। তবে এক সেকেন্ড শূন্যে ঝুলে থাকার সময়টুকুর মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলেছে সে। মেসিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে কং-এর বুক।

তীব্র ঝাঁকি খেল কং, টলে উঠল, একটা পা তুলে অ্যানকে ধাক্কা মেরে চাতাল থেকে গড়িয়ে দিল ছাদের উপরে। ধীর গতিতে ঘুরল কং যেন তুলে নেবে অ্যানকে। উঁচু করে রাখা পা-টা আবার নামিয়ে আনল। ঝুঁকে গেল সামনের দিকে, বিস্ময় আর বেদনা নিয়ে তাকিয়ে রইল অ্যানের দিকে। তারপর কাশতে লাগল।

রাতের আকাশ থেকে অন্য প্লেনগুলো নেমে এল কংকে লক্ষ্য করে। কং গর্জন করল, হুংকারের বদলে কর্কশ কাশির শব্দ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। তবু শরীর সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকল, ক্ষতবিক্ষত বুকে ঘুসিও দিল।

একটার পর একটা প্লেন, বিরতিহীনভাবে চালিয়ে গেল হামলা। শতশত বুলেটে যেন মোরব্বার মত কেঁচে ফেলল কং-এর পাহাড় সমান শরীর। মেসিনগানের গুলির আওয়াজ ঢেকে দিল কং-এর আর্তনাদ। তারপর দূরে সরে গেল প্লেনগুলো।

টলছে কং, বিরাট পা জোড়া আর বইতে পারল না শরীরের ওজন, ডিগবাজি খেয়ে শুরু হলো পতন।

তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে গেল কং। ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছে, হাত বাড়িয়ে থাবা মারল কাছ ঘেঁষে আসা একটা প্লেনের ডানায়। বাউলি কেটে উপরে উঠে গেল ওটা আরেক পশলা গুলি বৃষ্টি করে। ডিগবাজি খেতে খেতে নীচের রাস্তায় দড়াম করে আছড়ে পড়ল কং। খুলি পাহাড়ের রাজা কংকে এভাবেই মরতে হলো কিছু মানুষের নিষ্ঠুরতার কারণে।

কংকে পড়ে যেতে দেখে ছাদে উঠে এল ড্রিসকল। দৌড়ে গেল অ্যানের কাছে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, 'অ্যান! অ্যান! তুমি ঠিক আছ তো?'

অ্যান কিছু বলল না। শুধু ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ডেনহ্যাম আর সার্জেন্ট ছাদের কিনারে গিয়ে উঁকি দিল।

'বাপরে!' বলল সার্জেন্ট। 'এ দৃশ্যের কথা জীবনেও ভুলব

না। কল্পনাই করিনি পাইলটরা ওকে মারতে পারবে।'

'পাইলটদের কারণে ও মারা যায়নি,' ধীরে ধীরে বলল ডেনহ্যাম।

'মানে?'

'বিউটির কারণে মরেছে ও। যেভাবে ঘটে আসছে জনম জনম ধরে। বিউটির হাতেই অবশেষে মারা পড়েছে বীস্ট।'

সার্জেন্ট এ কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ডেনহ্যামের দিকে।

***

অনুবাদ

কিংকং

মূলঃ এডগার ওয়ালেস/মেরিয়ান সি. কুপার

রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেনহ্যাম তার দর্শকদের ভিন্নধর্মী অ্যাডভেঞ্চার সিনেমা উপহার দেয়ার জন্য চলে এল 'খুলি দ্বীপ' নামে সুমাত্রার এক প্রাগৈতিহাসিক দ্বীপে। ওই দ্বীপে বাস করে এক মহাদানব–কিংকং। একে নিয়েই ছবি বানানোর পরিকল্পনা করেছে ডেনহ্যাম। কিন্তু মূর্তিমান আতঙ্কটির হাতে বন্দী হলো ছবির নায়িকা অ্যানডোরা। জীবনবাজি রেখে অ্যানডোরাকে শুধু উদ্ধারই নয়, কিংকংকে কৌশলে নিউ ইয়র্কে ধরে নিয়ে এল দুঃসাহসী ডেনহ্যাম। তারপর? সে এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনী!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০